প্রথম প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 435
1 October 2017
USPS No: 020877
ISN: 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায়: বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৪ আশ্বিন ১৪২৪ | ১ অক্টোবর ২০১৭

হাইকোর্টে মুখ পুড়ল রাজ্যের, পঞ্জিকা মেনেই ভাসান

গোবিন্দ রায় • কলকাতা

রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধোনা করে কলকাতা হাইকোর্ট দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনে রাজ্যের আরোপ করা বিধিনিষেধ খারিজ করে দিল। হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিল, বিজয়া দশমী থেকে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন করা যাবে প্রতিদিন। এ ক্ষেত্রে মহরম কোনও বাধা হবে না। এক কথায়, দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব একই সঙ্গে চলতে যে কোনও বাধা নেই, সে কথাটিই এদিন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, মহরমের দিন, অর্থাৎ বিজয়া দশমীর পরদিন ১ অক্টোবর দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন করা যাবে না। বৃহস্পতিবার রাজ্যের এই বিতর্কিত বিসর্জন-ফরমানই খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টেভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাকেশ তিওয়ারি ও বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের এ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার ওপর অর্ন্তবর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, 'পঞ্জিকা অনুযায়ী দশমী থেকে প্রতিদিনই করা যাবে প্রতিমা বিসর্জন। হাইকোর্টের নির্দেশ, দশমী থেকে প্রতিদিন রাত ১২টা পর্যন্ত বিসর্জন করা যাবে। এর ফলে মহরমের দিনও প্রতিমা নিরঞ্জনের কোনও বাধা থাকল না।

তবে এই সঙ্গে উৎসবের সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজি ও পুলিশ কমিশনারকে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এই সঙ্গে আদালতের নির্দেশ, প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা এবং মহরমের তাজিয়া যাতে একই রাস্তা দিয়ে না যায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে রাজ্য পুলিশকে। কোন পথ দিয়ে কোন শোভাযাত্রা যাবে তা নির্ধারণ করে দিতে হবে পুলিশকেই।

এদিন গুরুত্বপূর্ণ এই নির্দেশ দিয়েই ক্রিকেট-প্রেমী প্রধান বিচার পতি রাকেশ তিওয়ারি সোজা চলে যান ইডেন উদ্যানে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ দেখতে।

তবে এদিনও বিসর্জন নিয়ে এই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নি হাইকোর্টে। আদালতের এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে সরকারের যদি কোনও বক্তব্য থাকে তা তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে রাজ্যকে। পাঁচ সপ্তাহ পর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তবে বলা বাহুল্য, ততদিনে দুর্গাপুজো এবং মহরম উভয়ই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

শুনানি শেষে এদিনই ছিল রায় ঘোষণার কথা। কিন্তু রায় ঘোষণার আগেই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, 'রাজ্য তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবে না। কারণ সম্ভাব্য কোনও বিশৃঙ্খলা বা অনভিপ্রেত ঘটনা এড়াতেই রাজ্যের এই সিদ্ধান্ত।'

এর পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যকে কার্যত ভর্ৎসনা করে প্রধান বিচারপতি রাকেশ তিওয়ারি বলেন, 'রাজ্য তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু এই ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগের অনুমতি দিতে পারে না আদালত।'

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, 'প্রশাসনকে এগোতে হয় ধাপে ধাপে। কোনও জমায়েত থেকে হিংসা ছড়ালে প্রথমে জলকামান ব্যবহার করতে হবে।

এরপর ২২ পাতায়

দাউদের ভাইয়ের মুখে নাম এনসিপি নেতাদের

থানে: বিরিয়ানি খেতে খেতে খোশমেজাজে 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি' দেখছিল বাড়িতে বসে। সোমবার রাতে এমনই এক 'আয়েসি' সময়ে হানাদারি চালিয়ে তোলাবাজির অভিযোগে দাউদ ইব্রাহিমের ভাই ইকবাল কাসকরকে জালে তোলে থানে পুলিশ। মঙ্গলবার তার আট দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আর জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতেই জড়িয়েছে রাজনৈতিক দলের নাম। শরদ পাওয়ারের ন্যাশানালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র এক কর্পোরেটর ইকবালের সঙ্গে তোলাবাজিতে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

তবে এ-ই প্রথম নয়। ২০১৫-য় থানের নির্মাণ ব্যবসায়ী সুরজ পরমর আত্মহত্যা করার পরেও এনসিপি-র নাজিব মুল্লা ও হনুমন্ত জগদলের নাম জড়ায়। এ ছাড়া কংগ্রেসের একজন এবং এক নির্দল রাজনীতিকের নাম উঠে এসেছিল ওই ঘটনায়। এনসিপি-র দু'জনের মধ্যে একটা নাম এ বারও উঠে আসছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। যদিও এনসিপি তোলাবাজিতে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। দলের প্রেসিডেন্ট সুনীল তাতকরের দাবি, বদনাম করার উদ্দেশ্যে এমন অপপ্রচার করা হচ্ছে। তবে থানে পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, এনসিপি-র দু'জন কর্পোরেটরের নাম তাঁদের রেডারে আছে। শীঘ্রই তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে। পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং কোনও দলের নাম না করলেও তোলাবাজিতে স্থানীয় রাজনীতিকদের জড়িত থাকার কথা জানিয়েছেন। ঘটনায় দাউদ নিজেও জড়িত কি না, দেখছে পুলিশ।

ইকবালের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী? দাউদের নাম করে ২০১৩ থেকে

এরপর ৪ পাতায়

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আড়ালেই ঢুকছে জঙ্গি, গোয়েন্দা আশঙ্কা

অলকাভ নিয়োগী • বারাসত

আপাতভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মনে হলেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে চোরাপথে প্রচুর রোহিঙ্গা 'শরণার্থী' ঢুকছে এই রাজ্যে। এই শরণার্থীদের সঙ্গে জঙ্গিও ঢুকে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা গোয়েন্দাদের। তাঁরা জানতে পেরেছেন, সম্প্রতি ৩০-৩৫ জনের রোহিঙ্গাদের একটি দল বারাসত শহর ও সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গোয়েন্দারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তাঁরা আরও জানতে পেরেছেন, বারাসত ছাড়াও সীমান্ত লাগোয়া বিভিন্ন এলাকাতেও রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিয়েছে। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে তারা এ দেশে ঘাঁটি গাড়তে চাইছে।

প্রশাসনও গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম এই পাঁচটি রাজ্যে ভারত-বাংলাদেশের মোট সীমান্ত প্রায় ৪০৯৭.৭ কিলোমিটার। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে এই রাজ্যে। যার পরিমাণ প্রায় ২২১৬.৭ কিলোমিটার। এর অর্ধেক এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও বাকি অর্ধেক উন্মুক্ত। যাকে বলা হয়, মুক্তাঞ্চল। এর মধ্যে স্থল সীমান্ত এবং জল সীমান্ত দুই রয়েছে। ধুর সিন্ডিকেটের হাত ধরে এই মুক্তাঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রোজকার ঘটনা। অতীতে লস্কর-ই-তোইবা, হুজির মতো বহু জঙ্গি সদস্যও ঢুকেছে। গোয়েন্দাদের দাবি, গত একমাসে বাংলাদেশি সেজে যারা এ রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তাদের বেশিরভাগই রোহিঙ্গা।

গোয়েন্দাদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় বেশ কিছু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। ধৃতরা জেরায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি প্রভৃতি এলাকায় তাদের বাড়ি বলে দাবি করেছে। কিন্তু, আসলে তাদের অধিকাংশই রোহিঙ্গা। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্যই বাংলাদেশি বলে দাবি করছে। ধুর সিন্ডিকেটের হাত ধরেই তারা এ রাজ্যে ঢুকছে। এমনকী , ধুরের লোকজনকেও তারা আসল পরিচয় দিচ্ছে না। ধুরের মাথাদেরও বলছে, আমরা বাংলাদেশি। ওপারে (এই রাজ্য) যাব। পরিচয় গোপন করাতেই জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে গোয়েন্দাদের সন্দেহ আরও বাড়ছে।

গোয়েন্দাদের দাবি, দিন কয়েক আগেই ৩০-৩৫ জনের ওই রোহিঙ্গাদের দলটি বারাসত শহরে এসেছে। তাদের মধ্যে শিশু ও মহিলা যেমন রয়েছে, তেমনই পূর্ণ বয়স্ক এবং বৃদ্ধারাও রয়েছে। এই খবর পাওয়া মাত্র বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে গোয়েন্দারা আরও তদন্তে

এরপর ৬ পাতায়

রোহিঙ্গা নিয়ে কোর্টে হলফনামা দিল পশ্চিমবঙ্গ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল পশ্চিমবঙ্গে শিশু অধিকার কমিশন। এদিকে, তিনি যতই ধৈর্য ধরতে বলুন না কেন, রোহিঙ্গা সমস্যার দ্রুত সমাধানে আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে চাপ বাড়ছে মায়ানমারের নেত্রী সু চি-র উপরে।

আজ সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা পেশ করে রাজ্যের কমিশন যুক্তি দিয়েছে, রোহিঙ্গা শিশু ও নাবালক-নাবালিকাদের জোর করে ফেরত পাঠানো মানে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা। কেন্দ্র সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে দাবি করেছিল, রোহিঙ্গারা এ দেশে 'বেআইনি অনুপ্রবেশকারী'। রাজ্য কমিশনের আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, ''নাবালক বিচার আইনে কোনও শিশু বা নাবালক অনুপ্রবেশকারী এ দেশে ধরা পড়লে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা নাবালক বিচার বোর্ড ঠিক করবে। কেন্দ্রের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারনেই। তা ছাড়া, দেশের আইন অনুযায়ী কোনও শিশুর ছ' বছর বয়স পর্যন্ত তার সঙ্গে মাকে থাকতে দিতে হবে।''

কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে যুক্তি দিয়েছে, রোহিঙ্গারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, জাতীয় সুরক্ষার পক্ষেও বিপজ্জনক। এ বিষয়ে ৩ অক্টোবর পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। আজ রাজ্যের কমিশন যে হলফনামা দিয়েছে, তা কাল প্রধান বিচারপতির সামনে উল্লেখ করবেন রাজ্যের আইনজীবীরা। যাতে শুনানির দিন কমিশনের যুক্তিও শোনা হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি অবশ্য আজ ফের যুক্তি দিয়েছেন, কেন্দ্র সব দিক দেখেশুনেই সুপ্রিম কোর্টে অবস্থান নিয়েছে। তিনি বলেন, ''এটি একটি নীতিগত বিষয়। নিরাপত্তায় এর প্রভাব কী, এ বিষয়ে ভারতের বিদেশনীতি কী, আমাদের মানবিক বিচারের প্রশ্নগুলি কী, তা খতিয়ে দেখেই অবস্থান ঠিক হয়েছে। আমরা তো বাংলাদেশকেও মানবিকতার খাতিরে সাহায্য করেছি। খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র পাঠানো হয়েছে।''

রোহিঙ্গারা ভারতের জাতীয় সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক, মোদী প্রশাসন এ কথা বললেও পৃথিবীজুড়ে কি সু চি-বিরোধিতার পারদ চড়ছে। গতকালই এ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মার্করঁ। আজ রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে সু চি প্রশাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তায়িপ এর্দোগান। সেই এর্দোগান, যাঁর বিরুদ্ধে নিজের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু অভিযোগ উঠেছিল। বসনিয়া ও রোয়ান্ডায় গণহত্যার প্রসঙ্গ টেনে এর্দোগান বুধবার নিউ ইয়র্কে বলেন, ''মায়ানমারের এই শোচনীয় পরিস্থিতি না পাল্টালে মানবতার ইতিহাসে ফের একটি কালো ছাপ পড়বে।'' বাংলাদেশে যে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা রয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে মায়ানমারে ফেরার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, দাবি করেন এর্দোগান।

সু চি-র উপর চাপ যতই বাড়ুক না কেন, পর্যবেক্ষকরা কিন্তু বলছেন, পরিস্থিতি আর নেত্রীর হাতে নেই। দেশে 'নির্বাচিত সরকার' থাকলেও যে সেনাবাহিনী মায়ানমারকে অর্ধশতক ধরে শাসন করে এসেছে, তারাই এখনও ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে। ৭২ বছর বয়সি 'জননেত্রী'র সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনও ক্ষমতাই নেই।

বছর তিনেক আগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে এক আলোচনাসভায় অমর্ত্য সেন 'স্লো জেনোসাইড' বা 'মন্থর গণহত্যা' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন। তখনও সু চি কারাগারে বন্দি বিরোধী নেত্রী, তখনও ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর প্রবেশ ঘটেনি। রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে তখন অমর্ত্য বলেছিলেন, ''গণহত্যা তো চলছেই। কিন্তু তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে নানা ধরনের বঞ্চনা — বাসস্থান না পাওয়ার বঞ্চনা, খাবার না পাওয়ার বঞ্চনা, চিকিৎসা না পাওয়ার বঞ্চনা। সব কিছুর উপরে প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকার বঞ্চনা।''

সেই মন্থর হত্যালীলা আপাতত থামার কোনও দিশা দেখতে পাচ্ছে না বিশ্ব। দেখাতে পারছেন না শান্তির নোবেলজয়ী আউং সান সু চি।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৯/১৭)

বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত হচ্ছে ভারত রিপোর্ট

লন্ডন (সংবাদসংস্থা): বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশ হয়ে উঠতে চলেছে ভারত। এ ব্যাপারে জাপান, জার্মানির মতো দেশকেও টেক্কা দেবে তারা। খুব বেশি সময় লাগবে না। আগামী এক দশক অর্থাৎ ২০২৮ নাগাদই এই মর্যাদা পেতে পারে ভারত। সম্প্রতি ব্রিটিশ ব্রোকারেজ সংস্থা এইচএসবিসি-র এক রিপোর্টে এমনটাই জানানো হল।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত করার ব্যাপারে বারবার জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যদিও তাঁরই কিছু সিদ্ধান্তে আর্থিক বৃদ্ধি ধাক্কা খেয়েছে। নোট বাতিল ও জিএসটি চালু করার ফলে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি শ্লথ হয়েছে। যা আগেই অনুমান করেছিলেন অর্থনীতিবিদরা। কিন্তু কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি বন্ধ হলে ও ধাপে ধাপে কর ব্যবস্থা তুলে দিয়ে এক কর চালু হওয়ার ফলে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে দেশের লাভ হবে বলেই মনে করেন অনেকে। সাময়িক এই ধাক্কা তাই ভারত কাটিয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কেননা ভারতীয় অর্থনীতির ভিত বেশ মজবুত। এর আগে গোটা বিশ্ব তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখেছে। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও ভারত নুয়ে পড়েনি। নিজস্ব শক্তিতেই ভারত মন্দার ছোঁয়া কাটিয়ে উঠেছে।

এইচএসবিসি-র এই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতের প্রধান শক্তি দেশের জনসংখ্যাতে তারুণ্যের আধিক্য। মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠই তরুণ হওয়ার ফলে দেশের উপাদান ও খরচ বাড়ছে। তার সঙ্গে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদও ভারতকে স্বনির্ভর করে তুলেছে। পরিভাষায় যাকে বলে ডেমোগ্রাফি ও ম্যাক্রো স্টেবিলিটি, তার জেরেই আগামী দিনে বারত অর্থনীতিতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে মনে করে সংস্থাটি।

তবে প্রকাশিত এই রিপোর্টে কোনও কোনও দিকে সমালোচনাও করা হয়েছে। যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এই দুটি ক্ষেত্রে ভারতকে আরও নজর দিতে হবে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। দেশে ব্যবসার পদ্ধতি যাতে আরও বাধাহীন হয় সে ব্যাপারে নজর দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, কোনও কোনও বিষয়ে ভারত বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে। মানে কোনও একটি জিনিসের কথা বললে ভারত ছাড়া অন্য কোনও নাম না উঠে আসে। আইটি ব্যবসা আর ক্রিকেট ছাড়াও এমন কোনও বিষয় খুঁজতে হবে যাতে ভারত অদ্বিতীয় হয়ে উঠতে পারে। তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে আগামী এক দশক পরেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী অর্থনীতি হয়ে উঠবে বলেই বিশ্বাস সংস্থাটির।

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (১৮/৯/১৭)

দূরত্ব বাড়িয়ে প্রশাসনের দেওয়া নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিলেন মুকুল

প্রশাসনের দেওয়া নিরাপত্তা বলয় এবার নিজেই ফিরিয়ে দিলেন মুকুল রায়। অন্তত তেমনই দাবি করেছেন তৃণমূলের একদা সেকেন্ড ইন কমান্ড। তৃণমূলের সঙ্গে বছর দুয়েক আগে দূরত্ব তৈরি হওয়ার জেরে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাংগঠনিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করার মতো দৃষ্টান্ত বিরল। এবার এক ধাপ এগিয়ে তিনি কি দলকে বার্তা দিতে চাইলেন? রাজনৈতিক মহলে মুকুলের এই পদক্ষেপ নিয়ে এমনই চর্চা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অবশ্য দলের ওয়ার্কিং কমিটির এই অন্যতম সদস্যের নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও খবর নেই বলেই জানিয়ে দিয়েছেন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। নবান্নেও তাঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার কোনও খবর নেই।

এদিন মুকুলের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গিয়েছে, তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীদের তিনি বিদায় দিয়ে দিয়েছেন। তবে কোনও লিখিত চিঠি তিনি দেননি। সবটাই মৌখিকভাবে জানিয়েছেন। মুকুলের দাবি, তাঁর জন্য জেড ক্যাটিগরির নিরাপত্তা বরাদ্দ ছিল। যদিও এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। পালটা দাবি করে মুখ্যসচিব মলয় দে জানিয়েছেন, মুকুলবাবু যে তাঁর নিরাপত্তা ছেড়ে দিয়েছেন, এমন কোনও খবর তাঁর কাছে নেই। তাঁর সঙ্গে দলের সম্পর্কের এই শীতলতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুকুল রায় তা এড়িয়ে গিয়ে ক্রিকেটীয় ভাষায় নানা মন্তব্য করেছেন। ক্রিজে থাকলেই রান আসবে। আপাত হেঁয়ালির ঢঙে তাঁর এই মন্তব্য তাঁকে নিয়ে চলতি জল্পনায় বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছে। এদিন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ক্রিজ না ছাড়ার সিদ্ধান্ত দলের ক্যাপ্টেনের। এখানে তো দলই ক্যাপ্টেন। দলের একজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের সেটা খেয়াল রাখা উচিত। মুকুল যে নিরাপত্তারক্ষী ছেড়ে দিয়েছেন, তাও মহাসচিব বা মুখপাত্র হিসেবে তাঁর জানা নেই। পার্থবাবু বলেন, সবই তো মিডিয়ায় শুনছি। নিজেই নাকি মুকুল নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিয়েছে। মুকুলের ঘনিষ্ঠ মহলেরও প্রায় একই দাবি। তাঁকে যে সর্বভারতীয় সহসভাপতির পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাও মুকুল জেনেছেন মিডিয়া মারফত। তারই জবাব দিতে প্রশাসনের দেওয়া নিরাপত্তা নিজের ইচ্ছাতেই ফিরিয়ে দিয়েছেন।

জঙ্গলমহলের মাওবাদী উপদ্রবের প্রেক্ষিতে মুকুল রায়ের নিরাপত্তা বলয় কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য প্রশাসন। স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাঁর জন্য জেড ক্যাটিগরির নিরাপত্তা বলয় বরাদ্দ করেছিল। বছর দুই আগে সারদা তদন্তের প্রেক্ষিতে তাঁকে সিবিআই জেরা করার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য দলের দুই বিধায়ককে সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হয়েছিল। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদসহ সংসদীয় নেতৃত্ব থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেন নেত্রী। জেড ক্যাটিগরির নিরাপত্তাও তুলে নেওয়া হয়েছিল। তাঁকে ঘিরে চলতে থাকে বিতর্ক। বিজেপি'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছিল। কালক্রমে মুকুল দলের মূলস্রোতে ফিরে আসেন। কিন্তু সংগঠনে তাঁর হারানো গুরুত্ব আর ফিরে পাননি তিনি। সর্বভারতীয় সহ সভাপতি পদে তাঁকে নিয়োগ করা হলেও মমতার ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বাইরেই থেকে গিয়েছেন মুকুল।

সারদার পর নারদ কেলেঙ্কারির প্রেক্ষিতে সিবিআই তদন্তকে ঘিরে তৃণমূলের অন্দরে আলোড়ন তৈরি হয়। একের পর এক নেতা-মন্ত্রীকে তলব করতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সিবিআইকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার রাজনীতি করা হচ্ছে বলে কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে মমতা বরাবর সরব। কিন্তু 'কেন্দ্রীয় সংস্থাকে তদন্তে সহযোগিতা করা উচিত' বলে মুকুল বস্তুত উলটোপথেই হেঁটেছিলেন। সম্প্রতি, নারদ তদন্তে সিবিআইয়ের জেরার মুখে যখন দলের নেতা-মন্ত্রীরা বিব্রত, তখন মুকুলের সঙ্গে দিল্লির বিজেপি নেতাদের 'সুসম্পর্ক' নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির সঙ্গে তাঁর বৈঠকের খবর চাউর হতেই তৃণমূলের অভ্যন্তরে অস্বস্তি বাড়তে থাকে। পাশাপাশি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে প্রথমে সংসদীয় পদ ও পরে সাংগঠনিক পদও কেড়ে নেওয়া হয়।

—সৌজন্যে বর্তমান (২১/৯/১৭)

এ বার মুসলিম ভণ্ড ধর্মগুরুদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে ল'বোর্ড

নয়াদিল্লি (সংবাদসংস্থা): রামরহিম কাণ্ডের জের এবার মুসলিম সমাজেও প্রভাব ফেলেছে! হ্যাঁ, হিন্দু সংগঠন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের দেখানো পথেই হাঁটতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। প্রকাশ করতে চলেছে মুসলিম ভণ্ড ধর্মগুরুদের নামের তালিকা।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ধর্ষণকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত করা হয় স্বঘোষিত গডম্যান ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রামরহিম সিংকে। এ ঘটনার জেরে তথাকথিত গডম্যানদের নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সাধু-সন্তদের মধ্যেও। তাই এ ধরনের গডম্যানদের নিষিদ্ধ করে একটি তালিকা জারি করে অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদ।

হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও কিছু অসাধু ব্যক্তির জন্য বদনাম হচ্ছে প্রকৃত ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের। যার জেরে অতি সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্ক। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই মুসলিম ভেকধারী ধর্মগুরুদের তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। শনিবার সংগঠনের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন বোর্ডের কার্যনির্বাহী সদস্য মওলানা খালিদ রশিদ ফারানঙ্গি মাহালি। তাঁর কথায়, 'কিছু অসাধু মানুষের জন্য সৎ ধর্ম গুরুরা বদনাম হচ্ছেন। যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ না ওঠে, সেজন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'

সম্প্রতি রামরহিম সহ অন্য যেসব স্বঘোষিত গডম্যানদের বিরুদ্ধে এই ফতোয়া জারি হয়েছে তারা হল, আশারাম বাপু, নারায়ণ সাই (আশারাম বাপুর ছেলে), রামপাল, সুখবিন্দর কৌর ওরফে রাধে মা, সচদানন্দগিরি, ওম বাবা ওরফে বিবেকানন্দ, নির্মল বাবা, ইচ্ছাধারী বিশ্বনন্দ, স্বামী অসীমানন্দ, ওম নমঃ শিবায়।

হিন্দু সংগঠন অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মৌলানা খালিদ রশিদ ফারানঙ্গি মাহালি। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ যাতে এ ধরনের ভণ্ড ধর্মগুরুদের খপ্পরে না পড়েন সে বিষয়ে নজর রাখা আমাদেরও কর্তব্য। অন্যথায় এ ধরনের ঘটনার জেরে ধর্ম এবং ধর্মগুরুদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা উঠে যায়।

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (১৮/৯/১৭)

বেকার সমস্যার সৌজন্যেই ক্ষমতায় মোদি-ট্রাম্প, প্রিন্সটনে বললেন রাহুল

নিউইয়র্ক (সংবাদসংস্থা): বেকার সমস্যায় জর্জরিত গোটা দুনিয়া। বেকারত্ব বর্তমান প্রজন্মকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। আর এই বেকারত্বই নরেন্দ্র মোদি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নেতাকে ক্ষমতায় পৌঁছে দিয়েছে। বুধবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনারসময় এমনটাই বললেন কংগ্রেস সহ সভাপতি রাহুল গান্ধী। বর্তমানে দু'সপ্তাহের মার্কিন সফরে রয়েছেন রাহুল। যদিও ৪৭ বছরের রাহুলের দাবি, বেকার সমস্যা সমাধানে কর্মসংস্থানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তেমন কিছুই করছেন না। কর্মসংস্থান নিয়ে ভারতের জনগণ যে কংগ্রেসের ওপর ক্ষুব্ধ সেটা অবশ্য এদিন খোলামেলা স্বীকার করে নেন রাহুল।

তিনি বলেন, কর্মসংস্থান এমন একটি বিষয় যা ক্ষমতাকে ঘিরে রেখেছে। এই বিষয়টিই ভারতীয় জনগণকে দেশ গঠনের স্বাধীনতা দান করেছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদালয়ের পড়ুয়াদের কংগ্রেস সহসভাপতি বলেন, 'আমার মনে হয়, ভারতের ক্ষমতার রাশ নরেন্দ্র মোদির হাতে চলে যায়ো বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্থানের পেছনে মূল কারণই হল কর্মসংস্থান। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকার সমস্যাই মোদি এবং ট্রাম্পের মতো নেতাকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে।' রাহুল আরও বলেন, 'অধিকাংশ ভারতীয়র কাছেই কোনও চাকরি নেই। তাই তাঁদের কাছে ভবিষ্যতের কোনও নিশ্চয়তাও নেই। স্বাভাবিকভাবেই তারা বিষণ্ণ, হতাশ। তাই তাঁরা এধরনের নেতাকে নির্বাচিত করেছেন।'

রাহুল গান্ধীর মতে, সবচাইতে বড় সঙ্কট হচ্ছে বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে কেউ সমস্যা হিসেবেই গণ্য করতে চাইছে না। তিনি বলেন, 'আমি ট্রাম্পের বিষয়ে এতটা বলতে পারব না। তাঁর বিষয়ে আমার খুব একটা জানা নেই। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে আমি হলফ করে বলতে পারি, কর্মসংস্থানের বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তেমন কোনও কিছুই করছেন না।'

আমেরিকার বিখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে মত বিনিময়ে কংগ্রেস সহ সভাপতি রাহুল গান্ধী

প্রসঙ্গত, প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়েই শুধু নয়। মার্কিন সফরে একাধিক বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী এবং মার্কিন আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে বৈঠকেও একাধিকবার কংগ্রেস সহসভাপতি কর্মসংস্থানের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর আগে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালেফোর্নিয়ায় দেওয়া ভাষণেও রাহুল বলেছিলেন, বর্তমানে প্রতিদিন ভারতের চাকরি বাজারে ত্রিশ হাজার যুবক প্রবেশ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের জন্য কর্মসংস্থান সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ত্রিশ হাজারের মধ্যে মাত্র ৪৫০ জনের ভাগ্যে চাকরি জুটছে।

প্রিন্সটনে রাহুল বলেন, চিনের সঙ্গে টেক্কা দিতে ভারতের নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। আর তার জন্য দেশের মানুষের চাকরির প্রয়োজন। রাহুলের কথায়, ভারত এবং চিনই বিশ্বে মৌলিক বদল আনবে। উভয় দেশই কৃষি প্রধান দেশ থেকে অত্যাধুনিক উন্নত মডেল রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। এই দুই দেশেই বিশ্বের মোট জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ বাস করছে। তাই এই দুই দেশের উপরই পৃথিবীর মৌলিক পরিবর্তনের ভিত নির্ভর করছে।

তিনি বলেন, 'কংগ্রেস শাসনেও আমরা প্রতিদিন ত্রিশ হাজার চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য কর্মসংস্থান করতে পারিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হয়ে পড়েন। মোদির ক্ষেত্রেও এখন সেই মানুষের মধ্যেই ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছে।' রাহুল বলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধানই হল মোদ্দা কথা। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী সমস্যা থেকে নজর ঘুরানোর চেষ্টা করছেন। সমস্যা স্বীকার করে নেওয়ার পরিবর্তে মোদি অন্য দিকে বিষয়টি ঘুরিয়ে দেওয়ার ফন্দিফিকির খুঁজছেন।'

কংগ্রেস সহসভাপতি বলেন, 'ভারতে বর্তমানে জনগণের মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। আমরা সেটা অনুভব করতে পারছি। তাই গণতান্ত্রিক পরিবেশে বেকার সমস্যার সমাধান করাই এখন আমার কাছে আসল লক্ষ। সেটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।'

এর জন্য সবার আগে সমস্যা স্বীকার করে নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন রাহুল। বলেন, 'এরপরই একত্রিতভাবে সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এখন কেউই একে সমস্যা বলে মেনে নিতেই রাজি হচ্ছে না।'

মেরুকরণ নিয়েও এদিন কথা বলেন রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মেরুকরণ ভারতীয় সমাজের বেশ কিছু অংশের জন্য মূল সমস্যা। বিশেষ করে সংখ্যালঘু এবং উপজাতি মানুষ নিজেদের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের অংশ বলে মেনে নিতে পারছেন না। রাহুলরে মতে, 'একুশ শতকে যদি নিজস্ব দর্শন থেকে একাংশ মানুষকে বাদ দিয়ে কেউ এগিয়ে যেতে যায়, তার মানে বিপদকে স্বাগত জানানো। চলার পথে নিত্য নতুন চিন্তাভাবনার অবশ্যই উন্মেষ ঘটবে, পৃথক পৃথক দর্শন জন্ম নেবে, সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে। আমার মতে, ভারতের মূল সমস্যা হল মেরুকরণের রাজনীতি। যেখানে, সমাজের একটি অংশকে আরেকটি অংশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে অন্য একটি অংশের মানুষের প্রবেশের জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে।' জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একসূত্রে গেঁথে নেওয়াই ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি বলে উল্লেখ করেন রাহুল।

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (২১/৯/১৭)

একগুচ্ছ পুজো উদ্বোধনে শান্তির বার্তা মমতার

পুজো শুরু হওয়ার মুখে সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পুজোর উদ্বোধন করে বেড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী। বিকেলে শুরুটা হয়েছিল স্বাস্থ্য হয়েছিল স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হিন্দুস্তান ক্লাবের পুজো দিয়ে। সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত এই পুজোর এবারই প্রথম উদ্বোধন করলেন মমতা। তার পর নজরুল মঞ্চে 'জাগো বাংলা'র উৎসব সংখ্যার প্রকাশ সেরে তিনি ছুট লাগান শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পুজো নাকতলা উদয়ন সঙ্ঘের মণ্ডপে। সেখান থেকে আর এক তৃণমূল নেতা রতন দের পঁচানব্বই পল্লি, যোধপুর পার্কের পুজো হয়ে সন্ধ্যার পর পৌঁছান মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের চেতলা অগ্রণীতে। অন্য বছরের মতো এ বারও দুর্গার চোখ এঁকে হাইপ্রোফাইল এই পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন মমতা।

পুজোর উদ্বোধনে তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ঘুরে ফিরে এসেছে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা। কোনও প্ররোচনায় পা না দিয়ে শান্তিতে পুজো কাটানোর জন্য সকলকে আবেদন করেছেন তিনি। পুজোর পরপরই কলকাতায় বসতে চলেছে যুব-বিশ্বকাপের আসর। সেই পলক্ষে দেশ-বিদেশের অতিথিরা শহরে আসতে শুরু করেছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কলকাতাকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরার উদ্যোগও নিয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য পুজো কমিটিগুলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন মমতা। পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে উদ্যোক্তাদের কাছে তাঁর আর্জি, যুব বিশ্বকাপ দেখতে যে অতিথিরা শহরে আসবেন, তাঁরা যাতে নিরুপদ্রবে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে। বিদেশি ফুটবল-অতিথিদের জন্য প্রতিমা দর্শনের সুযোগ করে দিচ্ছে সরকা। তার জন্য বিশেষ পাসও ইস্যু করা হবে।

এ বারই প্রথম মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পুজোর উদ্বোধনে গেলেন মমতা। এই পুজোর মণ্ডপে গিয়ে তিনি বলেন, 'কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। শান্তিতে পুজো করুন এবং ঠাকুর দেখুন।' চন্দ্রিমার পুজোর উদ্বোধন সেরে নজরুল মঞ্চে জাগো বাংলার অনুষ্ঠানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় কাটান। প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে 'জাগো বাংলা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সন্ধ্যার অনুরোধ মেনে মুখ্যমন্ত্রী চণ্ডীপাঠ করে আনুষ্ঠানিক ভাবে দলীয় মুখ পত্রের শারদ সংখ্যার সূচনা করেন। এখানেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'সবই এই ক'টা দিন শান্তিতে ঠাকুর দেখুক। পুজোর দিনগুলো সবার ভালো কাটুক।' মা দুর্গার কাছে সকলের জন্য মঙ্গলকামনাও করেন মমতা। 'জাগো বাংলা'র অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন শিল্পী ও তৃণমূল সাংসদ যোগেন চৌধুরী, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম-সহ দলের শীর্ষ নেতারা। এই অনুষ্ঠানে তৃণমূলের অধিকাংশ নেতা-মন্ত্রী হাজির থাকলেও দেখা যায়নি মুকুল রায়কে। দলের মুখ পত্রের শারদ সংখ্যাতেও মুকুলের কোনও লেখা, নাম বা ছবি নেই। যদিও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনেক নেতারই লেখা প্রকাশিত হয়েছে ওই পত্রিকায়। কিন্তু মুকুলের নাম না থাকায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে।

দলীয় মুখপত্রের প্রচ্ছদ এঁকেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। জাগো বাংলার উৎসব সংখ্যার প্রথম পাতাতেই রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা মুখবন্ধ। রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা 'মা' কবিতা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে বিষোদগার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

—সৌজন্যে এই সময় (২০/৯/১৭)

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arunava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal
Asoke Dey Sarkar

টাউন হল সংস্কারের পরে মিউজিয়মটি ফিরে আসবে তো

একমাত্র নিজস্ব সংগ্রহশালা হারাতে চলেছে কলকাতা

ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী

পেয়ে হারানো বোধ হয় একেই বলে। শুধু হারানো নয়, আবার ফিরে পাওয়ার কথাও তেমন জোরালো ভাবে শোনা যাচ্ছে না এখনও! বাঙালি ইতিহাসবিস্মৃত জাতি বলে অনেক কাল আগে থেকেই চিহ্নিত, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক দিন আগেই সেই ইতিহাস 'তুমি লিখিবে আমি লিখিব সকলেই লিখিবে' বলে জোর উৎসাহ দিলেও খুব কম সাড়াই মিলেছিল তাতে। নানা জেলার, এমনকী কিছু গ্রামের ইতিহাস অবশ্য লেখা হয়েছে, কিন্তু কলকাতার ইতিহাসেরই অনেক ফাঁকফোকর এখনও ভরাট হয়নি। তারই মধ্যে দু'দশক আগে গড়ে তোলা কলকাতা শহর নিয়ে একমাত্র সংগ্রহসালাটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেল!

হ্যাঁ, সাময়িক বন্ধ রাখা নয়, একেবারেই ভেঙে ফেলা। কলকাতা পুরসভার অধীন টাউন হলের কলকাতা সংগ্রহশালা-র চরিত্র এমনই, কোনও প্রয়োজনেই এটাকে গুদামবন্দি করে রাখা সম্ভব নয়। এটি 'থিম' ভিত্তিক সংগ্রহ, 'নিদর্শন' ভিত্তিক নয়। এমন সংগ্রহ যা সোকেস বা আলমারি থেকে তুলে নিরাপদে কোথাও সরিয়ে রাখার উপায় নেই, ফাইবার গ্লাসের বিরাট বিরাট ডায়োরামা কী মূর্তি সরানো মানেই ভেঙে ফেলা।

কী আছে এই সংগ্রহে? কেনই বা এটি এত গুরুত্বপূর্ণ?

কলকাতা শহরের বয়স যা-ই হোক না কেন, তার সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি নগর-সংগ্রহশালা পেতে জোব চার্নক সুতানুটির ঘাটে পা দেওয়ার পরেও তিন শতক অপেক্ষা করতে হয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কলকাতার ইতিহাসের বহু উপকরণ থাকলেও তা কখনওই কলকাতা সংগ্রহশালা নয়। টাউন হলে কলকাতা বিষয়ক স্থায়ী সংগ্রহশালার সিদ্ধান্ত সরকারি ভাবে গৃহীত হয় ১৯৯০-এ। কলকাতা মিউজিয়ম সোসাইটি রেজিস্ট্রি হল ১৯৯৫-এ। এবার ভবন সংস্কারের কাজে হাত পড়ল, ১৯৯৮ অবধি কাটল তাতেই। মূল পরিকল্পনা নিশীথরঞ্জন রায়ের হলেও ভারতের প্রথম গল্প-বলা সংগ্রহশালাটির পরিকল্পনা করলেন সরোজ ঘোষ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়মস-এর প্রাক্তন মহানির্দেশক। সেই

টাউন হলের সংগ্রহশালার অন্যতম ডায়োরামা

কলকাতা সংগ্রহশালার উদ্বোধন হল ২০০২ সালে তখনকার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের হাতে। খরচ হয়েছিল সওয়া তিন কোটি টাকার মতো। এমনকী ফোর্ড ফাউন্ডেশনও প্রায় এক কোটি টাকা দিয়েছিল। টাউন হলের এক তলায় ১২০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ১৯টি এনক্লেভে বিভক্ত এই সংগ্রহশালায় ডায়োরামা, মূর্তি, ছবি, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, স্ক্রিনে ছবি দেখানোর মাধ্যমে বলা হয়েছে একেবারে আদিপর্ব থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কলকাতার ইতিহাস। ইংরেজ বণিকদের সুতানুটিতে ঘাঁটি গাড়া থেকে শুরু করে সিরাজের কলকাতা অবরোধ, পলাশির যুদ্ধ, বণিকের মানদণ্ড কী ভাবে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হল, বাংলার নবজাগরণ, পুরনো কলকাতার গান (এখানে উনিশ শতকের গান শোনার ব্যবস্থাও আছে), পশ্চিমি প্রযুক্তি, ঐতিহ্যবাহী শিল্প, উনিশ ও বিশ শতকের মনীষা, সমাজ সংস্কার, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চল্লিশের দশকের যন্ত্রণাময় সময়, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সাংস্কৃতিক রাজধানীরূপে কলকাতা — সবই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এক নজরে শহরটাকে চেনাতে এমন সংগ্রহশালা, স্বাভাবিক ভাবেই, আর দ্বিতীয়টি নেই। রূপায়ণে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতির কথা মাঝেমধ্যে আলোচিত হয়েছে, এক বার তো রণেন আয়ন দত্তকে এনে সংস্কারের কথাও ভাবা হয়েছিল। সে কথা অবশ্য বেশি দূর এগোয়নি। আর এই সংগ্রহশালার সঙ্গেই আছে কলকাতা নিয়ে একটি চমৎকার গ্রন্থাগার, পি টি নায়ারের সংগ্রহ থেকে যার সূচনা, পরে পুরসভার গ্রন্থসংগ্রহ এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

এমন একটা সংগ্রহশালা হঠাৎ ভেঙে ফেলার কথা ভাবতে হল কেন? টাউন হল ফের সারানোর প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। ১৮১৩ সালে বিখ্যাত স্থপতি জন গার্স্টিন-এর পরিকল্পনায় তৈরি টাউন হল বিশ বছর আগেই ভাল ভাবে সারানো হলেও তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে। তাই রুরকির আইআইটি-র কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল কী ভাবে এই ভবনটি সারানো সম্ভব। রুরকি পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, এ বারের সংস্কারের মূল বিষয়ই হওয়া উচিত ভূকম্পরোধী ব্যবস্থা করা। তা না করলে এই বাড়ি রক্ষা করা যাবে না। আর সেই ভাবে সংস্কার করতে গেলে একতলার মিউজিয়ম ভেঙে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। খেয়াল রাখা দরকার, কলকাতার শত শত ঐতিহ্যবাহী ভবনের কোনওটিই কিন্তু এ পর্যন্ত ভূকম্পরোধী ব্যবস্থাসহ সংস্কার করা হয়নি। এমনকী মহাকরণেও তেমন পদ্ধতি ব্যবহারের কথা শোনা যায়নি। দুশো বছরের পুরনো বাড়ির ক্ষেত্রে এই বদ্ধতি প্রয়োগ করলে কী ফল হবে, তা-ও এখন পর্যন্ত অজানা। ঐতিহ্যের দিক থেকে বিচার করলে কলকাতায় টাউন হলের থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভবন আর নেই এমন কথাও বোধ হয় বলা যাবে না। তবুও পুরসভার সিদ্ধান্ত, টাউন হল এ ভাবেই সারাতে হবে এবং মিউজিয়ম ভেঙেই সারাতে হবে। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোথাও যেন একটা ভীষণ তাড়া কাজ করছে।

দু'দশক আগে টাউন হল থেকে বিভিন্ন অফিস খালি করে নানা রকম জবরদখল মুক্ত করে তার সংস্কার করা হয়েছিল কলকাতা সংগ্রহশালা বানানো হবে বলেই। আজ আবার টাউন হল সংস্কারের জন্যই সেই 'স্থায়ী' সংগ্রহশালা বেঙে ফেলা হচ্ছে। বাড়ি সারানোর জন্য সে বাড়ির মূল দ্রষ্টব্য সংগ্রহশালাটিই ভেঙে ফেলা, এমন ঘটনা এ দেশে তো বটেই, বিদেশেও ঘটেছে কি না সন্দেহ।

একটাই আশার কথা। ভবন সংস্কারের সময় ধরা হয়েছে বছর দেড়েক। তার পর নতুন করে সংগ্রহশালা গড়ার কথাও কলকাতা মিউজিয়ম সোসাইটির সভায় আলোচনা হয়েছে। কোনও সময়-নির্ধারিত নির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা অবশ্য শোনা যায়নি। কয়েক জন সদস্যের উপর ভাবনাচিন্তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন ভাবে সংগ্রহশালা গড়া হতেই পারে, পুরনো 'থিম' অদলবদল হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার উপযুক্ত পরিকল্পনা এখনই হোক, আর অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে পুরসভার সুস্পষ্ট আশ্বাস থাকুক। ভাঙা যেন একতরফা না হয়, তার মধ্যে আসুক নতুন করে গড়ার কথাও। তা না হলে এই অদ্বিতীয় সংগ্রহশালাটি স্মৃতি হয়ে যেতে বেশি দেরি হবে না।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২১/৯/১৭)

ছুঁতমার্গ ছেড়ে এবার পুজোর উদ্বোধনে সিপিএম নেতারাও

প্রসেনজিৎ বেরা

একদা সুভাষ চক্রবর্তী তারাপীঠে গিয়ে 'জয় মা তারা' বলে সিপিএমের অন্দরে ধুন্ধুমার বাধিয়েছিলেন। মার্ক্সীয় ভাবনায় ধর্ম আফিং শিরোধার্য করে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে শতহস্ত দূরত্ব বজায় রাখাই কমিউনিস্ট সংস্কৃতি। সুভাষের 'জয় মা তারা' তাই সিপিএমের অন্দরে সমালোচিত হয়েছিল। ধর্মীয় উৎসব নিয়ে এই ছুঁতমার্গ বজায় রাখতে গিয়েই ধীরে ধীরে আমজনতার পরিসর পুরোপুরি তৃণমূল-সহ দক্ষিণপন্থী দলের দখলে গিয়েছে বলে মত অনেক বামপন্থীরও। মমতার ঢঙেই জনসংযোগের রাস্তায় নামতে বহু দশকের ছুঁতমার্গ ছুড়ে ফেলে এ বার দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে নামছেন সিপিএম নেতারাও।

গত বছর কালীপুজোর প্যান্ডেলে গিয়ে এই ছুঁতমার্গ ঝেড়ে ফেলেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার সিপিএম বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য। এবার তন্ময়কে টেক্কা দিয়ে আগামী শনিবার আড়িয়াদহের একটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করে চমক তৈরি করতে চলেছেন উত্তর ২৪ পরগনার দাপুটে নেতা মানস মুখোপাধ্যায়। ক্রীড়াপ্রেমী এই সিপিএম বিধায়ক আগেও দুর্গাপুজোর উৎসবে সামিল হতেন, কিন্তু এ বার এক ধাক্কায় ২৫টি পুজোর উদ্বোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অচলায়তনে জোরালো ধাক্কা দিতে চলেছেন।

গত বছর কালীপুজোর প্যান্ডেলে হাজির হওয়ায় দলের অন্দরে বক্রোক্তি হজম করলেও দমে না গিয়ে এবার দুর্গাপুজো উদ্বোধনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তন্ময়ও। সোমবার দমদমের একটি পুজোর উদ্বোধন করবেন তন্ময়। আপাতত দমদমে নিজের বিধানসভা অঞ্চলে চারটি পুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। দোলাচল ঝেড়ে পুজোর উদ্বোধনে থাকবেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীও। তিনি পুজো উদ্বোধন করবেন না। কিন্তু অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন।

সিপিএমের অন্দরে সুজনও উদারপন্থী নেতা হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হওয়ার সমস্ত ছুঁতমার্গ এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। সুজনের কথায়, 'আমার কাছে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনের একাধিক আমন্ত্রণ এসেছে। সব জায়গাতেই যাব। তবে নিজে উদ্বোধন করব না।' তৃতীয়া বা চতুর্থী থেকেই যাদবপুর, বেহালা, সোনারপুরের বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাম পরিষদীয় নেতা। তাঁর কথায়, 'সপ্তমীর পর থেকে খুব ভিড় হয়ে যায়। তার আগেই যতটা পারব যাব।'

গত বছর কালীপুজোর মণ্ডপে হাজির হওয়ায় সোশ্যাল নেটওয়ার্কে নিজের দলের নেতাকর্মীদের কোপে পড়েও বেফিকর তন্ময় ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'বাংলার সমস্ত পুজো পরবের একটি ধর্মীয় দিক আছে, একটি উৎসবের দিক। এই দেশের সমাজ-সংস্কৃতিকে বুঝতে গেলে উৎসবে অংশ নিতে হবে। ধর্মের উৎসব বেদনার উপশম করে। পুজোর -পরবে অংশগ্রহণ প্রয়োজন।'

একদা ময়দানের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কারণে কামারহাটির বিধায়ক মানস চিরকালই জনসংযোগ রক্ষায় সিদ্ধহস্ত। তৃণমূলের সঙ্গে জনসংযোগে টিকে থাকার জন্য মানসও তাই সরাসরি পুজোর উদ্বোধন করতে চলেছেন। তাঁর কথায়, '২৩ তারিখ আড়িয়াদহের একটি পুজোর উদ্বোধনে শুরু। মোটামুটি ২৫টি পুজোর উদ্বোধন করব।'

আমজনতার সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষার জন্য উৎসবে অংশগ্রহণ প্রয়োজন বলে দলীয় মুখপত্রের শারদ সংখ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রও। যদিও কট্টরপন্থীদের রক্তচক্ষুর কারণে এত দিন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে হাজির হওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি সিপিএমের অনেক নেতা।

—সৌজন্যে এই সময় (২০/৯/১৭)

দাউদের ভাইয়ের মুখে নাম এনসিপি নেতাদের

প্রথম পাতার পর

থানের বিখ্যাত নির্মাণ ব্যবসায়ী জয়ু খেতওয়ানির থেকে চাপ দিয়ে টাকা তুলছে ইকবাল ও তার দলবল। এ পর্যন্ত মোট পাঁচ কোটি টাকা দামের চারটি ফ্ল্যাট এবং ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন ওই ব্যবসায়ী। কিন্তু তাতেও অত্যাচার থামেনি। কর্পোরেটররাও ব্যবসায়ীর থেকে বিপুল অঙ্কের ঘুষ দাবি করে এবং তা না পেলে কাজে বাধা দেয় বলে অভিযোগ।

শেষ পর্যন্ত থানের কসরভাদাভালি থানায় এফআইআর দায়ের করেন খেতওয়ানি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ (তোলাবাজি), ৩৮৬ (মৃত্যু বা গুরুতর আহত করার ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি) ও ৩৮৭ (তোলাবাজির উদ্দেশ্যে কাউকে মৃত্যু বা গুরুতর আহত করার ভয় দেখানো) ধারায় রুজু হওয়া ওই মামলা পরে থানে পুলিশের তোলাবাজি বিরোধী সেলের হাতে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ প্রথমে ইকবাল কাসকরের শাগরেদ ইসরার আলি জামিল সৈয়দ এবং মুমতাজ শেখকে আটক করে। খেতওয়ানির থেকে ভয় দেখিয়ে নেওয়া ফ্ল্যাটগুলির তিনটি বিক্রি হয়ে গেলেও একটিতে থাকছিল এই সৈয়দ। এদের জেরা করে এবং আরও তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার পরে ইকবাল কাসকারের নাম সামনে আসে। পরমবীর জানান, আরও কয়েক জন নির্মাণ ব্যবসায়ী এবং কর্পোরেটর সহ রাজনীতিকদের নাম উঠে এসেছে তদন্তে।

—সৌজন্যে এই সময় (২০/৯/১৭)

কলকাতার কড়চা

সন্দেশ

ষাটের দশকের গোড়ায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন নতুন পর্যায়ে 'সন্দেশ' সম্পাদনা শুরু করেন সত্যজিৎ রায়, সে সময়ে তাঁর আঁকা কোনও একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ সন্দীপ রায় সম্পাদিত এ বারের শারদীয় সংখ্যায়-য় (সঙ্গের ছবি)। সত্যজিতের পছন্দের পরিচালকেরা সারা পৃথিবীতে ছড়ানো, তাঁদের কোন কোন ছবি হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয় সিনেমা, তা নিয়ে বিস্তারিত লেখা সম্পাদকের। স্থিরচিত্র, পোস্টার, আর পরিচালকদের মুখের সঙ্গে এ সমস্ত ছবি সম্পর্কে সহজ স্বাদু গদ্যলেখাটি কমবয়সিদের জানার পরিসরকে রীতিমতো প্রসারিত করবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে কমিক্স কার্টুন। রবীন্দ্রনাথের জুতা আবিষ্কার কবিতাটি নিয়ে নাটক লিখেছেন সৌমিত্র বসু। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ। প্রসাদরঞ্জন রায়ের 'ড্রাকুলা'লেখাটি বিশেষ উল্লেখ্য। প্রবন্ধ, ফিচার, উপন্যাসের সঙ্গে নবনীতা দেবসেন অনিতা অগ্নিহোত্রী, যশোধরা রায়চৌধুরী, দীপান্বিতা রায় প্রমুখের গল্প। ছড়া-কবিতার মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া 'সিংহের সিং নেই / কিশোরকুমার বলে গেছে তার গানেতে / সিংঘীরা খেতে দেয় তাই বাঁচে প্রাণেতে।

প্রদর্শনীতে দুর্গা

শান্তিনিকেতন কলাভবনে নন্দলাল বসুর ছাত্র ছিলেন ভূতনাথ পাল। পেয়েছিলেন রামকিঙ্কর, অবনীন্দ্রনাথ বা বিনোদবিহারীকেও। বোলপুর হাইস্কুল এবং পরে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনে শিল্প শিক্ষক হয়ে আসেন। অবসর নেন শান্তিনিকেতন পাঠভবন থেকে। নিজেদের সংগ্রহ থেকে ওঁরই আঁকা একটি দুর্গা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে এ মাসে প্রদর্শ, সঙ্গের ছবি। জলরঙে গোলাকৃতি এই ছবিটি শিল্পী এঁকেছিলেন ১৯৬০ সালের ১৫ আগস্ট। অন্য দিকে, জোকার গুরুসদয় সংগ্রহশালায় চলছে দুর্গা নিয়ে একটি চিত্র প্রদর্শনী। আধুনিক শিল্পীদের সঙ্গেই এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে নিজস্ব সংগ্রহ থেকে দুর্গা চিত্র। সোম ও ছুটির দিন বাদে এটি চলবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত, ১১-৫টা। দুর্গা নিয়ে প্রদর্শনী রয়েছে রানিকুঠির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের গ্যালারি লা মোর-এ। ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (৪-৮টা) উন্মুক্ত থাকবে এই প্রদর্শনীটি।

নতুন রাগ

'কত না নদীর জন্ম হয় / আর একটা কেন গঙ্গা হয় না' — এমনই গান গেয়েছিলেন মান্না দে। এ হেন গঙ্গাকে নিয়ে সিনেমা-কবিতা-গল্প-উপন্যাস সবই হয়ে গিয়েছে। কিছুটা অংশ বাকি ছিল, সেটুকু পূরণ করলেন সন্তুরশিল্পী তরুণ ভট্টাচার্য। তাঁর হাতে সন্তুরের বুকে তৈরি হল রাগ — গঙ্গা। তরুণবাবুর বক্তব্য — 'পণ্ডিত রবিশংকরের যোগেশ্বরী আর কলাবতী রাগের মিশ্রণে আমি এ রাগ তৈরি করেছি। এ রাগে শুদ্ধ গান্ধার ও কোমল গান্ধার দুই স্বরেরই ব্যবহার আছে। ঋষভ বাদ। তবে একে আমি ঠাট খাম্বাজ বলব, কিন্তু দেখুন কোমল গান্ধারের ব্যবহার করেছি। আসলে গঙ্গার স্বচ্ছতা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই দেখে আমি কাজটা শুরু করেছিলাম। সঙ্গে নিয়েছি তরুণ তবলিয়া প্রদ্যোৎ মুখোপাধ্যায়কে।' এ প্রসঙ্গে প্রদ্যোৎবাবুর কথায়, 'এই রাগের সঙ্গে বাজাতে গিয়ে আমি বাঁয়াকে বেশি কাজে লাগিয়েছি যাতে জলের ঢেউয়ের এফেক্ট আসে।' রাগ গঙ্গা নামে সিডি প্রকাশিত হল আইটিসি সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে, গিরিজা দেবীর হাতে।

পুজোর বই

সারা কলকাতা শহরটাই এ প্রান্ত মেতে উঠেছে দুর্গাপুজোর সমারোহে। নানা দিক থেকে চার দিনে এত মানুষের শহরের ঠাকুর দেখা সত্যিই এক অভিনব বিষয়। সম্রাট চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতার দুর্গাপুজো নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। এ বিষয়ের কয়েকটি বইও তিনি ইতিমধ্যে সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত এ বারের বইটি 'কলকাতার দুর্গাপুজোর গল্প-স্বল্প' (সেরিনা পাবলিকেশনস) বিষয় ভাবনায় অভিনব। কলকাতার প্রায় চল্লিশটি প্রথম সারির দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তাদের পুজোর পাশাপাশি অন্যান্য নানা সামাজিক কাজ ও তাদের সম্পর্কে নানা মজার মজার ঘটনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। সাংবাদিক অভিনেত্রী বিজ্ঞাপন-ব্যক্তিত্ব চিত্রশিল্পী লেখক সহ সমাজের নানা পেশার মানুষের চোখে কলকাতার দুর্গাপুজোর অভিনবত্ব বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে।

সংগ্রহশালায় সপরিবার দুর্গা

চার দশক পেরিয়ে গিয়েছে ১৯৭৬-এ গড়ে ওঠা সংগ্রহশালাটির। তা বলে সে এক জায়গায় থেমে নেই। গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সংগ্রহশালায় আধুনিকীকরণের কাজ চলছে ধারাবাহিকভাবেই। বিশাল সংগ্রহালয়ের নানা অংশে সাজানো রয়েছে উনিশ শতকের শিল্পীর আঁকা তৈলচিত্রে দেবী দুর্গা, ডোকরার সপরিবার দুর্গা, আবার শোলার তৈরি বিরাট প্রতিমা। নানা ধরনের শিল্পসামগ্রীতে দুর্গা ও তাঁর পরিবারেরসদস্যদের যেমন দেখা যাবে, তেমনি মোট ১৫০০ শিল্পবস্তুর মধ্যে আছে চিত্র বাস্তর্ব পুঁথি চারু ও কারুশিল্প রুপোর গয়না পোড়ামাটি শিল্প ছাপাই ছবি হাতির দাঁতের উপর আঁকা ছবি পটচিত্র বস্ত্রশিল্প ও আলোকচিত্র, জানালেন সংগ্রহশালার ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাতীতানন্দ মহারাজ। দেবী দুর্গার একক ও সপরিবার মূর্তি ছাড়াও এখানে রক্ষিত আছে। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রদর্শনকক্ষের পুনর্গঠনের কাজ চলছে। কিউরেটর শঙ্খ বসু জানালেন, সংগ্রহশালার যাবতীয় তথ্যও ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে। গোলপার্কের প্রায় আট দশকের প্রাচীন এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিতে সংগ্রহশালার পাশাপাশি রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ মহাফেজখানা যেখানে নিয়মিত চলে গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ, লক্ষাধিক বইয়ের সুপরিচিত গ্রন্থাগার, নানা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা, একটি সমৃদ্ধ প্রকাশনা, মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, নিয়মিত বক্তৃতামালার আয়োজন। বিশেষ করে তিনতলার কয়েকহাজার বর্গফুট জোড়া এলাকায় ঐতিহ্যমণ্ডিত সংগ্রহশালাটি শহরের গর্ব বইকী। সংগ্রহশালা থেকে সঙ্গের দুর্গার ছবিটি অশোক বসুর তোলা। সপরিবার দেবী দুর্গার এই ক্ষুদ্রায়ত মৃন্ময় মূর্তিটি আধুনিক কালের, কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণির বিখ্যাত মৃৎশিল্পীদের হাতে তৈরি। আকারে ছোট হলেও বড় আকারের মূর্তির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এই মূর্তিতে উপস্থিত, আর সেটাই কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের কৃৎকৌশলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক।

চরিত্র বদল

কলকাতার পুজো প্যান্ডেলের চরিত্রে নিঃশব্দে সবিশেষ বদল ঘটে গিয়েছে। আগে প্যান্ডেলের কাটামো যখন তৈরি হত তকন বাঁশের রঙের সঙ্গে প্রায় মিশে যেত নারকেল দড়ির রঙ। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, দূর থেকে ওদের তামাম পৃথিবীর উইল মনে হত। এখন বড় বড় দুর্গাপ্রতিমার প্যান্ডেলে চোখ পড়লে খানিক রঙিন লাগে বইকী। বাঁশের জোড়ার জায়গাগুলোয় রঙিন কাপড় দেখা যাচ্ছে। নারকেলের দড়ি প্রায় উধাও। কেন? প্যান্ডেল নির্মাতারা জানাচ্ছেন, এমনিতেই নারকেলের দড়ি তৈরি করার রসদ কমে আসছে ফলে দামও বাড়ছে। অন্যদিকে লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যাঁরা পুরনো কাপড়ের বদলে বাসনপত্র বিক্রি করেন তাঁদের কাছ থেকে অনেক শস্তায় কাপড় কিনে নেওয়া যাচ্ছে। বারো হাত সুতির শাড়ি থেকে নয় নয় করে সাত আটটা লম্বা ফালি বের করা যায় যা দিয়ে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ চলে। অতএব, অন্য আবরণে প্যান্ডেলরঙিন হওয়ার আগেই রঙিন কাপড়ের জন্য কিছুটা রঙ লেগেছে তাতে। তাই হোক, ভালই তো।

পুজোর নাটক

বাংলা থিয়েটারে এখন আর শারদ-উৎসবকে কেন্দ্র করে নাট্য তৈরি বা তার অভিনয় হয় না বললেই চলে। পেশাদারি থিয়েটার অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁক কমতে কমতে একেবারে তলানিতে। ফলত বাঙালির পুজো বিনোদন মানে ব্যবসায়িক বাংলা হিন্দি ছবি আর থিমপুজোর ভিড়ে গা ভাসানো। অশোকনগর নাট্যমুখ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ব্রাত্য বসু এবং শম্ভু মিত্রের নাটক নিয়ে তাঁরা পুজোয় পাড়ি জমাচ্ছেন বেঙ্গালুরুতে। নির্দেশক অভি চক্রবর্তী জানালেন, 'গর্ভবতী বর্তমান' আমাদের তৈরি নাটক। শম্ভু মিত্রের জন্মশতবার্ষিকীতে এ নাটক আমরাই প্রথম মঞ্চস্থ করি। এক দম্পতির জীবনের গল্পের সঙ্গে মিশে যায় রাজনৈতিক উন্মাদনার কোলাজ। ভাবলে অবাক লাগে এত বছর আগে (১৯৫৪) কী ভাবে এত সমকালীন নাটক লিখেছিলেন শম্ভু মিত্র।' সঙ্গে বেঙ্গালুরুতেই হচ্ছে অভির নতুন নাটকের প্রিমিয়ার। নাটককার ব্রাত্য বসু। নাটকের নাম 'সময়যান'। অভি বলেন 'স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের এ নাটকে ব্রাত্যদা দেখিয়েচেন অতীত ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার টুকরো মেঘ। যা জুড়ে গেলে ভেসে যেতে পারে আমাদের বর্তমান বেঁচে থাকা।'

অন্য কলকাতা

দোকানের রসিদ কি বিল, বিজ্ঞাপন, লেবেল, জমির পাট্টা, উইল ও নানা আইনি নথি, খাজনার রসিদ, পোস্টার, পত্রপত্রিকা আর ছাপাখানার কাগজ এ সবেরই আয়ুস্কার সীমিত, এদের পক্ষে কালের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া মুশকিল। গবেষক অমিত রায় বহু বছর ধরে খুঁজে ফিরেছেন এই সবক্ষণস্থায়ী কাগজপত্র, পেয়েওছেন অনেক। কিন্তু শুধু সংগ্রহ করে বসে থাকেননি তিনি, এই সবেরই ভিত্তিতে তৈরি করেছেন একটি অসামান্য কৌতূহল-জাগানো বই 'ক্যালকাটা এফিমেরা / ভিসুয়াল ইমেজারি অব আ কলোনিয়াল সিটি (১৭৭৫ - ১৯২৫)' (পারুল)। প্রায় তিনশো নথির ছবি আছে এই বইয়ে, সঙ্গে সমসাময়িক প্রিন্ট এনগ্রেভিং ফটোগ্রাফ। বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সব খুঁটিনাটি প্রসঙ্গেই। এ বার তা থেকে বাছাই করা চল্লিশটি ছবি নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পোর্ট্রেট গ্যালারিতে শুরু হচ্ছে প্রদর্শনী। ২৫ সেপ্টেম্বর সাড়ে ৫টায় উদ্বোধন, চলবে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত। পারুল প্রকাশনীর সহযোগিতায় ভিক্তোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উদ্যোগে 'ক্যালকাটা এফিমেরা' প্রদর্শনীর উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত থাকবেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়স আলোচনা করবেন শিল্প-ইতিহাসবিদ তপতী গুহঠাকুরতা। সঙ্গে কলকাতার সাবেক সুপ্রিম কোর্টের ছবি, প্রদর্শনী থেকে।

বাণী কুমার

মহালয়ার আগে সন্ধ্যায়, উন্মোচিত হল 'মহিষাসুরমর্দিনী'র রচয়িতা বাণীকুমারের দুটি মূর্তি। হাওড়ার ধর্মতলার মূর্তিটি পূর্ণাবয়ব (উদ্যোগ 'নমিতা মিত্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি', ভাস্কর সুধীর মাইতি), বাগবাজারের বোসপাড়ার মূর্তিটি আবক্ষ (উদ্যোগ 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ক্লাব, ভাস্কর অসীম পাল)। দুটিই উদ্বোধন করলেন গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। বাণীকুমারের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে হাওড়ায়, কর্মজীবনের বেশিটাই বোসপাড়ায়। দুটি অনুষ্ঠানেই বক্তৃতা দিলেন কিছু রাজনৈতিক নেতা, শিল্পী, বাণীকুমারের পরিবারের কয়েকজন সদস্য। অনেকে মনে করিয়ে দিলেন, এই প্রভাতী অনুষ্ঠান ছাড়াও বাণীকুমার বহু গল্প গান কবিতা নাটক লিখেছেন, সিনেমার জনপ্রিয় গানও লিখেছেন। বেতারের বহু অনুষ্ঠানে তাঁর অভিনব ভাবনা ও নির্দেশনা সেই যুগে সাড়া জাগিয়েছিল। দ্বিজেনবাবু বললেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বই চলে যাওয়ার পর তাঁর 'জাগো দুর্গা' গাইবার সুযোগ পাওয়ার কথা। গান শেষ হলে বাণীকুমার তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। দক্ষ মানুষটির নিবিড় আন্তরিকতার ছবিও পুটে উঠল। সঙ্গের ছবিটি পরিমল গোস্বামীর তোলা।

থিম পুজো

দুর্গাপুজোর থিম এ বার ব্রেল-এ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ দফতরের সহযোগিতায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনালস বা এন আই পি সম্প্রতি রোটারি সদনে প্রকাশ করল দুর্গাপুজোর ব্রেল গাইড। এখানে আছে শহরের শ'তিনেক পুজোর খুঁটিনাটি, যাতে দৃষ্টিহীনরাও সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। সঙ্গে আছে দশটি বড় পুজোর থিম-বিবরণ, যাতে মণ্ডপে পৌঁছে তাঁরা বুঝতে পারেন সেখানকার সাজসজ্জার বৈশিষ্ট্য। এই ভাবে এক দিন গোটা রাজ্যের পুজোকেই দৃষ্টিহীনদের কাছে পৌঁছে দিতে চায় এন আই পি।

ঢাকেশ্বরী

দেশভাগের সময় রেহাই পাননি স্বয়ং ঢাকার ঢাকেশ্বরীও। কয়েক লক্ষ ভিটেমাটি হারা মানুষের মতো উদ্বাস্তু হয়ে তিনিও এলেন কলকাতায়। ঢাকার ঢাকেশ্বরী হয়ে উঠলেন কুমোরটুলির 'ঢাকেশ্বরী মাতা'। বিশেষ বিমানে ঢাকেশ্বরী দেবীর আসল বিগ্রহটি কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। পরে ১৯৫০ নাগাদ ব্যবসায়ী দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী কুমোরটুলি অঞ্চলে ঢাকেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মন্দিরের নিত্য সেবার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন। দেবীর মূর্তিটির উচ্চতা দেড় ফুটের মতো। পিছনের চালিটি ঢাকা থাকে সামনের রুপোর চালিতে। পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী নীচে কার্তিক ও গণেশ। দেবীর বাহন পৌরাণিক সিংহ। দেবীর সামনের দু'টি হাত বড়, পিছনের আটটি হাত কিছুটা ছোট। মানসিংহ নাকি এই বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করে আজমগড়ের এক তিওয়ারি পরিবারকে সেবায়েত নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে সেই পরিবারের বংশধরেরাই কলকাতায় এসে পুনরায় সেবায়েত নিযুক্ত হন। আজ পর্যন্ত তাঁরাই দেবীর সেবায়েত। ঢাকেশ্বরী দেবীর পুজো পদ্ধতিও বাংলার প্রচলিত দুর্গাপুজোর পদ্ধতির চেয়ে আলাদা। মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল জানালেন, শারদীয় দুর্গাপুজোর সময় এখানে পুজো হয় উত্তর ভারতীয় নবরাত্রিক বিধি অনুসারে। আজও ভিড় করেন পূর্ববঙ্গের বহু মানুষ। হয়তো ফেলে আসা ভিটেমাটির একটু ছোঁওয়া পেতেই।

—*সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা* (২৫/৯/১৭)

এক নজরে

প্রথা বদল সুপ্রিম কোর্টে

জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি পেশের প্রথা বদলে গেল সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, কেবল 'অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড' হিসেবে চিহ্নিত আইনজাবীরাই জরুরি শুনানির আর্জি পেশ করবেন। এত দিন প্রবীণ আইনজীবীদের মৌখিক আবেদনের ভিত্তিতে কখনও কখনও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির সিদ্ধান্ত নিত বেঞ্চ। মঙ্গলবার পি ভি দীনেশ নামে এক কৌঁসুলি দাবি করেন, কেবল প্রবীণদেরই এমন আর্জি পেশের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এ দিন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেটা একটি জরুরি শুনানির আর্জি জানাতেই প্রধান বিচারপতি বলেন ''এখন থেকে এই আর্জি কেবল অ্যাডভোকেটস অন রেকর্ডের তালিকায় থাকা কৌঁসুলিরাই জানাবেন।''

'লভ জেহাদ'

'লভ জেহাদ' মামলায় এনআইএ তদন্ত বন্ধের আর্জি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন কেরলের শাফিন জহান। গত বছর এক হিন্দু মহিলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে বাতিল করে কেরালা হাইকোর্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আর ভি রবীন্দ্রনের নজরদারিতে এনআইএ-কে এর তদন্তভার দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো ফিরে দেখা

ব্র ত্যাগাত্মচৈতন্য

সোয়াশো বছরের পুরনো কলকাতা। কুমোরটুলির অভয়চরণ মিত্রের, জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁয়েদের, পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের, সাবর্ণ চৌধুরীদের এবং শোভাবাজারের রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর মতন অল্প কয়েকটি বনেদি পরিবারের পুজোই তখন জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি প্রাণকৃষ্ণ দত্তের কথায় পাই, 'প্রাচীন কলকাতায় যিনি দুই-আড়াই টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন তাঁহার গৃহে দোল-দুর্গোৎসব হইবে' এবং 'চারি-পাঁচখানি দুর্গোৎসব হইত না এমন গলি ভদ্রপল্লীতে দেখা যাইত না।' বরানগর অঞ্চলে একটি ভগ্নপ্রায় (লোকমুখে প্রচলিত 'ভূতুড়ে') বাড়িতে সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যরা আছেন। অভাব-অনটনের সেই দিনগুলিতেই বস্তুতপক্ষে-রামকৃষ্ণ সংঘের দুর্গাপুজোর সূচনা। অপূর্বানন্দজীর স্মৃতিকথায় মহাপুরুষ মহারাজের বয়ানে পাই, 'আমাদের সেই বরানগর মঠ থেকেই স্বামীজি এ দুর্গাপূজা আরম্ভ করেন। তখন অবশ্য ঘটে পটে পূজা হ'ত।... তারপর এ মঠেও (বেলুড় মঠে) স্বামীজিই প্রথম প্রতিমায় পূজা করেন (বেলুড় মঠের সেই প্রথম পূজায় পূজারী ছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল ও তন্ত্রধারক হয়েছিলেন শশী মহারাজের পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য)। পূজার কদিন মা-ঠাকুরানীও এসে এখানে ছিলেন পাশের (নীলাম্বর মুখার্জীর) বাড়িতে। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন যে প্রতি বৎসরই মা-দুর্গা এখানে আসবেন।'

সেই থেকে অদ্যাবধি মঠে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। মাঝে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় ঘটে পটে পুজো ও হপ্তা হপ্তা খিচুড়ি মায়ের সামনে বিরাট ভোগ দিয়ে দুঃস্থ, বুভুক্ষু, অনাথ-আতুররূপী ভগবানের সেবা হয়েছিল। অবশ্য এর আগেও ১৯১৯-এ পূর্ববঙ্গে এবং ১৯৪২-এ পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলে দুর্গাপুজোর সময় মঠের সন্ন্যাসীরা বন্যাত্রাণ করেন। সে যেন আরেক মাতৃ-আরাধনা, তবে সেই প্রথম বছরের মঠের দুর্গাপুজো বিষয়ে অন্ততঃ দুই জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর ও কুমুদবন্ধু সেনের।

শারদীয়া পুজোর মাত্র তিন সপ্তাহ আগে স্বামীজির নির্দেশে একজন সন্ন্যাসী যান বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিতে, অপরজন কুমোরটুলিতে প্রতিমার বায়না করতে। শ্রীশ্রীমায়ের নামেই এই পুজোর সংকল্প হয়ে আসছে। তাঁর অনুমতি মিলল এবং সৌভাগ্যক্রমে একটি মৃন্ময়ী প্রতিমাও পাওয়া গেল। দুর্গাপুজো করবেন বলে আগেই স্বামীজি শিষ্যকে বলেছিলেন রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' একটি মঠে নিয়ে আসতে। শিষ্যের মনে হয়েছিল ওই শাস্ত্রবিহিত পুজোর ফলে নৈষ্ঠিক হিন্দুদের বেলুড় মঠের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা অনেকাংশে দূরীভূত হবে। পুজোর তিনদিন 'দীয়তাং নীয়তাং ভুজ্যতাম্' এই রবে মঠ মুখরিত। ষষ্ঠীতে বিল্বতলায় বোধনে স্বামীজি 'গিরি গণেশ আমার শুভকারী' ... প্রভৃতি আগমনি সংগীত গেয়েছিলেন। অষ্টমীতে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। স্বামীজি শ্রীশ্রী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন নিজের শরীর জ্বরাক্রান্ত করে দেবার জন্য, যাতে শয্যাশায়ী হয়ে পুজোর কোনও দোষ-ত্রুটি তাঁর চোখে না পড়ে। সেইদিন নয়জন অল্পবয়স্কা কুমারীকে পুজো করা হয়েছিল আর যদিও রঘুনন্দনের স্মৃতি রয়েছে — 'নবম্যাং পূজয়েৎ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্', শ্রীশ্রীমায়ের অমতে পশুবলি হয়নি। দশমীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বেঁধে নৌকার উপর প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হয়ে তালে তালে মধুর নৃত্য করেছিলেন। অনুরূপ ১৯১২ সালের দশমীতেও ভক্ত ডাক্তার কাঞ্জিলাল গঙ্গাবক্ষে নৌকার উপর দেবীর সামনে নানা মুখভঙ্গী ও রঙ্গব্যঙ্গ করে সকলকে হাসাচ্ছেন দেখে, জনৈক ব্রহ্মচারী ক্ষুব্ধ হলে, শ্রীশ্রীমা বলেন, 'না, না, এসব ঠিক, গান-বাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ এইসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।'

১৯০১-এ সূচিত বেলুড় মঠের দুর্গাপুজোর হাত ধরেই বঙ্গদেশের বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে রামকৃষ্ণ সংঘের কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় শারদীয়া পুজোর প্রবর্তন হয় যেমন কাশীতে ১৯০৮ সালে, কনখলে ১৯১২ সালে এবং মাদ্রাজে ১৯২১ সালে। অবশ্য এই মাতৃ আরাধনার নেপথ্যে রূপকল্পটি অনেক পূর্বেই স্বামীজি পত্রে প্রকাশ করেন। 'আমেরিকা ইউরোপে কী দেখেছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে! ... বাবুরামের মার বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েচে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন, দাদা জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখব, তবে আমার নাম।' বলা বাহুল্য শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যেই স্বামীজি সেই চিন্ময়ী দুর্গা দেখেছিলেন — যা তাঁর অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের দৃষ্টিপথেও ধরা পড়েছিল।

একবার মহাষ্টমীর পুজোর দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১০৮ পদ্মফুল দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণ বন্দনা করেছিলেন। আর একবার মঠে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে প্রমিতায় পুজো চলাকালীন স্বামী সারদানন্দজী জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলেন, 'এই গিনিটা দিয়ে মাকে প্রণাম করে আয়।' ব্রহ্মচারী দ্বিধান্বিত দেখে স্পষ্ট করে আয়।' ব্রহ্মচারী দ্বিধান্বিত দেখে স্পষ্ট করে দেন, 'ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হলো।' অন্য একবার মঠে বোধানের দিন মায়ের আগমন উপলক্ষে প্রেমানন্দজীর উদ্যোগে প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ সুসজ্জিত দেখে শ্রীশ্রীমার সহজ স্বীকারোক্তি, 'সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা ঠাকুরন এলুম।'

প্রতিপদ

মঠে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে কাঠামো পুজোর মাধ্যমে। দেবীপক্ষ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে চলে চণ্ডীপাঠ ও আগমনি সংগীত। দিব্যাত্মানন্দজীর ১৯২৩ সালের দুর্গাপুজোর স্মৃতিতে পাই চতুর্থী ও পঞ্চমীর দিন পুজোর জন্য নারকেলের নাড়ু তৈরি হয়েছিল। বরানগরে বড়ালমশাই পুজোর জন্য মাছ, পান ও ফুল কিনে দিতেন। মায়ের ভোগের তালিকায় — ভাত, শুকতো (চালকুমড়ো, নালতে পাতা ও নারকেল সহ), ডাল, গুলের ডালনা, চচ্চড়ি, চাটনি, দই, বোঁদে ছাড়াও নানারকম মাছ ছিল। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী-এ তিনদিনই প্রায় দুই তিন হাজার ভক্ত প্রসাদ পেয়েছিলেন। ১৯১৬ পুজোর তিনদিনই অনবরত ঝড় বৃষ্টি হলেও, ভক্তদের প্রসাদ পেতে, কোনও অসুবিধে হয়নি। কেন না তারা খেতে বসলেই শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করতেন আর আশ্চর্যজনকভাবে ওই সময়টুকুর জন্য বৃষ্টি ধরে যেত। দুর্গানামের মহিমা তেমনি দেখা যায় ১৯৩৩ সালের পুজোর কদিন, স্বামীজির ঘরের সামনে অখণ্ডানন্দজীর দুর্গানাম আবৃত্তি করার মাধ্যমে এক অদ্ভুত স্বপ্নদর্শন হয়েছিল। অবশ্য সেই প্রথমবারের পুজোতেই স্বামীজির জনৈক গুরুভ্রাতা স্বপ্নে দেখেন যে সাক্ষাৎ মা দশভুজা দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গার উপর দিয়ে বেলুড় মঠের দিকে আসছেন। পরে ১৯৩৪ সালে মায়ের ভোগের জন্য বহরমপুর থেকে গঙ্গাধর মহারাজ এক মন পাঁচ সের ওজনের একটি ছানাবড়া পাঠিয়েছিলেন।

১৯৩০ থেকে মঠে নহবৎ বাজানোর ব্যবস্থা হয়, তবে বিসর্জন ঢাক ঢোল ও ইংরেজি বাদ্যব্যান্ড-সেই প্রথমাবধি চলে আসছে। সেকালে বিসর্জনে জয়ধ্বনি দিতে দুইদল দুইপাশে দাঁড়াতো। একদল বলতো — 'জয় শিব জয় জগৎপিতা'। অন্য দল — 'জয় দুর্গা জয় জগন্মাতা'। ১৯১২ সালের পুজোয় মহাষ্টমীর রাত্রে 'রামাশ্বমেধ যজ্ঞ' যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এইসব আমোদ-আড়ম্বরের মধ্যেও মঠের দুর্গাপুজো আসলে সাত্ত্বিক পুজো-ভাব ও ভক্তির পুজো। মহাপুরুষ মহারাজের কথায় — 'আমাদের কোনও কামনা নেই, আমরা কেবল মায়ের প্রীতির জন্য এই পুজো করি। একমাত্র প্রার্থনা-মা তুমি প্রসন্না হয়ে ভক্তি বিশ্বাস দাও আর সমগ্র জগতের কল্যাণ কর।' জয় মহামায়ী কী জয়।

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (২১/৯/১৭)

চাকরি-হীন উন্নয়ন চান না মোদী

কর্মসংস্থান না হলে ছাড়পত্র নয় কোনও মন্ত্রকের প্রকল্পকেই

গৌতম হোড়, নয়াদিল্লি

কর্মসংস্থানহীন উন্নয়ন ঠেকাতে এ বার উঠেপড়ে লাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পর পর তিন বছর কর্ম সংস্থানের বেহাল অবস্থা দেখার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আপাতত পুরো লক্ষ কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কর্মসংস্থান বাড়ানোর ওপর। প্রতিটি মন্ত্রককে বলা হয়েছে, তারা যে সব প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সামনে আনবেন, সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, প্রকল্প রূপায়িত হলে কত কর্মসংস্থান হবে। তার জন্য কত বিনিয়োগ করা হচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্পকে এ ভাবে কর্মসংস্থানের নিক্তিতে মাপছেন প্রধানমন্ত্রী। এই পরীক্ষায় পাশ না হওয়া মানে প্রকল্প খারিজ।

আসলে মোদীর প্রতিশ্রুতি ছিল বছরে এক কোটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু বিরোধীদের দেওয়া হিসাব হল, মোদী সরকারের প্রথম বছরে দেড় লাখের সামান্য বেশি, দ্বিতীয় বছরে দু লাখ ৩১ হাজারের মতো কর্মসংস্থান হয়েছে। তৃতীয় বছরেও হিসাবটা খুব একটা বাড়েনি।

আর বছর দেড়েকের পরেই লোকসভা নির্বাচনের মুখে পড়তে হবে। বিরোধীরা ইতিমধ্যেই ঠিক করেছে, কর্মসংস্থানের দাবি নিয়ে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন। ২০১৯ সালের ভোটে কর্মসংস্থান না হওয়াই হবে অন্যতম প্রধান বিষয়। তার সঙ্গে কৃষকদের দুর্বিসহ পরিস্থিতি সহ অন্য বিষয় থাকবে। বিজেপি সূত্রের খবর, দলের শীর্ষ নেতারা জানেন, কর্মসংস্থানের বিষয়টি ভবিষ্যতে বড় হয়ে উঠতে পারে। শীর্ষ নেতারা এটাও দাবি করছেন, এই যে মুদ্রা যোজনায় এত লক্ষ লোককে ঋণ দেওয়া হয়েছে, সেটাও তো কর্মসংস্থানই। মোদীজি তো এটা বলেননি যে, সকলকে চাকরি দেওয়া হবে। সেটা তো সম্ভবই নয়। কিন্তু মুদ্রা যোজনা সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি পরিকল্পনার অধীনে লোকেরযেভাবে রুটি-রুজির ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা জুড়লে সংখ্যাটা প্রতিশ্রুতির কাছাকাছি চলে যাবে।

কিন্তু এই তথ্যটা লোককে বোঝানোটা কঠিন। সে জন্যই সম্ভবত সরকারি স্তরে উদ্যোগটা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একসময় কংগ্রেস সহ বিরোধীরা তাঁর সরকারকে 'স্যুট-বুটের সরকার' বলে প্রচার শুরু করেছিল। তারপর একের পর এক সামাজিক সুরক্ষা ও গরিবদের সহায়ক প্রকল্প এনে সেই প্রচারকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন মোদী। জনধন থেকে শুরু করে উজ্জ্বলা জ্যোতি প্রকল্প নিয়েছেন তিনি।

বিজেপি নেতারা বলে থাকেন, সঠিক সময়ে সঠিক বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার একটা সহজাত ক্ষমতা নরেন্দ্র মোদীর রয়েছে। হাতে সময় বছর দেড়েকের থেকে একটু বেশি। তাই বিরোধীরা বেশি হইচই শুরু করার আগে, লোকের ক্ষোভ বাড়ার আগে মোদী নিজে থেকে উদ্যোগী হয়েছেন। আর তিনি যে অত্যন্ত হার্ড টাস্ক মাস্টার সেটা এত দিনে দেশের লোক বুঝে গিয়েছেন। ফলে চেষ্টাটা সময় থাকতে শুরু করলেন মোদী।

এতে কতটা ফল হবে, বিরোধীরা কতটা ভালো ভাবে বিষয়টি তুলতে পারবে, সাধারণ মানুষ তাতে কতটা প্রভাবিত হবেন, এরকম নানা প্রশ্ন থাকছে যার জবাব ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। আপাতত যেটা বোঝা যাচ্ছে, দেশের অর্থনীতির হাল খারাপ হয়েছে। এই অবস্থায় কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্যোগটা আরও বেশি করে নেওয়া দরকার। না হলে সাধারণ মানুষ আরও বিপাকে পড়বে। সেই জন্যই মোদীর এই উদ্যোগ।

—সৌজন্যে এই সময় (২০/৯/১৭)

রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের আড়ালেই ঢুকছে জঙ্গি, গোয়েন্দা আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

নেমেছেন। বারাসত শহরের যেখানে আশ্রয় নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেখানকার বর্তমান অবস্থা কী, তাও তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, বাইরের অচেনা সদস্যদের উপর নজরদারি শুরু হয়েছে। গোয়েন্দাদের দাবি, রোহিঙ্গারা এ রাজ্য ও কলকাতাকে করিডর করে দিল্লি ও চেন্নাইয়ে যাওয়ার ছক কষছে। ভিন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লে তাদের চিহ্নিত করা মুশকিল। হয়তো সেই বুদ্ধিকেই হাতিয়ার করেছে তারা। তাই রোহিঙ্গাদের ভিড়ে জঙ্গি সদস্যও ঢুকে পড়েছে কি না, তা জানতে গোয়েন্দারা এখন হন্যে হয়ে ঘুরছে।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে গত কিছুদিন ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকী আন সাং সু কি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ নিয়ে আন্তর্জাতিক চাপকে তিনি ভয় করেন না। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে প্রচুর সংখ্যক রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে আশ্রয় নেওয়ার কথাও স্বীকার করেছেন তিনি। রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকেই জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, এ নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে ইদানীং জোর চর্চা চলছে। এই অবস্থায় ভারত ও বাংলাদেশও রোহিঙ্গা শরণার্থী নিয়ে যথেষ্ট চাপে রয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশে ঠাঁই না পেয়ে বহু রোহিঙ্গা এপারে চলে আসায় ফের জঙ্গি উপদ্রব নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন গোয়েন্দারা।

—সৌজন্যে বর্তমান (২১/৯/১৭)

রাতের শহরে রাস্তায় অভিনেত্রী শ্লীলতাহানি

গ্রেপ্তার ২, মহিলার হেনস্থা দেখেও এগিয়ে এলেন না সহনাগরিকেরা

এক মহিলা তাঁর গাড়ির চাবি দিয়ে দেওয়ার জন্য কাতর অনুরোধ করছেন। আর রাতের শহরে তাঁর চাবি নিয়ে লোফালুফি খেলছে তিন যুবক। এর পরে ওই মহিলাকে তারা অশ্লীল ইঙ্গিত করে বলে, 'চাবি পেতে পারো, কিন্তু তার আগে তোমার গাড়ির চালক তোমাকে খান কুড়ি চড় মারবে। তার পরে তুমি তাকে মারবে।' মহিলা সে কথায় রাজি হননি। এ বার বলা হয়, 'প্রথমে তুই চল্লিশ বার কান ধরে ওঠবস কর। তার পর চালককে চল্লিশ বার ওঠবস করতে হবে।'

মঙ্গলবার দেবীপক্ষের সূচনা হয়েছে। সূচনা পর্বের কয়েক ঘন্টা আগে রাতের শহরে প্রকাশ্য রাস্তায় এক অভিনেত্রীর সঙ্গে চরম অভব্যতা করল কিছু মদ্যপ। তাদের হাত থেকে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে ওই অভিনেত্রী কাতর আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও শহরবাসী তাঁর দিকে এগিয়ে আসেননি। বরং যেন উপভোগই করেছে মহিলার শ্লীলতাহানির দৃশ্য। সময়মতো পুলিশের টহলদারি ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছনোয় নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করতে পারেন ওই মহিলা। দুই যুবককে রাস্তা থেকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিপদ বুঝে চম্পট দেয় আর এক অভিযুক্ত। ধৃতদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি, মারধর ও হুমকির মামলা রুজু করা হয়েছে।

দিনভর শুটিংয়ের কাজ সেরে বেহালায় সোমবার রাত বারোটা নাগাদ তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন ওই অভিনেত্রী। বেহালার রাজা রামমোহন রোড ও বিএল সাহা রোডের সংযোগস্থলে সিরিটির কাছে অভিনেত্রীর গাড়ির কাচ লক্ষ করে একটা ইট এসে পড়ে। চালক হতভম্ব হয়ে গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে দেখতে যান গাড়ির কী হল। ঠিক সেই সময়ে দুই যুবক টলতে টলতে এসে প্রথমে অভিনেত্রীর গাড়ির চাবিটা হাতিয়ে নেয়। এর পর ওই দুই যুবক চালককে বলে, 'আমাদের চাপা দিচ্ছিলি কেন? এ বার দেখ মজা।' এর পরে অভিনেত্রী গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চাবি চাইলে ওই দুই যুবক তাঁকে কুরুচিকর ইঙ্গিত এবং গালিগালাজ শুরু করে দেয়। পরে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয় আরও এক যুবক।

এই দিন ওই অভিনেত্রী 'এই সময়'কে জানান, তিন জন তাঁর গাড়ির চাবি নিয়ে লোফালুফি খেলছিল। দূরে অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেননি। এর পরে ওই যুবকদেরই এক জন অভিনেত্রীকে বলে, 'তোমার গাড়ির চালক তোমাকে ঠাস ঠাস করে কুড়িটি থাপ্পড় মারবে। আমরা তা দেখব।' আর এক যুবক বলে, 'চালকের থাপ্পড় মারা শেষ হলে তুমি তাকে পাল্টা কুড়িটি থাপ্পড় মারবে।' গাড়ির চালক এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাঁকেও মারধর করে তিন যুবক। অভিনেত্রী যতই তাঁদের কাছে গাড়ির চাবিটি চাইতে থাকেন, তিন যুবক পাল্টা বলতে থাকে, 'আমাদের চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা? এ বার বোঝাব মজা।' এরই মধ্যে অবিনেত্রীর গায়েও হাত দিতে শুরু করে তিন যুবক।

অভিনেত্রীর অভিযোগ, এই সবের মধ্যেই আর এক যুবক বলে ওঠে, 'কিছুই যখন করবি না, তা হলে এ বার তোদের কান ধরে ওঠবস করতে হবে।' তখন রাস্তা দিয়েই টহল দিতে যাচ্ছিলেন তারাতলা থানার এক আধিকারিক। তিনি মহিলার চিৎকার শুনে তাঁর গাড়িটা থামান। তাঁকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই পালিয়ে যায় এক অভিযুক্ত। কিন্তু তিনি হাতেনাতে ধরে ফেলেন দু'জনকে। এরপরে বেহালা থানায় খবর দেন তারাতলার ওই আধিকারিক। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায় বেহালা থানার পুলিশ। আক্রান্ত অভিনেত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে গাড়ির চাবিটি উদ্ধার করে অভিনেত্রীর হাতে তুলে দেন।

এই দিন কলকাতা পুলিশের বেহালা ডিভিশনের ডিসি মিরাজ খালিদ জানান, এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত দুই যুবক হল শঙ্কর দলুই এবং সুরজিৎ পাণ্ডা। এদের দুজনের বয়স বছর পাঁচিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় যুক্ত আরও এক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে। তিন জনই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। গোটা ঘটনাটি শুনে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সাধারণ মানুষের নির্লিপ্ত আচরণ দুর্ভাগ্যজনক। তাদের এগিয়ে আসা উচিৎ ছিল।' নাট্যকার কৌশিক সেনও সহনাগরিকদের এগিয়ে না আসার ঘটনায় প্রতিবাদ করেন।

—সৌজন্যে এইসময়
(২০/৯/১৭)

রাষ্ট্রপুঞ্জে মায়ানমারকে তোপ হাসিনার

নিউ ইয়র্ক: রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না মায়ানমার, আর তার চাপ এসে পড়ছে প্রতিবেশী বাংলাদেশের উপর। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মায়ানমারের প্রতি নিজের ক্ষোভ গোপন করলেন না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে, এটাও স্বীকার করলেন, মায়ানমারের স্টেট কাউন্সেলর হিসেবে অং সান সু কি-র সাংবিধানিক ক্ষমতা সীমিত। তার মধ্যে থেকেই রোহিঙ্গাদের দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। বস্তুত, মায়ানমারের সেনা শক্তির কাছে সু কি-র ক্ষমতা যে নগণ্য, তা উঠে আসছে বিশেষজ্ঞদের কথাতেও।

মায়ানমারের রাখাইন থেকে প্রাণভয়ে নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে আসছেন দলে দলে রোহিঙ্গা। ঠাঁই নিচ্ছে কক্স বাজার ও আশেপাশের এলাকায়। তাঁদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মায়ানমারকে বার বার বার্তা দিচ্ছে তারা। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য, 'মায়ানমার থেকে আসা ক্ষুধার্ত, অসহায় রোহিঙ্গাদের দেখে এখান আসছি, মন ভারাক্রান্ত। রাখাইন থেকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া কমপক্ষে ৮ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি।' নাফ নদীর কাদাজল পেরিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে বাংলাদেশে পাড়ি জমানো রোহিঙ্গাদের জন্য অতিরিক্ত ত্রাণশিবিরের ব্যবস্থা করেছে হাসিনা প্রশাসন। কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁদের ভরণপোষণ সম্ভব নয় সে কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই অবস্থায় হাসিনার বক্তব্য, 'রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে মায়ানমারের মধ্যেই রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল তৈরি করা হোক। এই লোকগুলো নিরাপদে, সুরক্ষিত পরিবেশে, সসম্মানে দেশে ফেরা প্রয়োজন।'

গত ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা জঙ্গিরা রাখাইনের ৩০টি পুলিশ পোস্টে হামলা চালায়, প্রাণ যায় ১২ জন পুলিশ অফিসারের। সেই থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। মায়ানমারের সংবাদমাধ্যমসূত্রে খবর, এর পরই রাখাইনে রোহিঙ্গা 'সাফাই অভিযান' শুরু করে সেনা। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। যে সব রোহিঙ্গারা প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পেরেছেন, তাঁদের মুখে ধর্ষণের, বাড়িঘর জ্বলে যাওয়ার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা শোনা গিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান এই ঘটনাকে 'মূলবাসী উচ্ছেদের' অন্যতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বনেতাদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন মায়ানমারের নেত্রী সু কি। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কথায় উঠে আসছে সু কি-র সীমিত ক্ষমতার কথা। এমনকী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করে নিয়েছেন সু কি-র সীমাবদ্ধতার কথা।

কী সেই সীমাবদ্ধতা?

তা জানতে মায়নমারের ইতিহাস একটু ঘেঁটে দেখা প্রয়োজন। ১৯৬২ থেকে ২০১১ অবধি মায়ানমারে সেনার শাসন চলেছে। গণতন্ত্রে পক্ষে সওয়াল করা সু কি-র গ্রেপ্তারি, সেনার শাসন, প্রতিবাদীদের নির্বিচারে হত্যা — এ সবের সাক্ষী থেকেছেন মায়ানমারবাসী। ২০০৮ সালে সংবিধান সংশোধন হলেও পার্লামেন্টের এক চতুর্থাংশ আসন সেনার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। এই সংবিধান সংশোধন পুরোটাই চোখে ধুলো দেওয়ার একটি প্রয়াস বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আপাতভাবে তা মায়ানমারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলে মনে হলেও নিজেদের পেশি ফোলানোর সুযোগ হারাতে চায়নি সেনা। সু কি-র জন্য আলাদা করে স্টেট কাউন্সেলর পদ তৈরি করা হয়। সে পদের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের সমকক্ষ না হলেও তার কাছাকাছি। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী, মায়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর কম্যান্ডার-ইন-চিফের ক্ষমতা বহুক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকেও ছাপিয়ে যায়। পার্লামেন্টের ক্ষমতাকেও ছাপিয়ে যায়। পার্লামেন্টের দুই কক্ষে আসনের জন্য সেনা সদস্যের নাম প্রস্তাবের ক্ষমতা তো তাঁর রয়েছেই, সেই সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকারও সেনার রয়েছে। সেক্ষেত্রে সেনার সামনে সু কি-র অধিকার প্রায় নগণ্য। সিডনির 'ইস্ট এশিয়া প্রোগ্রাম'এর গবেষক অ্যারন কনেলির কথায়, 'সংবিধান অনুযায়ী, সেনার কম্যান্ডার-ইন-চিফ নিজেই নিজের মালিক। তাঁকে অং সান সু কি-র কাছে রিপোর্ট করতে হয় না। তাই তাঁকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা সু কি-র নেই। আর সেনার সামনে যদি নিয়ন্ত্রণ আর আন্তর্জাতিক মহলে সম্মানের প্রশ্ন রাখা হয়, তবে তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাতেই আগ্রহী হবে।'

সেনার এই অবাধ ক্ষমতার ছায়ায় থেকে সু কি-র পক্ষে কতটা কী করা সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

—সৌজন্যে এই সময়
(২৩/৯/১৭)

পুজো ছেঁটে পুরস্কার মহরমে লাঠিখেলায়

পার্থ চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি

যে মাঠে দুর্গাপুজো হয়, সেখানেই আবার এসে মেলে মহরমের তাজিয়া। পুজোয় চাঁদা দেন মুসলিমরা। আবার মহরম উপলক্ষে যে লাঠিখেলা হয়, তাতে সেরার পুরস্কার দেয় দুর্গাপুজো কমিটি। জলপাইগুড়ির পিলখানায় এমনই রেওয়াজ। এ বার দশমীর পরদিনই মহরম। পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীরা। তাঁরা ঠিক করেছেন, লাঠিখেলায় এবার পুরস্কারের মান বাড়াতে হবে। সে জন্য বাজেট কমিয়ে 'থিম' থেকে সাবেকে ফিরেছে তাঁদের পুজো।

রাজ্য জুড়ে একাদশীর দিন বিসর্জন দেওয়া যাবে কি না, তাই নিয়ে বিতর্ক চলছে। এই নিয়ে মামলাও হয়েছে হাইকোর্টে। এরই মধ্যে জলপাইগুড়ির পিলখানা সর্বজনীন পুজো কমিটির এই সিদ্ধান্ত সম্প্রীতির নজির রাখবে, মনে করছেন এলাকার মানুষ। উদ্যোক্তাদের অন্যতম সুদীপ্তা দাস, পূজা কর্মকারদের কথায়, ''চারিদিকে নিজেদের মধ্যে কত ভেদাভেদের কথা শুনি। কিন্তু আমরা এখানে দুই সম্প্রদায়ই একে অন্যের উৎসব-অনুষ্ঠানে সমান ভাবে অংশ নিই। লাঠি খেলায় সেরাদের হাতে এ বারে একটু ভাল পুরস্কার দিতে পারলে তাই আমাদেরই ভাল লাগবে।'' পুজো কমিটির সম্পাদিকা পিকি ঘোষ দাস বলেন, ''দু'টি অনুষ্ঠানকেই আমরা নিজেদের বলে মনে করি।''

একই সুর শোনা গেল কেরামত আলি, মহম্মদ জইনুলদের গলাতেও। কেরামত যেমন বলেন, ''অন্য কোথায় কী হয় জানি না। এখানে আমরা একে অন্যের আনন্দে, দুঃখে সব সময় পাশে থাকি।'' জইনুলের কথায়, ''আমরা তো পুজোয় চাঁদা দিই। ছেলেমেয়েদের নিয়ে মণ্ডপে গিয়ে আনন্দ করি। দশমীর দিন বিসর্জনের পরে প্যান্ডেল খুলতেও ওদের সাহায্য করি।''

দুর্গাপুজোর জন্য প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। একই সঙ্গে পুরস্কার কেনা নিয়েও আলোচনা চলছে। কী পুরস্কার? উদ্যোক্তারা হেসে বলছেন, ''ওটা এখন 'সিক্রেট'ই থাক।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive# 2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive# 2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra, 4 Entrance Way, Purdys NY 10578

ফতোয়া সত্ত্বেও সংগঠন মজবুত হচ্ছে না, বিমানের স্বীকারোক্তিতে সিপিএমে শুরু চর্চা

দৈনিক মুখপত্রের শারদ সংখ্যায় আলিমুদ্দিনের ম্যানেজারের নিবন্ধ

বারবার কড়া ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও দলের সংগঠন যে কিছুতেই সর্বত্র মজবুত করা যায়নি, এবার তা ঠারেঠোরে মেনে নিলেন রাজ্য সিপিএমের শীর্ষস্থানীয় নেতা তথা পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু। ঠাসবুনোট সংগঠন ছাড়া যে বাংলায় শাসক দল তৃণমূল এবং অপর বিরোধী শক্তি বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন,

সেটা মাথায় রেখেই বিমানবাবুর এই অকপট স্বীকারোক্তি বলে মনে করা হচ্ছে। আর রাজ্যে সিপিএম যে পুরোপুরি মতাদর্শগতভাবে শক্তিশালী ভিতের উপর গড়ে ওঠেনি, তাও অস্বীকার করেননি তিনি। তাঁর এই ক্ষোভ ও খেদযুক্ত স্বীকারোক্তি দলের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। দলের দৈনিক মুখপত্র 'গণশক্তি'র শারদ সংখ্যায় 'চাই সময়োপযোগী পার্টি' শীর্ষক একটি নিবন্ধে রাজ্য সিপিএমের সাংগঠনিক দুর্বলতার দিকটি বেশ বিস্তারিতভাবেই তুলে ধরেছেন তিনি। সেই নিবন্ধেই সংগঠন নিয়ে বিমানবাবুর এমন সোজাসাপটা আত্মসমালোচনার সুর দলের অন্দরে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাজ্যে দলের বর্তমান সদস্যরা যে ক্ষমতাহীন সিপিএমকে দেখতে অভ্যস্ত নন, তা স্মরণ করাতে গিয়ে বিমানবাবু ওই নিবন্ধে জানিয়েছেন, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সদস্য হয়েছেন এমন ৯৮ শতাংশ কর্মী এখন দলে রয়েছেন। তারপর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "........ একথা অকপটে স্বীকার করা ভালো যে আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকে পার্টি শক্তিশালী ভিতের ওপর গড়ে তুলতে পারিনি। এমনকী, সবক্ষেত্রে পার্টি সদস্যভুক্তির সময় সাম্যবাদের আদর্শোপযোগী জীবনযাপন করার মানসিকতাসম্পন্ন সর্বদা পার্টি ও জনগণের স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারীদের যুক্ত করতে পারিনি ....।" আর এক জায়গায় তিনি লিখছেন, ".....আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে সময়ের দাবি অনুযায়ী পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আমাদের অবস্থান এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে ....।"

আলিমুদ্দিনের এই প্রবীণতম পার্টি ম্যানেজার তাঁর চাঁচাছোলা লেখনীতে এক জায়গায় লিখেছেন, "....... দুঃখের হলেও বাস্তব সত্য যে আমাদের সব সদস্য পার্টির দৈনন্দিন নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন না। এমনকী, সদস্যদের নিয়ে এলাকাগতভাবে এখনকার এওসি এলাকায় পার্টি সদস্যদের সভা আহ্বান করলে অনেক সদস্য অনুপস্থিত থাকেন.....।" দলের বর্তমান সদস্যদের চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষার দিকটি তুলে ধরার লক্ষ্যে পলিতকেশ এই মার্কসবাদী নেতা অন্য একটি অনুচ্ছেদে লিখেছেন, "..... আমরা অনেক সময় উল্লেখ করি এখনকার পরিস্থিতিতে আন্দোলন সংগ্রামের রাস্তাই আমাদের একমাত্র রাস্তা। কিন্তু খেদের বিষয়, বিভিন্ন এলাকায় কোনও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে গেলে কিছু কর্মী আছেন যাঁরা প্রশ্ন করেন, 'কমরেড আবার কবে ফিরে আসব?' এঁরা ভুলে যান যে, ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা যেন হঠাৎ করে হয়েছিল। তা তো নয়। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার কমরেডের শহিদের মৃত্যুবরণ ও পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর আন্দোলন-সংগ্রামের শীর্ষেই নির্বাচনে জয়লাভ করে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল ...।"

দলের কর্মীদের মতাদর্শগত মানের ক্ষেত্রেও যে অনেক খামতি রয়েছে, তা নিয়েও নিবন্ধে আত্মসমালোচনা করতে ছাড়েননি বিমানবাবু। তিনি লিখেছেন, ".... কর্মীদের রাজনৈতিক মতাদর্শগত মান বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে পার্টি সদস্যদের এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক মান ও বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নের ক্ষমতা খুবই দুর্বল। ফলশ্রুতিতে রাজ্যে পার্টি বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়নের ক্ষমতা খুবই দুর্বল। ফলশ্রুতিতে রাজ্যে পার্টি বর্তমান অবস্থার বিচারে সদস্যদের একাংশের মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দায়সারা কাজের পরিবেশ পরিত্যাগ না করার মানসিকতা জায়গা করে নিতে পারে। এই উভয়বিধ অবস্থানজনিত কারণে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী অথবা বামপন্থী হঠকারী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকতে পারে ....।"

—সৌজন্যে বর্তমান (২৪/৯/১৭)

বাংলা হল কৃষ্টি, সংস্কৃতি, জাগরণের মাটি মুখ্যমন্ত্রী

জীবানন্দ বসু, কলকাতা

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বাংলা ও রাজ্যবাসীর মধ্যে যে প্রবল উন্মাদনা তৈরি হয়, তার তুলনা গোটা বিশ্বে মেলা দুষ্কর। কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জাগরণের মাটি বলে এই বাংলায় বিরল আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এবার এই পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য ভালো সেজে থাকা 'গুড়ি গুড়ি' মানুষ চক্রান্ত করছে। তাদের মাধ্যমেই সোশ্যাল মিডিয়ায় অকারণে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এই গুজবের বিরুদ্ধে পালটা প্রচার চালাতে হবে মানুষকেই। শনিবার দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম সেরা হিসাবে চিহ্নিত মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের কুরুটি সংঘের পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার পর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর সময় আনন্দের পরিবেশ যাতে কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য রাজ্যের মানুষকে সাবধান থাকার ফরমানও দিলেন মমতা।

পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা এখনও বাকি থাকলেও কলকাতার নানা প্রান্তে শারদীয় উৎসবের পরিবেশ এদিন থেকেই কার্যত তুঙ্গে উঠতে শুরু করেছে। দেবীপক্ষের হিসাবের নিরিখে এদিন ছিল তৃতীয়া। সন্ধ্যা থেকেই মানুষ শহরের রাস্তায় নামতে শুরু করেছেন। এর পিছনে অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ ও ইচ্ছা অন্যতম কারণ। মহালয়ার আগের দিন থেকেই তিনি পুজো উদ্বোধনের কাজে নেমে পড়ায় মণ্ডপমুখী মানুষের উৎসাহ বাড়তে শুরু করেছে। দক্ষিণ কলকাতার একাধিক চোখ ধাঁধানো পুজোর মধ্যে সুরুচির তাক লাগানো মণ্ডপ ও প্রতিমা উদ্বোধনের পর প্রত্যাশিতভাবেই এই তল্লাটে জনজোয়ার আছড়ে পড়তে শুরু করে। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিনের মতো এদিনও মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ কলকাতার একাধিক পুজো উদ্বোধনে ব্যস্ত থাকেন রাত পর্যন্ত। তাঁর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

বিসর্জন বিতর্ককে কেন্দ্র করে এবার পুজোর প্রাক্কালেরাজনৈতিক চাপান-উতোর তুঙ্গে উঠেছে। বিতর্কের জেরে বিসর্জন ইস্যু আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। একাদশীর দিন মহরম পড়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মমতার প্রশাসন। কিন্তু হাইকোর্ট জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে রায় দিয়ে বলেছে, প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে একাদশীর দিনেও বিসর্জন দেওয়া যাবে। রাজ্য সরকার সেই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, নির্দিষ্ট যে কোনও দিনেই বিসর্জন দেওয়া যাবে, এনিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার বাড়িতেও পুজো হয়। আমিও ধর্ম পালন করি। কিন্তু একাদশীতে সাধারণত আমরা দেবীকে বিসর্জনে পাঠাই না। তাছাড়া দুই সম্প্রদায়ের দুটি ধর্মীয় কর্মসূচি নিয়ে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না তৈরি হয়, সেজন্য প্রশাসনকে কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। কিন্তু এনিয়ে কিছু কুচক্রী মানুষ অহেতুক উত্তেজনা তৈরির চক্রান্ত করছে। ভালো মানুষের ভেকধারীরা সাংঘাতিক হয়। এইসব তথাকথিত 'গুড়ি-গুড়ি' মানুষ ফেসবুকের নামে ফেকবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়ার অযথা গুজব ছড়াচ্ছে। এদের থেকে মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সোশ্যালমিডিয়ায় পালটা প্রচার চালাতে হবে। বাংলা হলকৃষ্টি,সংস্কৃতি ও জাগরণের মাটি। এখানে মানুষে-মানুষে আনন্দে বাধ সাধতে চাইছে। তবে আমি স্পষ্ট বলছি, বাংলার বিরুদ্ধে যারা বদনাম করার চক্রান্ত করবে, তাদের ছেড়ে কথা বলা হবে না।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৪/৯/১৭)

কোথাও অমরনাথ, চন্দ্রোদয় মন্দির, কোথাও নারীশক্তির চিরন্তন আধার দুর্গা

অরূপ ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর

অর্থ ও সময়ের অভাবে ইচ্ছে থাকলেও অমরনাথ মন্দির বা দিল্লির চন্দ্রোদয় মন্দির দেখার সুযোগ হয়নি। তা নিয়ে আর আফশোস করবেন না। এবার পুজোয় ঐতিহ্যবাহী দুই মন্দির দেখার সুযোগ করে দিয়েছে শ্রীরামপুরের নেহরুনগর সর্বজনীন ও মাহেশ কলোনি অধিবাসীবৃন্দ। শুধু তাই নয়, এবার শ্রীরামপুরে দেখা যাবে হারিয়ে যাওয়া পটশিল্প ও বাস্তবলীর দৃশ্যও।

নেহরুনগর সর্বজনীন ৬৮-তম বছরে তাদের পুজো মণ্ডপ অমরনাথ ধামের আদলে সাজিয়ে তুলছে। পুজো কমিটির সম্পাদক মানিক দে বলেন, ৪৫ ফুট উঁচু পাহাড়ের আদলে এবার আমরা আমাদের পুজো মণ্ডপ তৈরি করছি। অমরনাথের মতোই পাহাড়ি রাস্তা হয়ে উপরে উঠে বরফে ঢাকা শিবলিঙ্গ দেখতে পাবেন। সে কারণে ওই জায়গাটি এসির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবুপ্রায় ৬ ঘণ্টা অন্তর আমরা বরফ পরিবর্তন করার ব্যবস্থা রাখছি। থাকছে পাহাড়ি ঝরনাও যা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আমরা আশা করছি। তবে আমাদের মণ্ডপের প্রতিমা সাবেকি হবে। সঙ্গে থাকছে বাহারি আলোকসজ্জা।

৬৮-তম বছরে দিল্লির চন্দ্রোদয় মন্দিরের আদলে তাদের মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছে মাহেশ কলোনি অধিবাসীবৃন্দ। পুজো কমিটি যুগ্ম সম্পাদক হিমাংশু দাস বলেন, শুধু চন্দ্রোদয় মন্দিরের আদলে আমরা মণ্ডপ গড়েছি। আমাদের আশা প্রতিবছরের মতো এবারও প্রায় ৬০ ফুট উচ্চতার মন্দির দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।

মাখলার মানিকতলার নবমিলন ক্লাবের পুজো এবার ৬৯-তম বর্ষে পা দিয়েছে। এখানে কিন্তু থিমের রমরমা কোনওবারেই থাকে না। এই পুজোর বৈশিষ্ট্য হল, এখানকার প্রতিমা এবং আবহ। প্রতিবারেই এখানকার প্রতিমায় থাকে কোনও কোনও চমক। এবার এখানকার প্রতিমা হচ্ছে সাবেকি ঢঙে। সামনে বিশাল পুকুরের চারপাশের আলোকসজ্জা এই পুজোকে অন্য মাত্রা এনে দেয়। বারোয়ারি হলেও এখানে অনেকটা বাড়ির পুজোর পরিবেশই থাকে।

বঙ্গলক্ষ্মী বাই লেন ৬৮-তম বছরে তাদের মণ্ডপে হারিয়ে যেতে বসা পটশিল্পকে তুলে ধরেছে। পুজো কমিটির সম্পাদক পার্থ দাস বলেন, এক সময় পটশিল্পের বিশাল কদর ছিল। কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পটের ছবি দিয়ে আমরা আমাদের মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছি। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমরা আমাদের প্রতিমা সাজিয়ে তুলেছি। শুধু তাই নয় তিনজন শিল্পী পুজোর দিনগুলিতে মণ্ডপে বসে পট আঁকবেন ও পটের গান গাইবেন।

রাই লেন সার্কুলার রোড দুর্গাপুজো কমিটি ৩২-তম বছরে তাদের মণ্ডপ একটি রাজবাড়ি আদলে সাজিয়ে তুলছে। পুজো কমিটির সম্পাদক হারাধন দাস বলেন, এবার আমরা আমাদের মণ্ডপে থিমের নাম রেখেছি ভুলভুলাইয়া রাজবাড়ি। কারণ দর্শনার্থীরা এসে মূল গেট দিয়ে মণ্ডপে ঢোকার পর একগুচ্ছ রাস্তা দেখতে পাবেন। কোন দিকে গেলে প্রতিমা দেখতে পাওয়া যাতে সহজে বুঝে উঠতে পারবেন না। একইভাবে কোনপথ দিয়ে বাইরে বের

হবেন তা বোঝা কঠিন হবে। গেটের সামনেই থাকবে বিশাল বড় আকারের সিংহ, আর ভেতরে থাকবে নানা ধরনের হস্তশিল্পের কাজ। যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করবে বলে আমরা আশা করছি।

জগন্নাথ ঘাট লেন দুর্গোৎসব কমিটি ৮৭-তম বছরে তাদের মণ্ডপ বাস্তবলীর আদলে সাজিয়ে তুলছে। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য দিবেন্দু বালিয়াল বলেন, মণ্ডপের ভেতরে নারী শক্তির পর বর্তমান সময়ে যে ধরনের নির্যাতন ও বৈশাচিক আচরণ চলছে তা তুলে ধরছি। মণ্ডপে একটি সাবেকি মূর্তি থাকছে। এছাড়াও আরেকটি থিমের মূর্তিতে বর্তমান সময়ে নির্যাতনের জন্য মায়ের শরশয্যা থেকে অসুরকে বধ করার দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রীরামপুর ১-এর পল্লি দক্ষিণ উন্নয়ন সমিতি ৩১-তম বছরে নারীশক্তিকে থিম করে তাদের মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছে। পুজো কমিটির উপদেষ্টা অম্বয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা আমাদের মণ্ডপে মা দুর্গার শক্তির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছি। পাশাপাশি সমাজের পণপ্রথা, কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ করার আবেদন তুলে ধরছি। সঙ্গে থাকছে নারী শিক্ষার প্রসার ও কন্যাশ্রী সহ নারীদের এগিয়ে যাওয়ার বেশ কিছু নিদর্শন। যা দর্শনার্থীদের নজর কাড়ার পাশাপাশি সমাজ সচেতনতার কাজ করবে বলে আমরা আশা করছি।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৪/৯/১৭)

রঙের মেলায় আলোর খেলা, নজর টানছে কাকদ্বীপের পুজো

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকদ্বীপ

রং আর আলোর মেলবন্ধনে এ জগৎ সংসার উজ্জ্বল। তার ভেলকিতেই মনের রূপ বদল হয়। কখনও তার ছোঁয়ায় শিশিরের পরশের মতো মন চাঙা হয়ে যায়। কখনও অন্ধকারে তারার আলোয় মন ডুব দেয় নিজ নিকেতনে। এই 'ভাবনাকে' সামনে রেখে কাকদ্বীপ মহকুমার বিগ বাজেটের পুজো 'অমৃতায়ন' গোটা মণ্ডপকে রং আর আলোর আলপনায় ফুটিয়ে তুলেছে। থিমের নাম 'দিনে রঙের মেলা, রাতের আলোর খেলা'। সমুদ্র তেকে কুড়িয়ে আনা শ'য়ে শ'য়ে শাঁখ ও ঝিনুকের সঙ্গে সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত আনাজপাতি রাখার তারের নানা রঙের ঝুড়ি, গামলা, ফাইবারের কাপ, প্লেট ইত্যাদি জুড়েই ভুটানি ঘরানায় একটি কাল্পনিক মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আড়াই হাজার রংবাহারি এলইডি'র অদৃশ্য ফোকাস। যা চমকে দিয়েছে।

কলকাতা থেকে ৯১ কিলোমিটার দূরে কাকদ্বীপ শহরে মুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১১৭ নং জাতীয় সড়কের গাঁ ঘেঁষা অমৃতায়ন সংঘ কলকাতার পুজোর সঙ্গে পাল্লা দিতে বাজেটে কার্পণ্য করেনি। ৩১ বছরের এই বারোয়ারি পুজোয় গতবার বাজেট ছিল ২৫ লাখ টাকা। এবার তা বেড়ে হয়েছে ৩০ লাক টাকা। কলকাতার শ্রীভূমির প্রতিমা তৈরি করেছেন নামী শিল্পী প্রদীপরুদ্র পাল। তার দাম অনেক। সেই একই শিল্পীকে দিয়েই সমদামে দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করিয়েছে এই বারোয়ারি ক্লাব। সেই মাতৃমুখ দেখলে চোখ ফেরানো যাবে না। এজন্য খরচ হয়েছে সাড়ে তিন লাখ টাকা। যা জেলার যে-কোনও একটি ছোট বারোয়ারি পুজোর বাজেটের সমান। ক্লাবের সম্পাদক বিজন মাইতি ও সভাপতি প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবব্রত মাইতি বলেন, এখানকার হাজার হাজার মানুষ কলকাতায় যেতে পারেন না। তাই প্রতিমা ও আলো এবং মণ্ডপে চমক আনতে প্রতি বছরই নতুন কিছু করা হয়। এজন্য বড় অঙ্কের টাকা খরচ হচ্ছে। যাতে মানুষ কলকাতার পুজোর আনন্দ এখানে বসেই উপভোগ করতে পারেন। আশি ফুট উচ্চতার রংবাহারি মণ্ডপ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে দিনে রঙের মেলা ও রাতের আলোর খেলা ধরা পড়ে। মণ্ডপের ভিতরে সিলিংজুড়ে ফাইবারের কয়েকশো কাপ ও প্লেট দিয়ে ফুলে মালার আকার দেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়কে হাফ কিলোমিটার জুড়ে দু'দিকে আলোর কারুকাজ করা কুড়ি ফুটের একাধিক গেট। এছাড়া রয়েছে আরও অসংখ্য ছোট ছোট গেট। সেখানে কোথাও ভিক্টোরিয়া, কোথাও বাঁটুল দি গ্রেট, কোথাও মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বজয়ী কন্যাশ্রী, কঙ্কালের ব্রেক ড্যান্স, রাক্ষসী বধ, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, ঈগল টাওয়ার। শিল্পী সুনীল পাল বলেন, চন্দননগরের শিল্পীদের নিয়ে এসে এই কাজ করা হয়েছে। আজ, রবিবার এই পুজোর উদ্বোধন করবেন সুন্দরবন বিষয়ক মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ও সংসদ সদস্য চৌধুরিমোহন জটুয়া। তবে এই বিগ বাজেটের পুজোর খরচ থেকে অর্থ বাঁচিয়ে নিখোঁজ মৎস্যজীবী পরিবার ও দুস্থ মানুষদের হাতে অর্থ ও নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, কাকদ্বীপ হাসপাতালের কাছে বিধান সংঘের থিম এবার রাজস্থান ও গুজরাটের নবরাত্রি উৎসব। সেই নবরাত্রী উৎসবে ব্যবহৃত উপাদান দিয়ে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। সেখানকার পুতুল, চিত্রকলা ব্যবহার করা হয়েছে মণ্ডপের দেওয়ালে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলোর কাজ করা হয়েছে। সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি বলেন, এবার পুজোর বাজেট প্রায় ১২ লাখ টাকা। মণ্ডপ তৈরি করেছেন গোপাল মণ্ডল। প্রতিমার চেহারায় রাজস্থানী ছাপ। নেশার উপকরণ বিড়ি পাতা, গুটকা, জরদা, তামাক দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করেছে কাকদ্বীপ কোর্ট সংলগ্ন ইয়ং স্টার ক্লাব। সম্পাদক প্রদীপ পাখিরা বলেন, নেশায় মানুষের কী পরিণতি হয়, তা বোঝাতেই এই আয়োজন। অশুভ শক্তি থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে দু'টি হাত রাখা হয়েছে। তাদের বাজেট ১০লাখ টাকা। রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশে বর্ণালী সংঘের থিম হল দেশলাই কাঠি। কয়েক লাখ দেশলাই কাঠি দিয়ে দুর্গা, সিংহ, অসুর থেকে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী করা হয়েছে। শিল্পী উমাপদ দাস। সম্পাদক পরিতোষ সিংহ বলেন, ৫৪ বছরের এই পুজোয় শুধু প্রতিমাতে চমক নয়, মণ্ডপ তৈরির ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব রয়েছে। হোগলা আর পাটকাঠি মিলিয়ে তৈরি হয়েছে কাল্পনিক সপ্তমন্দির। সঙ্গে রয়েছে আলোর কারুকাজ।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৪/৯/১৭)

পুজোর ক'দিন ফুটপাতের ডেরা ছেড়ে খুঁজতে হয় নতুন ঠিকানা

বীরেশ্বর বেরা, কলকাতা

নাম শ্যামলী মণ্ডল। নিবাস মহম্মদ আলি পার্ক লাগোয়া ফুটপাত। আরেকজনের নাম যশোদা কাহার। নিবাস শোভাবাজার মেট্রো লাগোয়া ফুটপাত। যশোদার স্বামী বিশ্বজিৎ কাহার। তাঁদের পাশেই রয়েছেন ফাল্গুনী কাহার, রূপা কাহার। রয়েছে তাঁদের একাধিক শিশুসন্তানও। এরকমই অজস্র নামের অসংখ্য মানুষ রয়েছেন, যাঁদের বসবাসের ঠিকানা একটাই — কেয়ার অফ ফুটপাত। আকাশে-বাতাসে যখন শারদীয়ার রং লাগে, সুর ভেসে বেড়ায়, তখন আক্ষরিক অর্থেই এই দিন আনা-দিন খাওয়া ফুটপাতবাসীদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে। পুজোয় সাধারণ মানুষের সমস্যা হবে, এই যুক্তিতে পুজোর কয়েকদিন আগে থেকে পুলিশের নির্দেশে পুজোর ক'দিনের জন্য বছরের বাকি সময়ের আস্তানা ছেড়ে সরে যেতে হয় অন্যত্র। তারপর ফিরে এসে আগের জায়গা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে কাটে পুজোর ক'টা দিন।

পুজোর শেষে যখন উৎসবক্লান্ত শহরে বিজয়ার সৌহার্দ্য বিনিময় চলে, আরমণ্ডপমুখী মানুষের ভিড় থাকে না, তখন তাঁরা আবার ফিরে আসেন আগের ঠিকানায়। এসে হয়তো দেখতে পান, আগের আস্তানা ইতিমধ্যে 'দখল' হয়ে গিয়েছে। 'দখল' করেছে তাঁদেরই মতো অন্য কেউ। তারপর চলে ঝগড়াঝাঁটি, বাগবিতণ্ডা, কখনও তা মারামারি, কাটাকাটির জায়গায় পৌঁছে যায়। তারপর পথের জীবন পথেই বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে নেয় কোনওভাবে। সবার জীবনে উৎসবের আশা করা হয় বটে, কিন্তু এই ফুটপাতবাসীদের কাছে বাঙালির প্রিয় শারদোৎসব খুব একটা খুশির বার্তা বয়ে আনে না। বরং অস্তিত্বের অজানা সংকট তৈরি করে দেয়। আপাত-স্থায়ী ঠাঁইটুকু হারানোর আশঙ্কা, পুজোর ক'দিনে রিকশা না চললে, টানাগাড়ির কাজ না থাকলে, বড়বাজারে লরিতে মালপত্র ওঠানো-নামানোর কাজ না থাকলে দু'মুঠো ভাতও জুটবে না। তবুও তাঁরা বেশিরভাগই বলেন, সারা বছরই তো থাকি। কেউ কিছু বলে না। পুজোর সময় পুলিশ বললে আমরা সরে যাই বিনা বাধায়। কিন্তু এসে যদি আবার জায়গাটা না পাই, তাহলেই বিপদ।

তবে অন্য চিত্রও আছে ফুটপাতবাসীদের মধ্যে। কারও কারও গ্রামে ঘরবাড়ি না থাকলেও ছোট্ট একটুকরো জমি আছে এখনও। মূলত এরা সুন্দরবন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ। বিধ্বংসী আইলা তাঁদের কুঁড়েঘরকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারপর থেকেই মৌললালির লেনিন সরণির মুখে ঠাঁই নিয়েছেন সুন্দরবনের কুলতলি এলাকার বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস, সরস্বতী দাস, কার্তিক দাস, বিজয়া দাসেরা। সরস্বতী, বিজয়ারা সারাদিন ভিক্ষা করেন। কার্তিক, বিশ্বনাথরা বড়বাজারে চলে যান মুটের কাজ করতে। সব মিলিয়ে যা আয় হয়, তাতে খেয়েদেয়ে কেটে যায়। তারপরও নগদ কিছু টাকা তাঁরা জমাতে পেরেছেন। এবার পুলিশ যখন মহালয়ার দিন থেকে ফুটপাত ছেড়ে দিতে বলল, সেই টাকার ভরসায় বিশ্বনাথ, সরস্বতীরা ঠিক করেছেন, একবার 'দেশ' থেকে ঘুরে আসবেন। সস্তার মোবাইল ফোনে মাঝেমাঝেই কথা হয় ফেলে আসা গ্রামের মানুষদের সঙ্গে। তাঁদের ফোন করে ইতিমধ্যে যাওয়ার কথা বলেও দিয়েছেন বিজয়ারা।

কথা হচ্ছিল মহম্মদ আইল পার্কের সামনে প্রায় পাঁচ বছর কাটিয়ে দেওয়া শ্যামলী মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি বলেন, পাঁচ বছর ধরে এখানেই আইছি। আমার লোকটা কাজ করে আর নেশা করে। রাতে এখানে আসে। সকাল থেকে কাজে চলে যায়। আমি আর কোথায় যাব? পুলিশ পুজোর এই ক'দিন সরে যেতে বলেছে। আশেপাশেই কোথাও ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেব। কলকাতায় থাকার অভাব হবে না বলেও জানিয়ে দিলেন এই ফুটপাতবাসী মহিলা।

মূলত উত্তর এবং মধ্য কলকাতার ফুটপাতে বহু ফুটপাতবাসীকে থাকতে দেখা যায়। পুজোর ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য যেদিন থেকে পুলিশের তরফে বাঁশ বাঁধার কাজ শুরু হয়, যেদিন থেকে অস্থায়ী বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের জন্য বাঁশ বাঁধা শুরু হয়, সেদিন থেকেই কার্যত প্রমাদ গুনতে তাকেন এই বাসিন্দারা। তবুও পুজো সামনে এলেই বাসস্ট্যান্ডে সবসময় হাত পেতে থাকা ভিখারিনির হাতে দু'টাকা বেশি পড়ে, যে লোক সারাদিন ভাড়ার রিকশ চালিয়ে ২০০-২৫০ টাকা পেত, তার ৩০০-৪০০ টাকাও মাঝেমাঝে জুটে যায়পুজোর মরশুমে। তারপর পুজোর কয়েকটা দিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেরিয়ে, কোথাও ভালো ভিড় দেখে ভিক্ষার ঝুলি পেতে কয়েকটা দিন কেটে যায়। তাই এই সাময়িক সরিয়ে দেওয়া নিয়ে তাঁদের যে খুব একটা ক্ষোভ রয়েছে, তেমনটা নয়। উৎসব তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়ায়। নীল আকাশের নীচে যে পৃথিবী তাদের পরিচিত, সেই পরিচিত পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যান তাঁরা। কিন্তু কলকাতা যে তাঁদের আপন করেই রাখবে — এই ভরসাও একইসঙ্গে রয়েছে তাঁদের।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৪/৯/১৭)

'টেররিস্তান' নামে বিদ্ধ পাকিস্তান

রাষ্ট্রপুঞ্জ: 'টেররিস্তান'। পবিত্র নয়, নিখাদ সন্ত্রাসের দেশ! এমন কঠোর ভাষায় রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানকে আক্রমণ করল ভারত।

পাক প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার জবাবে ভারতীয় প্রতিনিধি জঙ্গিদের মদতদাতা হিসেবে পাকিস্তানকে তুলে ধরলেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে। বললেন, এই পাকিস্তানই ওসামা বিন লাদেনকে আড়াল করেছিল। এরাই মোল্লা ওমরের আশ্রয়দাতা। ইসলামাবাদের কাউন্সেলিং করানোর পরামর্শও দিয়েছে নয়াদিল্লি।

পাক প্রধানমন্ত্রী শাহিদ খাকান আব্বাসি রাষ্ট্রপুঞ্জের সধারণ সভার অধিবেশনে কাশ্মীরনিয়ে জলঘোলা করতে চেয়েছিলেন। তিনি কাশ্মীর বিবাদের প্রসঙ্গ তুলে ভারতের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তৃতার জবাব দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের ফার্স্ট সেক্রেটারি ইনাম গম্ভীর পাকিস্তানকে তুলোধোনা করে বলেন, 'পাকিস্তানের সব প্রতিবেশীই জানে, ওরা কীভাবে বিকৃত, ভ্রান্ত তথ্য তুলে ধরে। কিন্তু, এতে বাস্তব পরিস্থিতি পাল্টায় না।'

বাস্তব পরিস্থিতি কী? তার বর্ণনা দিয়ে প্রতিবেশী দেশকে বিদ্ধ করে ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, 'খুব অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তান সন্ত্রাসের সমার্থক শব্দ হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান শব্দে অর্থ 'পবিত্র স্থান'। সেই শব্দ বন্ধ টেনে গম্ভীর বলেন, পাকিস্তান 'নিখাদ সন্ত্রাসের দেশ। পাকিস্তান এখন টেররিস্তান।'

ভারত বরাবরই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বলেছে, পাকিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে জঙ্গিরা ভারতে হামলা চালাচ্ছে। মুম্বই থেকে পাঠানকোট হানার মতো ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। গম্ভীর বলেন, পাকিস্তানের সন্ত্রাস মোকাবিলার অর্থ হচ্ছে জঙ্গি নেতাদের আশ্রয় দেওয়া অথবা তাদের রাজনৈতিক 'কেরিয়ার'গড়ার সুযোগ করে দেওয়া। একের পর এক বিশ্বত্রাস সন্ত্রাসবাদীর নাম করে ইসলামাবাদকে বেঁধেন তিনি। বলেন, 'রাষ্ট্রপুঞ্জ যে লস্কর-এ-তৈবাকে জঙ্গি সংগঠনের তকমা দিয়েছে, তার নেতা হাফিজ মহম্মদ সৈয়দ পাকিস্তানে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নেতা।'

পাক প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, ভারত নিয়ন্ত্রণরেখাকে অশান্ত করে তাঁদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। ইসলামাবাদ কীভাবে সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে, সে কথা তুলে ধরেন তিনি। এ নিয়ে ভারতের পাল্টা, 'পাকিস্তান বিপুল টাকা খরচ করে নিজেদের দেশে সন্ত্রাসের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। সন্ত্রাসের শিল্প নির্মাণ করতে কত মূল্য চোকাতে হচ্ছে, এখন তার খতিয়ান দিচ্ছে।'

কাশ্মীরে ভারত মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বলে আব্বাসি অভিযোগ করেছেন। ভারতের প্রতিক্রিয়া, 'যে দেশে জঙ্গিরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কাছ থেকে ভারতের মানবাধিকার নিয়ে বক্তৃতা শুনতে হচ্ছে। রাষ্ট্র হিসেবে যারা ব্যর্থ তাদের থেকে এই উপদেশ শোনার দরকার নেই।'

এদিন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বক্তব্যের লক্ষ্যই ছিল পাকিস্তানের আদত চেহারাটা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে তুলে ধরা। তাই গম্ভীর বলেন, 'টেররিস্তান' (পাকিস্তান) এমন এক ভূখণ্ড, বিশ্বে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যার সমকক্ষ কেউ নেই।' এই পাকিস্তানকে কি শোধরানো সম্ভব? এ জন্য ভারতের পরামর্শ, 'পাকিস্তানের কাউন্সেলিং দরকার। শান্তি ও সভ্যতার প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার কথা বলতে হবে ইসলামাবাদকে। তা হলে যদি আন্তর্জাতিক মহলে ওদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।'

—সৌজন্যে এই সময় (২৩/৯/১৭)

ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হউক

হরপ্রসাদ সেন শর্মা, কলকাতা

'তর্পণ' শব্দটির অর্থ তৃপ্তি।

পরলোকগত পিতৃপুরুষদের আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্যে গঙ্গাবক্ষে কিংবা প্রতিষ্ঠিত কোনও জলাশয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে তিলজল দান করাই হল তর্পণ। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী তর্পণ করা হয়। তর্পণে শুধু যে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যেই তিল জল দান করা হয়, তা নয়। 'আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তং তৃপ্যন্তু' এই হল তর্পণের সার কথা। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্যন্ত জগৎ তৃপ্ত হউক।'

সৃষ্টির কবে থেকে যে তর্পণের শুরু তা ঠিক জানা যায় না। তবে মহাকাব্যে তর্পণের উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার পর কৌরববংশীয় স্বামী,পুত্র, পিতা, ভ্রাতা এবং স্বজনহারা কুরুনারীরা পাণ্ডবদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে তর্পণ করতে গিয়েছিলেন। আবার রামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে রাজ্য দশরথ শোকে দেহত্যাগ করলে ভরতের মুখে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে শ্রীরামচন্দ্র দুঃখে কাতর হয়ে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দাকিনী নদী তীরে পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন।

হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী মহালয়ার শুভক্ষণে পরলোকগত আত্মারা একত্রে উপস্থিত হন। মহালয়া তিথির চোদ্দো দিন আগে থেকেই পিতৃপক্ষের শুরু। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে একেবারে অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত এই পনেরো দিন পিতৃপক্ষ। তাই অনেকেই এই পনেরো দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল দান করেন। আবার বেশিরভাগ মানুষই অমাবস্যা তিথিতেই (মহালয়ার দিন) পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল দান বিধেয় বলে মনে করেন। অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, অমাবস্যা তিথিকেই বা 'মহাক্ষণ' বা 'শুভক্ষণ' বলে বেছে নেওয়া হল কেন? মৎস্যপুরাণ-এ দেবপিতা অমাবসু এবং মানসকন্যা অচ্ছোদার একটি কাহিনী আছে। জানা যায়, অচ্ছোদা একবার দেবপিতাদের মতো তপস্যায় নিমগ্ন হন। তাঁর দীর্ঘ তপস্যায় দেবপিতারা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদান করতে চান। অচ্ছোদা তখন অমাবসুকে চাইলেন। তিনি ভুলে গেলেন, অমাবসু তাঁর পিতা। অমাবসু এই কথা শুনে অচ্ছোদাকে গ্রহণ না করে নিজেকে সংযত রাখলেন। সেই তিথিই কিন্তু অমাবস্যা তিথি বলে চিহ্নিত হল। পিতৃকুলের সংযমের জন্য এই তিথির উৎপত্তি। আজও তা অত্যন্ত পবিত্র এবং শুভক্ষণ বলেই বিবেচিত।

তর্পণে উচ্চ-নীচ, বর্ণভেদ নেই, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নেই, ধনী নির্ধন ভেদাভেদ নেই, এমনকী জাতিধর্মেরও ভেদ নেই। সকল ধর্মের এবং একমাত্র শিশু ছাড়া সকল বয়সের নরনারীর তর্পণে সমান অধিকার। পদ্মপুরাণ-এর ভূমিখণ্ডে স্বয়ং মহেশ্বর বলেছেন, মানুষ আর কিছু না হোক সামান্য জল দিয়েও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে পারে। তর্পণের মন্ত্রের বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে — "হে ব্রহ্মা,বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি — জল তর্পণে আপনারা তৃপ্ত হোন। হে দেব, যক্ষ, নাগ, গান্ধর্ব, অপ্সরা, অসুরগণ, হে ক্রুরসর্প, গরুড়, বনস্পতি,পক্ষী আপনাদের আহ্বান করছি — আমার এই জল গ্রহণ করুন। যাঁরা আমাদের বন্ধু ছিলেন, যাঁরা আমাদের কাছ থেকে জলের প্রত্যাশা করেন, তাঁরা সকলে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি লাভ করুন। যাঁদের দাহকার্য শাস্ত্রসম্মতভাবে হয়েছে অথবা হয়নি, যাঁদের অপমৃত্যু ঘটেছে, যাঁরা অপুত্রক ছিলেন, যাঁদের বংশের ধারা লুপ্ত হয়েছে, তাঁরা সকলে আমার জলদানে তৃপ্ত হোন।"

কথিত আছে দীপান্বিতা অমাবস্যা তিতিতে পূর্বপুরুষগণ আবার প্রেতলোকে ফিরে যান। তাঁদের যাত্রাপথকে আলোকিত করতে প্রদীপ দেওয়া হয়। পৃথিবীর সব ধর্মের মানুষের বিশ্বাস এই একটা নির্দিষ্ট সময়ে মৃত আত্মারা মর্তে আসেন। আমেরিকায় 'হ্যালোউইন ডে', ইসলাম ধর্মে 'সবেবরাৎ', চীন দেশে 'ঘোস্ট মান্থ' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মৃত আত্মাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ভগবান বুদ্ধদেব শিষ্য মৌদগল্যায়নকে চান্দ্র বর্ষপঞ্জির সপ্তম মাসের পনেরো তারিখে ভিক্ষুকদের অন্ন-বস্ত্র দান করার কথা বলেছিলেন। তাই জাপান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের মানুষদের বিশ্বাস, চান্দ্রমাসে পূর্বপুরুষদের আত্মার সঙ্গে অশরীরী আত্মারাও পৃথিবীতে নেমে আসেন।

বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় 'মহালয়া' তিথি প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'মহ' শব্দে 'যজ্ঞ'। শ্রাদ্ধের একটি নাম পিতৃযজ্ঞ — তারই আলয় অর্থাৎ অনুষ্ঠান কাল। অথবা মহাবিশিষ্ট আলয় — পিতৃগণের আগমন বা সন্নিধানে যে তিথিতে সম্ভবপর হয় তাই 'মহালয়া'।

শাস্ত্রের বচন অনুসারে 'যমলোকং পরিত্যাজ্য অনতা যে মহালয়ে।' তাই তর্পণের সময়ে পরলোকগত আত্মার জন্যে আমরা যাই করি না কেন, সেগুলি পরলোকগত আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্যে করি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "দেহের বিনাশ হলেও আত্মার বিনাশ হয় না।" তাই শাস্ত্র বলেছে, "যারা ব্রহ্মত্ব লাভ করেছে এবং যারা (অর্থাৎ যে সব আত্মা) ব্রহ্মত্ব লাভ করেনি, উভয়ের পক্ষেই মহালয়ার শুভক্ষণে তর্পণের প্রয়োজনীয়তা আছে।"

—সৌজন্যে বর্তমান (১৮/৯/১৭)

আজও অদ্বিতীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

উদয়শংকর চক্রবর্তী, হাওড়া

কিছুক্ষণ চোখ বুজে শৈশবের দিনগুলির কথা মনে করার চেষ্টা করি তখন মনের মণিকোঠায় ভেসে ওঠে সেই বেতারে প্রচারিত বিশ্ববিখ্যাত প্রভাতী অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'র কথা, সেই সময় অনেকের বাড়িতেই রেডিয়ো ছিল না। পাশের বাড়িতে যেতে হত রেডিয়োর প্রভাতী অনুষ্ঠান শোনার জন্য।

এরই মাঝে চোখ বোলাতাম দৈনিক সংবাদপত্রের উপর যেখানে জুতোর বিজ্ঞাপন ছাপা হোত।

প্রতি বছর মহালয়ার প্রাক প্রত্যুষে চিরপরিচিত এই মহিষাসুরমর্দিনী বেতার অনুষ্ঠানটি আশ্চর্যভাবে অগণিত মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে আছে।

যে তিন গুণী ব্যক্তির নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাঁরা হলেন রচয়িতা বদিনাথ ভট্টাচার্য (বাণীকুমার), সংগীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং গ্রন্থনা ও শ্লোক পাঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম উত্তর কলকাতার আহিরিটোলা অঞ্চলে ১৯০৫ সালে ৮ আগস্ট। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। সাংস্কৃতিক জগতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল বৃক্ষের সাখাপ্রশাকার মতো বিস্তৃত। বেতার অনুষ্ঠানে নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে কখনও তিনি গান গেয়েছেন, প্রয়োজনে পিয়ানো বাদকের কাজ চালিয়েছেন, আবার মহিলামহল আসরও পরিচালনা করেছেন। শ্রোতাদের চিঠিপত্রের অনুষ্ঠানে উত্তর দিয়েছেন 'সবিনয় নিবেদন'-এ। বীরেনবাবু রঙ্গমঞ্চে বেশ কিছু নাগটকও পরিচালনা করেছিলেন। তিনি কিছু নটিকে খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয়ও করেছিলেন। কোনও মানুষ বিপদেও পড়লে তাঁকে সাহায্য করাও তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন।

বললে ভুল হবে না যে তাঁর গুণাবলী ছিল পাহাড়প্রমাণ।

তিনি যে কত রসিক লেখক ছিলেন তাঁর গল্পের নামকরণেই তা বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায় — 'মতিভ্রমের মাশুল', 'পথি নারী বিবর্জিত', 'পরোপকারের বাতিক', 'সভাপতিত্বের কেলেঙ্কারী', 'টালা থেকে টালিগঞ্জ' প্রভৃতি অনেক গল্প 'বিরূপাক্ষ' ছদ্মনামে লিখেছেন।

ইনরোকো লং প্লেইং রেকর্ডে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'শাজাহান' নাটক পরিচালনাও করেন বীরেনবাবু। তাতে অভিনয় করেন বেশ কিছু জাতশিল্পী। যাতে সংগীতকার ছিলেন গৌর গোস্বামী এবং সংযোজনায় ছিলেন নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়। পরিশেষে মহালয়ার প্রসঙ্গ টেনে আরও বলতে চাই, রেডিয়োয় মহিষাসুরমর্দিনী শেষ হবার পর ওই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম বলা হয়। কিন্তু সকলের পক্ষে তা মনে রাখা সম্ভব হয় না। তাই এখানে তাঁদের নাম উল্লেখ করে ওই মহান শিল্পীদের প্রতি আপামর বাঙালি শ্রোতার শ্রদ্ধা জানাতে চাই —

কণ্ঠসংগীত পঙ্কজকুমার মল্লিক, বিমলভূষণ, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, ইলা বসু, উৎপলা সেন, সুমিত্রা সেন, অসীমা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত, অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে সকলকে ছাপিয়ে যিনি আক্ষরিক অর্থেই অমরত্ব লাভ করেছেন তিনি এক ও অদ্বিতীয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

—সৌজন্যে বর্তমান (১৮/৯/১৭)

বিজেপি-র নামে বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ নতুন দল 'বাংলাদেশ জনতা পার্টি'র!

মৌসুম আকন, ঢাকা

ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির আদলে প্রতিবেশী বাংলাদেশেও নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আদিবাসী পার্টি এবং সমমনস্ক অর্ধশতাধিক সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ জনতা পার্টি' (বিজেপি)।

দলটি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে। তবে রাজনৈতিক দল হিসাবে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনে বিজেপির নিবন্ধন নেই। বুধবার ঢাকায় সাংবাদিক সম্মেলনে রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান আদিবাসী পার্টি গঠিত হয়। এদের উদ্যোগে আরও কিছু সংগঠন নিয়ে বিজেপি আত্মপ্রকাশ করল।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান আদিবাসী পার্টি ছাড়াও এই দলে আছে মুক্তির আহ্বান, বাংলাদেশ সচেতন সংঘ, জাগো হিন্দু পরিষদ, আনন্দ আশ্রম, হিন্দু লিগ, সনাতন আর্য সংঘ, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ ঋষি সম্প্রদায়, বাংলাদেশ মাইনরিটি ফ্রন্ট, হিউম্যান রাইটস ও হিন্দু ঐক্য জোট-সহ বিভিন্ন সংগঠন। দলের সভাপতি ও মুখপাত্র হয়েছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আদিবাসী পার্টির সভাপতি মিঠুন চৌধুরী, মহাসচিব দেবাশীষ সাহা। ঢাকা মহানগর সম্পাদক হয়েছেন দেবদুলাল সাহা। আর দলের যুব পার্টির সভাপতি আশিক ঘোষ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, বিজেপি আগামী নির্বাচনে সরকার গঠন করলে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইনের জটিলতা নিরসন করবে, প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন করবেন, প্রতিটি বিভাগকে প্রদেশে উন্নীত করা হবে, সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক মন্ত্রক করা হবে, ঋণখেলাপিদের ঋণের ৮০ শতাংশ পরিশোধ না হলে নতুন ঋণ দেওয়া হবে না, প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য ধর্মের উপাসনালয় তৈরি করা হবে এবং দুর্গাপুজোয় তিন দিনের ছুটি গেজেট প্রকাশ করা হবে।

সাংবাদিকেরা জানতে চান, বিজেপি কোনও ধর্মীয় জোট কি না? জবাবে সদ্যগঠিত দলের সভাপতি ও মুখপাত্র মিঠুন চৌধুরী বলেন, 'এটি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের একটি দল।'

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (২২/৯/১৭)

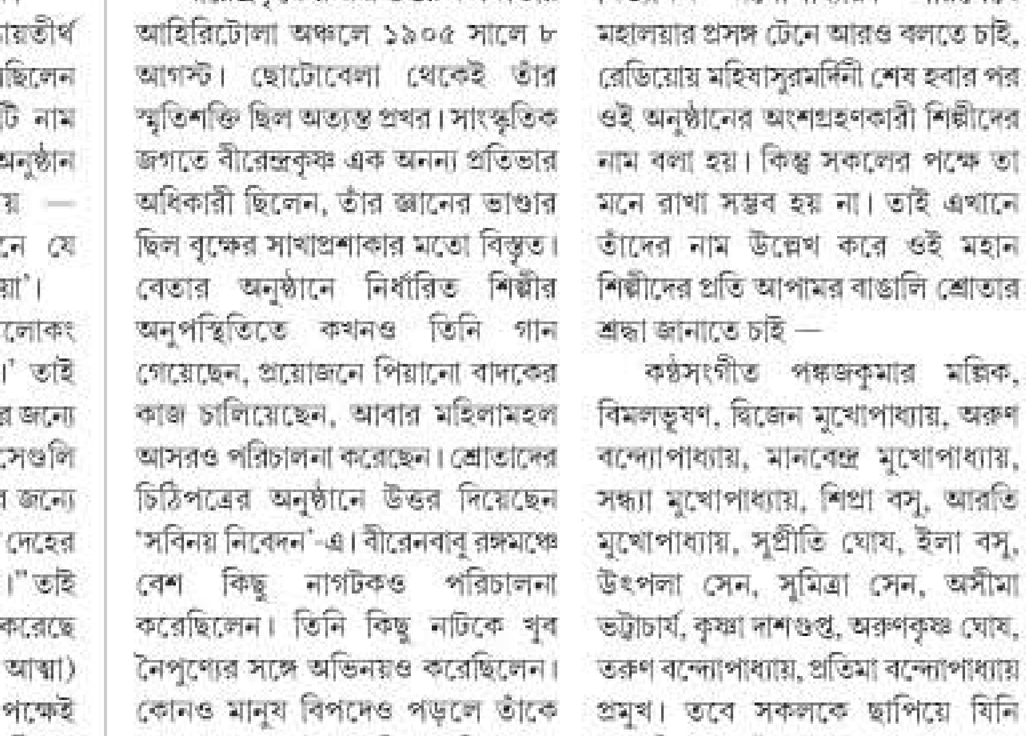

বাংলাদেশ জনতা পার্টির প্রথম আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক সম্মেলন

MATRIMONIAL (পাত্র চাই)

Hindu Bengali Parents are looking for Hindu Bengali/Non-Bengali boy FOR Canadian 27 years 5ft 2 inch fair family oriented engineer girl.
Contact +1 647 993 9453 and/or partner.can@gmail.com

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________________
Spouse's Name: ______________________________
Address: ______________________________
City: ______________State: ___ ZIP ______
Phone #: __________ E-mail: __________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________________Date: ________

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:

NEW MEMBER: [ ]
RENEWAL: [ ]

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa. Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ;
Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000 Fax: 281-530-3798 ;
Email: camdentravel@aol.com

38th North American Bengali Conference

NABC 2018 Registration

1. DONOR REGISTRATION Benefits: Premium seating; Hotel - 3 Nights Hotel. 10% discount available until October 31st.

Registration Category	Type	Registration Fees
Click here Donor	INDIVIDUAL	$2,000
	COUPLE with 2 Children*	$2,000 (2 Adults) + $400 per extra adult
	COUPLE with more than 2 Children aged between 5 years and 18 years	$2,000 (2 Adults and 2 Children) + $100 per extra child + $400 per extra adult

Benefits

- *Included up to 2 Adults and 2 Children*
- *Names recognized on the website*
- *Complimentary 3 nights one hotel room (king bed/ double queen bed) at Sheraton / Claridge based on availability.*
- *Premium seating between 6-10 rows.*
- *Complimentary dinner coupons for Fri, Sat & Sun with special seating arrangement in dining area.*

2. BENEFACTOR REGISTRATION: Benefits: Preferred seating; Hotel - 1 Night hotel included. Other nights can be purchased upon request. Hotel booking is based on availability. 10% discount available until October 31st

Registration Category	Type	Registration Fees
Click here Benefactor	INDIVIDUAL	$1,000
	COUPLE with NO Children aged between 5 years and 18 years	$1,000 (2 Adults) + $225 per extra adult
	COUPLE with Children aged between 5 years and 18 years*	$1,000 (2 Adults and 2 Children) + $75 per extra child + $225 per extra adult

Benefits

- Couple with children includes 2 Adults and 2 Children between the age of 5 years and 18 years.
- Complimentary 1 night one hotel room (king bed/ double bed) at Sheraton / Claridge or suites at Baymont suites based on availability
- Preferred seating between row 11 - 20 row.

3. STANDARD REGISTRATION: Rates as follows. Hotel is not included - may be purchased based on availability. 10% discount available until October 31st.

Registration Category	Type	Registration Fees
Click here Standard	STUDENT	$100
	INDIVIDUAL	$125
	COUPLE with NO Children aged between 5 years and 18 years	$250 (2 Adults) + $125 per extra adult
		$250 (2 Adults) + $50 per extra child + $125 per extra adult

- *Couple with children includes 2 Adults and 2 Children between the age of 5 years and 18 years.*

সংস্কৃতির বন্ধনে আজ পৃথিবীর দুই প্রান্ত
ANANDA MANDIR
NABC2018
38th North American Bengali Conference
29th June - 1st July 2018
Atlantic City Convention Center, New Jersey
Organized by: Ananda Mandir, New Jersey
Register at www.nabc2018.com
Shubho Bijoya
For Donors, Benefactors & Standard Registrations
10% off till October 31st 2017
Register at: www.nabc2018.com
NABC 2018 এর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা। আগামী বছর June 29th – July 1st, Atlantic City Convention Centre এ অনুষ্ঠিত হবে বঙ্গ সম্মেলন। আপনাদের সাদর উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ হোক এই মিলনোৎসব।

বাস্তুশিল্পের অনন্য নিদর্শন সর্দার সরোবর বাঁধকে বিস্তর বাধা পেরতে হয়েছে: মোদি

দাভোই (গুজরাত) (পিটিআই): নর্মদা নদীর উপর এক বাঁধ নির্মাণের জন্য ১১ বছর আগে ৫৬ ঘণ্টা অনশনে বসেছিলেন গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি যখন তিন বছর পরে প্রধানমন্ত্রীর তখতে বসলেন, তখন মাত্র ১৭ দিনের মধ্যেই সেই বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর চূড়ান্ত অনুমতি দিয়ে প্রকল্প নির্মাণের শেষ বাধা কাটিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের ৬৭তম জন্মদিনে পুজো দিয়ে নর্মদা নদীর উপর তৈরি হওয়া সেই সর্দার সরোবর বাঁধ উদ্বোধন করে স্বপ্নপূরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উদ্বোধনী ভাষণে সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণশিল্পকে 'বাস্তুশিল্পের অভাবনীয়' ঘটনা বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিশ্বের কোনও প্রকল্পকেই এত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের ব্যাপারে আমাদের সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

১৯৬১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তারপর কেটে গিয়েছে ৫৬ বছর। নর্মদা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। এই বাঁধ নিয়ে আপত্তি তুলেছে বেশ কয়েকটি সমাজসেবী সংগঠন। বিশেষ করে মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে এই বাঁধ বিরোধী আন্দোলন অন্য মাত্রা পায়। এদিন বাঁধের উদ্বোধনের পর সেই প্রসঙ্গই তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, বহু মিথ্যা অভিযোগ আমাদের উপর আরোপ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বহু ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। কিন্তু আমরা এটিকে কোনও রাজনৈতিক লড়াইয়ে পর্যবসিত করতে চাইনি। যাঁরা এই প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চাইছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমার জ্ঞান রয়েছে। কিন্তু আমি তাঁদের নাম নেব না। কারণ আমি ওই পথে হাঁটতে চাই না। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভুল প্রচার হয়েছে। এতটাই ভুল প্রচার যে বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পের তহবিল জোগানোর কথা আগে ঘোষণা করা সত্ত্বেও, পরিবেশের দোহাই দিয়ে সেখান থেকে সরে এসেছে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক থাকুক বা না থাকুক, আমরা নিজেদের দায়িত্বেই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ করেছি।

তিনি বলেন, বিশ্ব ব্যাংক যখন সরে এসেছিল, তখন গুজরাতের মন্দিরগুলি বাঁধ নির্মাণের অর্থ জুগিয়েছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মোদি বলেন, এই দুই মহান নেতা যদি বেঁচে

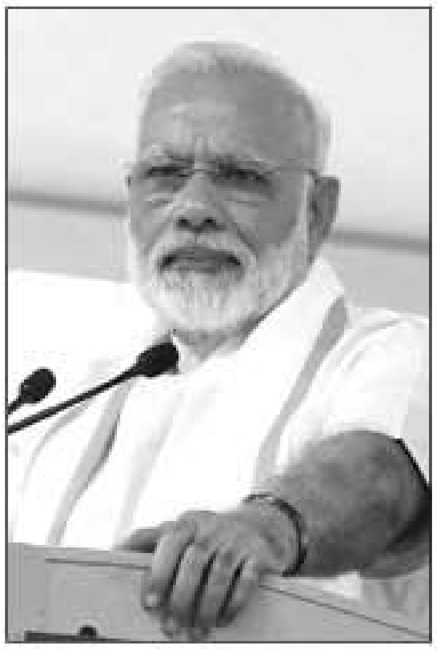

থাকতেন, তবে ছয় কিংবা সাতের দশকেই এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়ে যেত। ফলে বন্যা ও খরা সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির বিকাশ অনেকদিন আগেই সম্পন্ন করা যেত। প্রধানমন্ত্রী যখন ভদোদরার মাটিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আর আম্বেদকরকে। তখন দিল্লিতে বিজেপি প্রেসিডেন্ট অমিত শাহ আবার এই দুই নেতার সঙ্গেই একাসনে বসিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি বলেছেন, ভৌগোলিক ও সামাজিক একত্রীকরণের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল আর আম্বেদকর। আর প্রধানমন্ত্রী মোদি কাজ করছেন অর্থনৈতিক একত্রীকরণের জন্য।

ছয় দশক আগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পকে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে মোদি বলেন, দেশের ক্রমবর্ধমান শৌর্য ও এলাকার বিকাশের প্রতীক হল এই বাঁধ। তিনি বলেন, বিশ্বের কোনও প্রকল্পের ক্ষেত্রেই এত বাধা-বিপত্তি আসেনি। এই প্রকল্পকে নব ভারতের বিকাশশীল অভিমুখের প্রতীক আখ্যা দেন মোদি। প্রকল্পের উচ্ছেদ হওয়া আদিবাসীদের ধন্যবাদ দিয়ে মোদি বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে এদের আত্মত্যাগ সমগ্র ভারতবাসী চিরকাল স্মরণে রাখবে। এই প্রকল্পের জন্য নর্মদা নদীর উপর তৈরি হওয়া সর্দার সরোবর বাঁধকে 'গুজরাতের জীবন' বলেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, জলের অভাবেই এই অঞ্চলে উন্নয়ন থমকে গিয়েছিল। এবার সেই বাধা দূর হবে। শুধু তাই নয়, ভারত-পাক সীমান্তে অবস্থানকারী বিএসএফ জওয়ানদেরও জলের অভাব এবার দূর হবে। এই বাঁধ থেকে উপকৃত হবে গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থান। তিনি বলেন, আপনারা জানেন আমি ছোট স্বপ্ন দেখি না। সবসময় বড় বড় স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে জলের অভাব ছিল। আর পূর্বাঞ্চলে ছিল বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সমস্যা। আমরা এই অঞ্চলের সমস্যা মিটিয়ে দেশের উন্নয়নের ধারাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

১৯৬১ সালের ৫ এপ্রিল এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। জল ও বিদ্যুতের ভাগ নিয়ে মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাতের মধ্যে বিরোধ বাধলে এই প্রকল্পের কাজ থমকে যায়। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্র এ এন খোসলার নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। কিন্তু সেই কমিটির সুপারিশ মানতে রাজি হয়নি মধ্যপ্রদেশ। এরপর ১৯৬৯ সালে তৈরি হয় নর্মদা ওয়াটার ডিসপিউট ট্রাইব্যুনাল। ১৯৭৯ সালে ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর ১৯৮০ সালে শুরু হয় এই প্রকল্প তৈরির কাজ। কিন্তু মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে শুরু হয় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। এই সংগঠন পরিবেশ সংক্রান্ত আপত্তি তুলে বিষয়টিকে আদালতে টেনে নিয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট প্রকল্পের কাজে স্থগিতাদেশ দেয়। পরবর্তীকালে ২০০০ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয় বাঁধের উচ্চতা ১৩৮ মিটার করা যেতে পারে। কিন্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আদালতের রায়ের পরেও এই পুনর্বাসন জটিলতায় থমকে ছিল সর্দার সরোবর প্রকল্পের কাজ। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হয়।

—সৌজন্যে বর্তমান (১৮/৯/১৭)

১৫ ডাক্তার, তিন প্রাইভেট হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্য সরকার

বিক্ষোভের মাত্রা বাড়ানোর পালটা হুঁশিয়ারি চিকিৎসক নেতারও

চিকিৎসকদের উপর হওয়া উপর্যুপরি হামলার প্রতিবাদে কিছুদিন আগে শহরে প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে ডাক্তারদের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সাতটি সংগঠন। সেই ধর্মঘট অনেকাংশে সফলও হয়। শহরের ছোট-মাঝারি-বড় মিলিয়ে ৫০টিরও বেশি নার্সিংহোম ও প্রাইভেট হাসপাতালের আউটডোরেসেদিন মাছি তাড়ানোর মতো অবস্থা ছিল। চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়েন হাজার হাজার রোগী। সেই ধর্মঘট ভোলেনি সরকার। এবার ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী ১৫ জন চিকিৎসক এবং তিনটি প্রাইভেট হাসপাতালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ধর্মঘটী চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে সুপারিশ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ বিশ্বরঞ্জন শতপথী। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, ওই তিনটি হাসপাতালের ক্ষেত্রে নয়া ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

এই খবর শুনে চটে লাল ধর্মঘটী ডাক্তার সংগঠনগুলির অন্যতম ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরাম-এর রাজ্য সভাপতি ডাঃ রেজাউল করিম। তিনি বলেন, আমাদের কাছে যেটুকু খবর, সেদিন প্রায় এক হাজার চিকিৎসক আউটডোর ধর্মঘটে অংশ নেন। প্রথম কথা হল, এই ১৫ জনকে তাহলে কীভাবে বাছা হল? ব্যবস্থা নিতে হলে সরকার বা রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল এক হাজার ডাক্তারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক না! আর একবার ব্যবস্থা নিয়ে দেখুক না, আমরা বিক্ষোভের মাত্রা আরও বাড়াব। পাশাপাশি আইনি পথও খোলা আছে, পালটা হুঁশিয়ারি ডাঃ করিমের। কী করে এই ১৫ জন চিকিৎসকের নাম বাছা হল, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শতপথী। শুধু বলেন, আমরা বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে পাওয়া রিপোর্ট খতিয়ে দেখে এই ১৫ জনের নাম পেয়েছি। এরবেশি কিছু বলব না। বিষয়টি নিয়ে পূর্ব ভারতের বেসরকারি হাসপাতালগুলির সংগঠনের সভাপতি পি এল মেহতা বলেন, এমন কোনও খবর জানি না।

লাগাতার চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদে কিছুদিন আগে শহরের প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে আউটডোর ধর্মঘট করে সাতটি ডাক্তার সংগঠন। পালটা হিসাবে ১২টি প্রাইভেট হাসপাতালকে শো-কজের চিঠি ধরায় রাজ্য। চেয়ে পাঠানো হয় ধর্মঘটী ডাক্তারদের নাম, ধর্মঘটের দিন কতজন ডাক্তার এসেছিলেন, কতজন রোগী এসেছিলেন, অন্যান্য সপ্তাহের এমন দিনে আউটডোরে রোগী ও ডাক্তারদের হাজিরা কত থাকে ইত্যাদি। হাসপাতালগুলি শো-কজের উত্তর দেয়। কিন্তু সরকার তাতে বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট নয়।

দপ্তর সূত্রের খবর, শুধু শো-কজের উত্তর সন্তোষজনক নয়, তাই নয়। নানা ইস্যুতে আন্দোলন করে সরকারের উপর চাপ বাড়াতে থাকা এই সাত ডাক্তার সংগঠনের মঞ্চকে বিন্দুমাত্র জমি ছাড়তে চায় না সরকার। ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ-এ ব্যাপক হাইটেক প্রচার, ওয়েলিংটন মোড়ে অবস্থান, ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদী মিছিল — এমন একের পর এক টানা কর্মসূচি গ্রহণ করে একইসঙ্গে সরকার বিরোধী এবং তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' ডাক্তারদের এই মঞ্চ সরকারপন্থী ডাক্তার সংগঠন এবং আইএমএ রাজ্য শাখার তুলনায় দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সেই উত্থানের পিছনে তলে তলে তৃণমূলপন্থী ডাক্তার সংগঠনের মেজ-সেজ নেতাদেরও মদত আছে বলে সরকারের কাছে খবর। কিছুদিন আগে এমন 'বিদ্রোহী' চিকিৎসকদের মঞ্চে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ আইএমএ নেতা ডাঃ প্রদীপ নিমানিকেও দেখা যায়। এবার দাবার পালটা চাল দেওয়ার পালা সরকারের — এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

—সৌজন্যে বর্তমান (১৮/৯/১৭)

উজলায় ৩০০ কোটি সাশ্রয়, রক্ষা পরিবেশের

পিনাকী বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনায় সোহাগার মতোই কার্যত দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। আর্থিক সাশ্রয় এবং পরিবেশ রক্ষা একই সঙ্গে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এলইডি আলো সংক্রান্ত 'উজালা' যোজনায় প্রথমে যোগ দিতে রাজি ছিল না রাজ্য। পরে আপত্তি কাটিয়ে সাধারণ আলোর বদলে এলইডি বাল্‌ব ও টিউব লাগানোর রাস্তা ধরে তারা। তাতে বছরে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় করতে চলেছে রাজ্য সরকার।

তথ্য বলছে, জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে যত বাল্‌ব ও টিউব লাগানো হয়েছে, তার জেরে পশ্চিমবঙ্গে উত্তুঙ্গ গরমের সময়ে ২১০ মেগাওয়াটের মতো কম বিদ্যুৎ লাগবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে এই তথ্য এসেছে। বিদ্যুতের পাশাপাশি বছরে রাজ্যের বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির সাশ্রয় হবে ৩০০ কোটিরও বেশিটাকা। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রাও কমবে সাত হাজার টনের মতো। দূষণ কমে বাঁচবে পরিবেশ।

২০১৬ সালের নভেম্বর তেকে শুরু করে মাত্র আট মাসের মধ্যে রাজ্যে যত এলইডি বাল্‌ব ও টিউব লাগানো হয়েছে, তাতে এমনই সুফল পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যের বিদ্যুৎকর্তাদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের মোট বিদ্যুৎ-গ্রাহকের অর্ধেক এখনও এলইডি বাল্‌ব লাগাননি। সকলেই এলইডি ব্যবহার করলে লাভের অঙ্ক আরও কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

প্রথম দিকে 'উজালা' যোজনায় যোগ না দেওয়ার কারণ হিসেবে নবান্নের বক্তব্য ছিল, কেন্দ্রের কাছ থেকে কেনা এলইডি বাল্‌ব ও টিউব গ্রাহকদের মধ্যে বণ্টন করে সেই টাকা বিলের সঙ্গে আদায় করার মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। সেই আর্থিক দায় নিতে চায়নি রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রককে তারা জানিয়ে দেয় এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড (ইইএসএল) নিজেদের উদ্যোগে এলইডি বাল্‌ব ও টিউব বিক্রির ব্যবস্থা করলে তারা সহযোগিতা করতে পারে। বেশ কিছু দিন এই টালবাহানা চলার পরে, গত বছরের শেষে ওই কেন্দ্রীয় সংস্থা এ রাজ্যে এলইডি বাল্‌ব বিক্রি শুরু করে। তত দিনে গুজরাত, মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্য এই বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। তবে দেরিতে শুরু করলেও অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিবঙ্গও উজালা প্রকল্পে ভাল ফল পেতে চলেছে।

জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দরে এলইডি বাল্‌ব (নয় ওয়াট) বিক্রি হয়েছে ৫৬ লক্ষের বেশি। আর টিউব বিক্রি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৩১ লক্ষ। সেই হিসেবেই ইইএসএল মনে করছে, বিদ্যুৎ এবং আর্থিক দিক থেকে রাজ্যের বিপুল লাভ হবে। এক বিদ্যুৎকর্তা জানাচ্ছেন, সিইএসসি এলাকা বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন এলাকাতেই এখন গ্রাহক-সংখ্যা দেড় কোটির বেশি। গ্রামীণ বিদ্যুদয়নের ফলে আগামী দিনে সংখ্যা আরও কিছুটা বাড়বে। ফলে এলইডি আলো বিক্রির একটা বড় বাজার তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আর সেই বাজার যত বাড়বে, বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির আর্থিক সাশ্রয়ও বৃদ্ধি পাবে।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৯/১৭)

অভিযুক্তের গায়ে নারীঘটিত অপবাদের কাদা না ছেটালে কি শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকত!

বিশেষ নিবন্ধ

মেরুনীল দাশগুপ্ত

সিপিএমের শীর্ষ পার্টিজনেদের সিদ্ধান্তমোতাবেক দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্টিতে তাঁর প্রাথমিক সদস্যপদ খারিজ হয়েছে। সিপিএমের শীর্ষ পার্টিজনদের অভিযোগ, তাঁদের তরুণ সংসদ সদস্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় 'গুরুতর পার্টিবিরোধী কার্যকলাপে' লিপ্ত ছিলেন। কী সেই 'গুরুতর পার্টিবিরোধী কার্যকলাপ'? সিপিএমের শীর্ষ পার্টিজনদের বক্তব্য, ঋতব্রত দলের কয়েকজন নেতানেত্রীর পার্টিগত অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সিপিএম পার্টির উচ্চাসনগুলিতে ধর্ম ও লিঙ্গের ভিত্তিতে কোটা সিস্টেম চালু আছে বলে প্রকাশ্যে দাবি করেছেন। দলের গোপন খবরাখবর বাইরে পাচার করেছেন। তাঁকেবারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করেননি। বরং সম্প্রতি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বসে পার্টি বেং তাঁর কয়েকজন নেতানেত্রী সম্পর্কে বিবিধ মন্তব্য করেছেন যা কিনা সিপিএম পার্টিজনদের কাছে চূড়ান্ত অনৈতিক ও পার্টিবিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং সেজন্যই সিপিএমের দলীয় মুখপত্র তাকে 'সাক্ষাৎকারের নামে প্রকাশ্যে পার্টিকে হেয় করার চেষ্টা' বলে ঘোষণা করেছে — ইত্যাদি ইত্যাদি।

সিপিএম পার্টির গঠনতন্ত্র অনুসারে এমন সব অভিযোগে অভিযুক্তের শাস্তি অনিবার্য। তা তিনি নেতা মন্ত্রী সংসদ সদস্য যতবড় তালেবরই হোন—শাস্তি অবশ্য প্রাপ্য। তবে, সিপিএম তথাকথিত 'সুশৃঙ্খল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'য় আধ্যুষিত দল তো—তাই শাস্তির আয়োজনটা কখনওই একতরফা নয় সেখানে। সতর্কীকরণ, তদন্ত কমিশন, কমিশনে অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের মঞ্চ, শেষমেষ অভিযুক্তের রাজনৈতিক প্রসাসনিক গুরুত্ব গৌরব অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্তের রাজ্য-কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিটব্যুরো যাত্রার ধাপ থেকে ধাপ—বেশ পরিপাটি করে সাজানো। এতটাই পরিপাটি যে সেখানে বিচার প্রক্রিয়ায় অনাচার অবিচারের লেশমাত্র থাকতে পারে একথা অতিঘোর সিপিএম নিন্দুকও চট করে বলতে পারবেন না। আয়োজন উদ্যোগে খাতায়-কলমে বিচার সেখানে সবসময় পূত-পবিত্র, স্যাক্রোসান্ট।

কিন্তু মুশকিলটা হল সেই বিচার প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিরপেক্ষতা নিয়েই এবার বড়সড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন তুলে দিলেন ঋতব্রত। তাঁর বিরুদ্ধে ওটা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত কমিশনের রায় পূর্বনির্ধারিত (বিচারের আগেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছে আমাকে) এবং প্রতিহিংসামূলক—এমনই মন্তব্য করেছেন ঋতব্রত। এবং এটাও বলেছেন, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে গিয়েই রোষে পড়েছেন তিনি। অর্থাৎ পার্টিতে প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, মহম্মদ সেলিমের মতো মহা মহা পার্টিজনেদের কেটারি ও কীর্তিকাণ্ডের বিরুদ্ধে তোপ দাগাতেই কমিশনে শাস্তির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। শুধু তাই নয়, ঋতব্রতের বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সিপিএম তিন সদস্যের যে কমিশন গড়েছিল তার চেয়ারম্যান স্বয়ং নাকি নানা অভিযোগে অভিযুক্ত। যিনি নিজে অভিযুক্ত তিনি কী করে বিচারক হন—প্রশ্ন বহিষ্কৃতের। একথা ঠিক, অভিযুক্ত ব্যক্তি অনেক সময়ই বিচারক বা বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন—সেটা আমরা অভিজ্ঞতায়ও দেখেছি। ঋতব্রতের বক্তব্যকে অনায়াসে সেই অভিজ্ঞতার আধারে ফেলা যায়। বলাই যায়, গভীর হতাশা থেকেই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে গড়া কমিশন ও তার রায়কে কটাক্ষ করেছেন। এবং সেই হতাশার কারণ — অভিযুক্ত হওয়ার পর তিনি দলে গৌতম দেব, সুজন চক্রবর্তী, অশোক ভট্টাচার্যের মতো কয়েকজন পৌঢ় নেতা ছাড়া আর কাউকেই বিশেষ পাশে পাননি, তাঁর গডপাদার প্রবীণ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, পলিটব্যুরোয় প্রভাবশালী তাঁকে বলছেন পচা আলু, রটন এলিমেন্ট। শুধু কি তাই? যে নেতার বিরুদ্ধে ঋতব্রতর একাধিক অভিযোগ সেই মহম্মদ সেলিমকেই পার্টি নেতৃত্ব তাঁর বিচারসভার প্রধান করে বসিয়ে দিয়েছে। ২১ বছর পার্টিতে থাকার পর অভিযোগবিদ্ধ প্রায় নিঃসঙ্গ এক তরুণ নেতার (একদা সিপিএমের 'পোস্টার বয়') হতাশা তো স্বাভাবিক। আর সে হতাশার প্রতিক্রিয়াও অনিবার্য। হয়তো হয়েছেও তাই —আশ্চর্য কী!

না, এতে কোনও আশ্চর্য নেই! একের বিরুদ্ধে বহু দাঁড়িয়ে পড়লে সূর্য চন্দ্রও আজতালের সত্যতা ধরে রাখতে হিমশিম খাবে—রাজ্যসভার সাংসদ কোন ছার! সময়টা এমনই। সুতরাং, সত্রাংসদ ঋতব্রত সিপিএমের বিচারব্যবস্থা নিয়ে সত্যিমিথ্যে যাই বলুন ওটাকে হতাশ মানুষের চিত্তক্ষোভের উদ্গার বলে উড়িয়ে দেওয়া—সে আর এমন কী কঠিন। তার ওপর 'বুর্জোয়া বিচ্যুতি' তে অভিযুক্ত বলে কতা! তার অভিযোগ শুনবে কেন কমিউনিস্ট পার্টি! আবদার নাকি? দলের অমন লাল টুকটুকে ভাবমূর্তিতে কালি মাখাবে আর পার্টিজনেরা আদর করে তাঁকে কোলে বসিয়ে নীতিকথা বোঝাবেন, ঝোল মালপোয়া খাওয়াবেন — হয় নাকি! ওটা শৃঙ্খলাবদ্ধ সিপিএম পার্টি — হরি ঘোষের গোয়াল নয়। শেষের মন্তব্যগুলো সিপিএমের এক অধ্যাপক নেতার। তাঁর সাফ কথা, হান্নান সাহেব ওকে উন্মাদ বলেছেন, ঠিক বলেছেন।

ঠিক কি ভুল—বলবে সময়। আর ব্যাপারটা তো এমন নয় যে, সিপিএম থেকে এই প্রথম কেউ বহিষ্কৃত হলেন।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন সেনগুপ্ত, লক্ষ্মণ শেঠ, রেজ্জাক মোল্লা, সইফুদ্দিন চৌধুরির মতো অনেক তাবড় নেতাকেই নানা সময় দল ছাড়তে হয়েছে। বহিষ্কারের অপমান বইতে হয়েছে। কিন্তু, কারও গায়ে এত কালি লাগাবার দরকার কি পড়েছিল? পড়েনি। বাদবাকি সকলের ক্ষেত্রেই শাস্তির ব্যাপারটা দলীয় নীতি-নৈতিকতার দ্বান্দ্বিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সময় তাঁর সমর্থনে গোটা বাংলা এক আশ্চর্য আবেগে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল, আড়াআড়ি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল রাজ্য পার্টি, রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে সরগরম হয়েছিল বঙ্গের বাতাবরণ। আবেগাহত অনেকের চোখে রীতিমতো ভিলেন হয়ে উঠেছিলেন প্রকাশ কারাত। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত ওই প্রকাশ কারাত ও তাঁর ক্ষমতার কাছেই বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্রদের নতিস্বীকার করতে হয়েছিল—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বর্ষীয়ান প্রবাদপ্রতিম কমিউনিস্টকে ছেঁটে ফেলতে হয়েছিল দল থেকে। সিপিএমের আজকের দৈন্যদশার জন্য সেই সিদ্ধান্তের ভূমিকা কতটা ভুক্তভোগীরা ভালোই জানেন। সোমনাথবাবুর তুলনায় ঋতব্রত তো নেহাতই খোকা। তাঁর পিছনে দাঁড়াবার মতো লোকজনই তো কেউ নেই। তা, এমন এক নিঃসঙ্গ 'বুর্জোয়া বিচ্যুতি'তে দুষ্ট 'কমরেড'কে দল থেকে তাড়ানোর জন্য সেলিমবাবু সূর্যবাবু বিমানবাবু এবং সর্বোপরি করাতবাবুদের এত আয়োজন উদ্যোগ লাগল কেন! কেন সেলিমবাবুকেই কমিশনের নেতা বাছতে হল? কেন মদন ঘোষ বা নিদেনপক্ষে মৃদুলদের ওপর ভরসা রাখা গেল না! ঠিকই, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনও দায় পার্টি নেতৃত্বের নেই, সাধারণ পাবলিকের এ নিয়ে আগ্রহ থাকলেও — না।

কিন্তু, যদি প্রশ্ন করি—ঋতব্রত না হয় দলের ভিতরকার গোপন খবর মিডিয়ায় পাচার করতেন। তাঁর বহিষ্কারের খবরটি পাচার করলেন কে? গত শনিবার সিপিএমের মুখ পত্র 'গণশক্তি'তে ঋতব্রতর বহিষ্কারের খবরটি ছাপা হওয়ার অনেক আগেই তো মিডিয়ায় ব্যাপারটা ফলাও করে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমতে ছাপা হয়ে গিয়েছিল? ঋতব্রতর বহিষ্কার নিয়ে কোথাও কোনও সংশয়ই তো আর ১৬ই শনিবার অব্দি অবশিষ্ট ছিল না। আনুষ্ঠানিকতাটুকুই পূর্ণ করেছিল গণশক্তি। এখন কথা হল—ঋতব্রতর বহিষ্কারের খবরটা নিশ্চয়ই তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি-র মতো ভিন রাজনীতির গ্রহ থেকে লিক হয়নি? বন্ধ ঘরের সিদ্ধান্ত তারা জানবেই বা কী করে! তাহলে সেই লিক-মাস্টার কে? কে ধরবে তাকে? বিশিষ্ট পার্টিজনেরা জানাবেন না?

দ্বিতীয়ত, রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র কমিশনে সাংসদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগপত্রে এবং প্রকাশ্য বিবৃতিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দু'রকম কথা কেনও লিখলেন? কমিশনের দায়ের করা চার্জশিটের ১ নং পয়েন্টে লেখা হল 'নৈতিক অধঃপতন'। আর প্রকাশ্য বিবৃতিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনলেন নারীসঙ্গে নৈতিক অধঃপতন (moral degeneration in relation to women) কেন? অভিযুক্তের গায়ে নারীঘটিত অপবাদের কাদা না ছেটালে কি শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকত! লক্ষণীয়, মহিলা শব্দে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক — একজন নন বহুজনের সঙ্গে অসৎ-সংসর্গে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনছেন সাংসদ ঋতব্রতর বিরুদ্ধে! তাহলে এমন গর্হিত অন্যায় মূল চার্জশিটে কেন নৈতিক অধঃপতন লিখে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি? তথ্যভিজ্ঞজনেদের অনুমান, তরুণ সাংসদের শাস্তি নিশ্চিত বুঝে সূর্যবাবু তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে নারীঘটিত কেলেঙ্কারির মতো নিম্নরুচির বাড়তি কালিমা লাগুক, চাননি। কিন্তু, দিল্লির ক্ষমতাসীন পার্টিজনেদের চাপে শেষ পর্যন্ত সূর্যবাবু বয়ান বদল করতে বাধ্য হন। দিল্লিস্থ সিপিএমের মুখ্যালয় থেকে নাকি সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওসব গোল গোল কথা নয়, সাংসদের বিরুদ্ধে নারীসঙ্গের অভিযোগ আনতে হবে সরাসরি যাতে সামাজিক রাজনৈতিক কোনও পরিসরেই ঋতব্রত সহানুভূতি লাভের সুযোগ না পান। সোমনাথের কালের আবেগ যেন ফিরে না আসে—তাই তো? কিন্তু শাস্তির উদ্দেশ্য যদি অভিযুক্তকে জনসমক্ষে বেইজ্জত করা হয় তবে কি শাস্তিদাতার অভিপ্রায় নিয়েও সন্দেহ জাগে না?

দিল্লির এই মতে মত দিতে আলিমুদ্দিনের একাংশ রাজি ছিলেন না—শোনা যাচ্ছে এমনও। কিন্তু, ওই যে বলে, আপনি বাঁচলে...। এখন এই ক্ষমতাহারা জনবিচ্ছিন্নতার যুগে রাজ্য সিপিএমে কে আছেন এমন মেরুদণ্ডি যে গোপালন ভবনের নির্দেশ অমান্য করে কোপে পড়তে দ্বিধা করবেন না! সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তেমন কাউকে পাওয়া যায়নি, আজও পাওয়া গেল না। আজকের অভিযুক্তকে একসময় যাঁরা রাজ্য পার্টির ভবিষ্যৎ বলে দাব করেছিলেন তাঁরাও কোথায় যেন ডুবে গেলেন! সুতরাং, যত অনীহাই থাক—সূর্যবাবুকে বয়ান বদল করে নারীঘটিত কেলেঙ্কারির কালিমা পুত্রতুল্য সাংসদের মুখে লেপন করাতেই হল। দলীয় রাজনীতির দায়বদ্ধতা—উপায় কী? খবরে পড়লাম, বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্ত সাংসদ তাঁর মানহানির বিহিত চাইতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন। সংযতবাক সম্পাদক সূর্যকান্ত প্রত্যাশিতভাবেই সে বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু, তাতেও কি গন্ধটা চাপা দেওয়া যাচ্ছে? নিন্দুকেরা যাকে বলছেন—প্রতিহিংসার গন্ধ!

—সৌজন্যে বর্তমান (২১/৯/১৭)

> সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রতীন সেনগুপ্ত, লক্ষ্মণ শেঠ, রেজ্জাক মোল্লা, সাইফুদ্দিন চৌধুরির মতো অনেক তাবড় নেতাকেই নানা সময় দল ছাড়তে হয়েছে। বহিষ্কারের অপমান বইতে হয়েছে। কিন্তু, কারও গায়ে এত কালি লাগাবার দরকার কি পড়েছিল? পড়েনি। বাদবাকি সকলের ক্ষেত্রেই শাস্তির ব্যাপারটা দলীয় নীতি-নৈতিকতার দ্বান্দ্বিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সময় তাঁর সমর্থনে গোটা বাংলা এক আশ্চর্য আবেগে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল, আড়াআড়ি বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল রাজ্য পার্টি, রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্কে সরগরম হয়েছিল বঙ্গের বাতাবরণ।

দিল্লির পুজোয় প্রাধান্য পরিবেশে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়াদিল্লি

থিম বনাম সাবেকিয়ানার জোর লড়াই রাজধানীতে।

রয়েছে বাংলাকে টপকে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টাও। এর জন্য চেষ্টার কোনও কসুর করছে না দিল্লির পুজো কমিটিগুলি। সাবেকিয়ানার সঙ্গে থিমের মেলবন্ধনের দুর্গোপুজো রাজধানী জুড়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ সচেতনতা। ময়ূর বিহার ফেজ থ্রির বঙ্গীয় ঐক্য সম্মিলনী ফেজ ওয়ানের মিলনি কালচারাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, সফদরজংয়ের মাতৃমন্দির, দিল্লি কালী বাড়ি, আরামবাগ পুজো সমিতি, চিত্তরঞ্জন পার্ক, করোলবাগ — সব জায়গাতেই পরিবেশ সচেতনতা। এ বছর দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিবেশ বান্ধব পুজো কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। 'গত কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছি সংগঠনের পক্ষ থেকে দিল্লির পুজোর উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের উৎসাহ দেওয়ার। তারই একটি অঙ্গ হিসেবে আমরা পরিবেশ সচেতনতার উপর জোর দিয়েছি। এ বার দিল্লির প্রায় ৬০টি পুজো কমিটি আমাদের পরিবেশ সচেতনতার প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেরা পুজোকে পুরস্কৃত করা হবে। আর্থিক পুরস্কারেরসঙ্গে তারা পাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফ থেকে বিশেষ শংসাপত্র।' বললেন দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তপন সেনগুপ্ত।

থিম বনাম সাবেকিয়ানার এই চিরন্তন কালচারাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের। ২৬ তম বছরে তাদের থিম নকশি কাঁথার মাঠ। কলকাতা থেকে আনা ৪৯টি নকশি কাঁথা দিয়ে তৈরি মণ্ডপ। মণ্ডপ জুড়ে নকশি কাঁথার সজ্জার পাশাপাশি দেব দেবীর পোশাকেও রয়েছে অভিনবত্ব। তসরের কাপড়ে উপর কাজ করা শাড়ি দিয়ে তৈরি হচ্ছে দুর্গার সাজ। অষ্টমীতে পুজো কমিটির সদস্য ৬০ জন মহিলা কাঁথা স্টিচের শাড়ি পরে অঞ্জলি দেবেন। 'এ ছাড়াও থাকছে ১৩০টি কুলোর উপর কাগজ দিয়ে তৈরি মুখোশের সজ্জা। আলোকসজ্জায় থাকছে বাঁশ দিয়ে তৈরি পুরোনো আমালের আলো।' বললেন পুজো কমিটির অন্যতম কর্তা মৃণাল বিশ্বাস। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিতেই এই থিম বলে জানিয়েছেন মৃণাল।

মিলনি থেকে কিছুটা দূরে ময়ূর বিহার ফেজ থ্রিতেও এ বার থিমের পুজো, নজর কাড়বে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। এখানকার বঙ্গীয় ঐক্য সম্মিলনীর পুজো এ বার পা রাখল ২৫ বছরে। অসমের একটি উপজাতি মণ্ডপের আদলে কাঁচা বাঁশের মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। উচ্চতা ৪৫ ফুট। প্রতিমা টেরাকোটার আদলে। মণ্ডপ জুড়ে থাকছে পরিবেশ সচেতনতার ভাবনা। এমনটাই জানিয়েছেন পুজো কমিটির সম্পাদক পীযুষ চট্টোপাধ্যায়।

—সৌজন্যে এই সময় (২৫/৯/১৭)

শিকড়ের সন্ধানে অসুর পুজো

সুমনা চক্রবর্তী ও সঞ্জিত গোস্বামী

মুখে মুখে ফেরে গল্প। আনন্দস্রোতের বিপরীতে এক শোকগাথা। আকাশে-বাতাসে যখনশারদীয়ার আনন্দ, তক্ষুন পালিত হয় দাসাই যা আসলে শোক-উৎসব। মহিষাসুরকে অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছিল বিশ্বাস করে অসুর উপজাতি। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে অসুরদের ঘরে আলো জ্বলে না। অসুরদের মতোই পুরুলিয়ার খেলোয়ালরা ব্যস্ত থাকেন 'হুদুড় দুর্গা' নিয়ে। এই দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী নন। নারীও নন। খেরোয়ালদের ভাষায় হুদুর নামের অর্থ 'অমিত বীর'। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, 'হুদুড় দুর্গা'কে ছল করে তাকে হত্যা করা হয়। পুরুলিয়ার ভালাগোড়া গ্রামে ২০১১ থেকে হুদুড় দুর্গার পুজো চলছে।

হুদুড় দুর্গা বা মহিষাসুরের মূর্তি গড়ে পুজো করা হয়। পুরুলিয়ার অন্যতম লোকসংস্কৃতি গবেষক চারিয়ান মাহাতো হলেন, 'হুদুড় দুর্গার পুজো শুরু হওয়ার পর ২০১১ সালের ২০ অক্টোবর দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সম্পাদক তৎকালীন জিতেন্দ্র যাদব ছবি এঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।' মুখে মুখে প্রচলিত খেরোয়ালদের গানে বারবার ফিরে আসে জনগোষ্ঠীর পুরনো ইতিহাস। চাঁইচম্পা বা চম্পা ছিল তাদের বাসভূমি। সেই আদিম জীবনে মেঘ ঘনায় আর্যদের দখলদারি শুরু হলে। প্রচলিত বিশ্বাস, হুদুর দুর্গার সঙ্গে বলে এঁটে উঠতে না পেরে কৌশল নেয় দখলদাররা। মহিলার সঙ্গে লড়াইয়ে নীতিগত আপত্তি ছিল হুদুড় দুর্গার।

তাই ছলনা করে এক আর্য নারীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় তার। সেই নারীর হাতেই মৃত্যু হয় উপজাতি নেতার। ভালাগোড়া গ্রামে হুদুর দুর্গা পুজার মূল আয়োজক অজিত হেমব্রম বলেন, 'হুদুর দুর্গা বধ হওয়ার পর খেরোয়ালদের নেতৃত্ব দেওয়ার আর কেউ ছিল না। ধর্মগুরুদের পরামর্শে তারা সরস্বতী নদীতে স্নান করে মহিলাদের পোশাক পরে নাচতে নাচতে পূর্ব দিকে পালাতে থাকে। এই নাচই দাসাই নামে প্রচলিত। আশ্বিন মাসকেও খেরোয়ালরা দাসাই বলে। দাসাইয়ের অর্থ অসহায়। নেতাহীন খেরোয়ালরা সেই সময় যথার্থ অর্থে অসহায় হয়েছিল।' দাসাই নাচের গানেও সেই হা-হুতাশ আছে। তাতে বলা হয়, 'দুর্গা অন্যায় সমরে মহিষাসুরকে বধ করেছেন। হে বীর, তোমার পরিণামে আমরা দুঃখিত। তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ। প্রণাম নাও ...।'

নবমীর দিন রঙিন পোশাক পরে মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে বাজনার তালে তালে নাচ-গান করে সাঁওতালদের একাংশ। সেদিন স্মৃতিতর্পণে পর হুদুড় দুর্গা তথা মহিষাসুরের উদ্দেশ্যে ছাতা উত্তোলনের অনুষ্ঠান চলে। যা পরিচিত 'ছাতা ধরা' উৎসব নামে। বীর বন্দনার এই পালা ক্রমে জনপ্রিয় হচ্ছে আদিবাসী সমাজে। অজিত হেমব্রম বলেন, '২০১১ সালে আমরা এই পুজো শুরু করার পর ক্রমশ তার প্রসার ঘটছে। দেশে এখন প্রায় ১৫০ এলাকায় হুদুর দুর্গার পুজো হয়। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপকুমার গোস্বামী বলেন, 'পুরাণের কোন কোন কাহিনিতে মহিষাসুর যুদ্ধের আগে দুর্গাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আবার এটাও ঠিক যে অসুর নামে একটি উপজাতি গোষ্ঠী ছিল। অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের কাহিনিও পুরাণে আছে। হুদুর দুর্গার মিথ এর সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। কিন্তু এর প্রমাণ নেই।'

অজিতের বক্তব্য, পরবর্তী কালে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রেই। সেটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু হুদুর দুর্গার পূজা আসলে খেরোয়ালদের শিকড়ে সন্ধান।

—*সৌজন্যে এই সময় (২৫/৯/১৭)*

একাধিক বিষয়ে গবেষণা নিয়ে উঠছে বড়সড় প্রশ্ন

স্নেহাশিস নিয়োগী

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিয়মের জাঁতাকল তো আছেই। তার চেয়েও বেশি করে আছে অধ্যাপকদের নিজস্ব সমীকরণ ও উচ্চকাঙ্ক্ষা। এই দুইয়ের জেরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিষয়ে গবেষণা বন্ধ হওয়ার জোগাড়। কয়েক মাস আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মান ও পরিকাঠামো নিয়ে ন্যাকের প্রশ্নে জর্জরিত হতে হয়েছিল। উপাচার্যরা ফলাও করে দাবি করেন, গবেষণাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি। কিন্তু অধ্যাপকদের নিজস্ব কাজিয়ায় সেই প্রাণই ওষ্ঠাগত। গবেষণায় অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে মৌরসিপাট্টা কায়েম এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ বহু দিনের। সে কারণেই বার বার নিয়ম বদল করে তাতে রাশ টানার চেষ্টা করছে ইউজিসি। কিন্তু কাগুজে নিয়মের তেকে বাস্তব যে এখনও কয়েক যোজন দূরে, তা বোঝা যাচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাতেই।

বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন ধরেই কাজিয়া চলছে। বিভাগীয় পিএইচডি আহ্বায়ক অরূপকুমার দাসের পদত্যাগে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। ফুড এবং নিউট্রিশনেও অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বেশ কিছু দিন ধরে। জুনিয়র রিসার্চ ফেলোরা রেজিস্ট্রেশনই করতে পারছেন না। নয়া সমস্যা কলেজ অধ্যক্ষদের ঘিরে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নয়া নির্দেশিকায় তাঁরা এখন পদমর্যাদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমতুল। ফলে তাঁরাও এখন থেকেই ছ'জনের পরিবর্তে আট জন গবেষক নিয়োগের দাবিতে দরবার করছেন। এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। আজ, সোমবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বাধ্য হয়েই গবেষণার জট কাটাতে বিষয়টি 'আইটেম' করেছে। রেজিস্ট্রার রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী নানা জটিলতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'উচ্চশিক্ষার প্রসার হচ্ছে। ইউজিসি-ও কঠোর হচ্ছে। তবে বাংলার সমস্যাটা বেশ পুরোনো।'

বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে

গবেষণা সংক্রান্ত কী কী সমস্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জেরবার?

দীর্ঘ টালবাহানা সেষে উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে সম্প্রতি বাংলা বিভাগে গবেষণায় 'স্বচ্ছতা' আনতে তিন ঘণ্টার বৈঠক হয়। কলা বিভাগের ডিন নির্বাণ বসুকে জট কাটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাতে দু'টি প্রস্তাব উঠে আসে। প্রথমত, অতিথি অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং স্নাতক কলেজের শিক্ষকদের অধীন গবেষকরা তাঁদের নেতৃত্বেই থিসিস পেপার জমা দিন। যদিও এই প্রস্তাব ইউজিসির ২০১৫ সালের ৬ জুলাইয়ের বিধিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবে। দ্বিতীয়ত, গবেষকরা ইউজিসির নিয়ম মেনে স্বতন্ত্র ভাবে এমফিল / পিএইচডি জমা দিন। গাইড ছাড়াই। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলায় গবেষণায় গাইড ঘিরে নৈরাজ্য চরমে উঠেছিল। ১৫-১৬ বছর আগে অবসর নেওয়া অতিথি শিক্ষকদের ডেকে এনে গাইড করে দেওয়া হয়। এমনকী পূর্ণসময়ের শিক্ষককে সহকারী সুপারভাইজার করে অতিথি শিক্ষককে প্রধান সুপারভাইজার করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে একজন অতিথি শিক্ষককে গাইড করে অন্যজনকে কো-গাইড করাও হয়েছিল। যার ফল ভুগতে হচ্ছে বর্তমান প্রশাসকদের।

হোম সায়েন্সের অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বেশ কয়েক দিন। বিভাগীয় গবেষণা কমিটিতে দু'জন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপককে বাদ দিয়ে পূর্ণসময়ের দুই শিক্ষিকাকে নিয়োগ করতেই গোলমালের সূত্রপাত। একাংশের দাবি, অন্য বিষয়ের এক শিক্ষিকার বক্তব্য, ''আমাকে কেন কমিটিতে রাখা হবে না?''

তা নিয়ে ওই শিক্ষিকা চিঠি দিলেও, বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে একাধিক বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা আপত্তি জানান। যদিও তাঁদের আপত্তি খারিজ করে দিয়ে অপর অংশের দাবি, হোম সায়েন্স একটি ইন্টার ডিসিপ্লিনারি বিষয়। যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকরা নিযুক্ত রয়েছে। হোম সায়েন্সে একই সঙ্গে ফুড নিউট্রিশন এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, দু'টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়। ডিন ও বিভাগীয় প্রধান একজন করে। এখন দু'জনেই মনস্তত্ত্ব বিষয়ে। হোম সায়েন্সের বাকি শিক্ষিকারা হলেন কেমিস্ট্রি, সাইকোলজি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান, ফুড নিউট্রিশন, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, বায়ো কেমিস্ট্রির। তা হলে প্রশ্ন উঠছে, একজন শিক্ষক স্নাতকোত্তরও পড়াবেন, পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করবেন, খাতাও দেখবেন। ইউজিসির নিয়ম মোতাবেক তিনি যোগ্য, অথচ তাঁকে কমিটিতে নিয়োগ করা হবে না কেন? এই প্রশ্নে শিক্ষিকা বিভাগীয় কমিটির কাছে চিঠি লিখে ন্যায়বিচার চেয়েছেন। তাঁকে পিএইচডি বোর্ড থেকে গবেষণা করতে দেওয়া হবে না? তাঁরসমর্থন করছে অধিকাংশ শিক্ষক। বিষয়টি এখন উপাচার্যের বিবেচনাধীন। এই কাজিয়ার জেরেই অচলাবস্থার শুরু। চরম সঙ্কটে পড়ে গিয়েছেন গবেষকরা। বিভাগের তরফে আশু সুরাহা চেয়ে খোদ উপাচার্ডর দ্বারস্থ হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। কিন্তু কেউই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নয়া বিজ্ঞপ্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কট আরও গভীর করে দিয়েছে। চলতি সপ্তাহেই এক নির্দেশিকায় বিকাশ ভবন জানিয়েছে, কলেজ অধ্যক্ষরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সমতুল। তারই প্রেক্ষিতে একাধিক অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছেন যে, এ বার তাঁদেরও ছ'জনের পরিবর্তে আট জন গবেষক নিয়োগ করতে দেওয়া হোক। এমনকি জেআরএফ পাওয়া পড়ুয়ারা ইন্টারভিউ পর্বে উত্তীর্ণ না হলেও, তাঁদের গবেষণার প্যানেলভুক্ত করতে হবে।

সব দেখেশুনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হতভম্ব। এমন দেখার, আজকের সিন্ডিকেটে কী হয়।

—*সৌজন্যে এই সময় (২৫/৯/১৭)*

কুণালের মঞ্চে মুকুল, সম্প্রীতি নিয়ে খোঁচা

সাসপেন্ডেড তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষের পুজো উদ্বোধন করলেন দলের মধ্যেই 'নজরবন্দি' থাকা সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায়। রবিবার রাতে উত্তর কলকাতার রামমোহন রায় রোডে কুণালের 'রামমোহন সম্মিলনী'র পুজোর উদ্বোধনী মঞ্চেই তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষার প্রশ্নে দলের নেত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে বিঁধলেন। 'বাচ্চা' ছেলে বলে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও। তাঁর এই আচরণ তৃণমূলও যে ভালো চোখে দেখছে না, পার্থ এ দিন রাতেই তা পরিষ্কার জানিয়ে দেন।

কুণালের মঞ্চে মুকুল বলেন, 'বাংলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষার অবদান কারও একার নয়, এই কৃতিত্ব বাংলার মানুষের।' তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রসঙ্গে রানি রাসমণি ও নজরুল ইসলামের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর কথায়, 'দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজও পির বাবার মাজার রয়েছে। এই মন্দির তৈরির সময় ওই মাজার সরিয়ে দেওয়ার কথা উঠেছিল। রাসমণি তা করতে দেননি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার বহু শ্যামা সঙ্গীতের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম. তাই বল, কেউ আলাদা করে দাবি করতে পারে না আমি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করছি। এই কৃতিত্ব বাংলার মানুষের।'

অনুষ্ঠান শেষে ফেরার সময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, দলের মহাসচিব আগেই বলেছেন তাঁর উপর দল নজর রাখছে। সীমা ছাড়ালে দল কথা বলবে, এ দিন কি তিনি সীমা ছাড়ালেন? মুকুলের স্বলিত জবাব, 'এ নিয়ে কিছু বলছি না। বাচ্চা ছেলে কী বলছে বলুক না।' আপনি একজন সাসপেন্ডেড দলীয় সাংসদের পুজো উদ্বোধনে এসেছেন? এতে দলের

শৃঙ্খলা ভঙ্গ হল না? মুকুলে স্পষ্ট উত্তর, 'এটা রাজনীতির অনুষ্ঠান নয়, একটা ক্লাবের অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে দলকে জড়াবেন না। তাঁর সাসপেনশনটা রাজনীতির বিষয়।'

দলের সাংসদের এই বক্তব্য শুনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বিরক্তির সঙ্গে তিনি বলেন, 'যাঁদের উনি শিশু বলছেন, তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও ওঁর তা নেই।'

মুকুল এ দিন বারবার বলেন, 'সকাল থেকে অনেক ফোন পেয়েছি, সকলেরই এক প্রশ্ন কুণালের পুজোতে যাচ্ছি কি না? চার বছর তো ও ছিল না। তখন তো পুজো হয়েছে। এখন ও আছে, পুজো হচ্ছে। পুজোর একজন উপদেষ্টা হিসেবে কুণালের তরফ থেকে আমাকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। পরে পুজোর কর্মকর্তারাও আমন্ত্রণ জানায়। আনন্দ সবাই ভাগ করে উপভোগ করুন। এতে রাজনীতির কী রয়েছে?' পাশে ক্লাব সভাপতি শঙ্কর দত্তকে দেখিয়ে তিনি বলেন, 'কেউ তো বলছেন না ওঁর পুজো? রাজনীতির জন্য অনেক সময় রয়েছে। আগামী দিনে বাংলায় বা ভারতে রাজনীতি করার অনেক সময় পড়ে রয়েছে। আগে পুজো চারদিন হতো। একন চতুর্থী, তৃতীয়া থেকে পুজোর উদ্বোধন শুরু হয়ে গিয়েছে।' অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে কুণাল বলেন, 'আমাদের কাছে মুকুলদার পরিচয় মুকুলদাই। তিনি মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক থাকলেন কি না বড় কথা নয়। চার বছর পর তাঁর সঙ্গে এক মঞ্চে থাকতে পেরে আমরা খুশি।'

—*সৌজন্যে এই সময় (২৫/৯/১৭)*

জঙ্গি তৈরি করছে পাকিস্তান, রাষ্ট্রপুঞ্জে বেনজির আক্রমণ সুষমার

দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদের জন্মদাত্রী ভারত, পালটা তোপ পাকিস্তানের

রক্তিম দাশ, নিউ ইয়র্ক

'ভারত ও পাকিস্তান একইসঙ্গে স্বাধীনতা পেয়েছে। কিন্তু আজ ভারত বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য প্রথম সারির দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি স্রেফ সন্ত্রাস উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে।' শনিবার রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনের মঞ্চে বিশ্ব নেতাদের সামনে এভাবেই পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ।

রাষ্ট্রপুঞ্জ মঞ্চে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ও পাকিস্তানের মালিহা লোধি

এদিনের বক্তব্যের শুরু থেকেই পাকিস্তানকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন বিদেশমন্ত্রী। তাঁর ২২ মিনিটের এই ভাষণের প্রায় পুরোটাই ছিল সন্ত্রাসবাদ আর পাকিস্তানের প্রতি কড়া বিষোদগার। সুষমার অভিযোগ, 'পাকিস্তন সন্ত্রাসবাদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, তা যদি উন্নয়নের জন্য খরচ করত, তাহলে বিশ্ব নিরাপদে থাকত। ওই সব জঙ্গি সংগঠন শুধু ভারতে নয়, আফগানিস্তান, বাংলাদেশও সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে।' সুষমা এদিন উপনিষদের শ্লোক উচ্চারণ করে (সর্বে ভবন্তু সুখিন, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু) শান্তি বার্তা দিয়ে তাঁর ভাষণ শুরু করেন।

বিদেশমন্ত্রী তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন, 'আমাদের বর্তমান নরেন্দ্র মোদি সরকারের মূল লক্ষ্যই হল দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। উন্নয়নের দিকে এখন নজর দিচ্ছে ভারত। জোর দিচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকে। কালো টাকার দুর্নীতি দূর করতে নোট বাতিলের মতো একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ভারত থেকে কালো টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে।' এরপরই তিনি সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সরাসরি পাকিস্তানের দিকে আঙুল তোলেন। তিনি বলেন, 'ভারত যেখানে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করছে, সেখানে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদী তৈরি করছে। ভারতের আইআইটি, আইআইএম, এইমসের পরিবর্তে পাকিস্তান তৈরি করছে লস্কর-ই-তইবা, জইস-ই-মহম্মদের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। স্বাধীনতার ৭০ বছর পর, বর্তমানে ভারত তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র, অন্যদিকে একই সময়ে পাকিস্তান পরিণত হয়েছে সন্ত্রাস রফতানির কারখানায়। পাক রাজনীতিকদের ভাবা উচিত তাঁদের দেশ কেন সন্ত্রাস ছড়ানোর কারখানা হিসেবে পরিচিত। এই সন্ত্রাসবাদের জন্য কে লাভবান হচ্ছে? সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরা অস্ত্র তৈরি করে না। তবে কে তাদের অস্ত্র জোগান দিচ্ছে?'

ভারত সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা করছে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আব্বাসির অভিযোগের জবাবে এদিন বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমরা দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। কিন্তু, আমাদের প্রতিবেশী কেবল আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই ব্যস্ত।'

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কড়া সমালোচনা করে সুষমা বলেন, 'যারাই তাঁর (আব্বাসির) কথা শুনেছেন, তাদের মন্তব্য এখন 'দেখো, কে কথা বলছে। যে দেশটি এত দিন ধরে পৃথিবীতে ধ্বংস, মৃত্যু ও নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে বড় ফেরিওয়ালা, এই মঞ্চ থেকে মানবতার বাণী আওড়ে তারা আজ ভণ্ডামিতে চ্যাম্পিয়ান।'

এদিন তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতাদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের রাজনীতিকদের বলতে চাই যে, সবচেয়ে ভালো হয় যদি এবার তাঁরা নিজেদের দিকে একটু তাকান। ৭০ বছর আগে ভারত ও পাকিস্তান কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে স্বাধীন হয়েছিল। তাহলে আজ কেন ভারত তথ্যপ্রযুক্তিতে স্বীকৃত এক পরাশক্তি এবং পাকিস্তানের পরিচয় কেবল সন্ত্রাস রফতানিকারক একটি দেশ?

কাশ্মীর প্রশ্নেও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না ভারত, এদিন সেকথাও স্পষ্ট করে দেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা সমগ্র বিষয়টি নিয়েই ফের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করেছি। আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও তৃতীয় পক্ষকে দরকার নেই।'

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমগ্র বিশ্বকে একজোট হওয়ার আবেদন জানিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'যদি আমরা আমাদের শত্রু নির্দিষ্ট করতে না পারি, তাহলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করব? এ প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হলে কখনওই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়। সন্ত্রাসবাদ এখন বিশ্বের কাছে বড় সমস্যা। আসুন আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

এদিকে বিদেশমন্ত্রীর এদিনের ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। মোদি বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন সুষমা।' রাজনাথ সুষমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ দমন নিয়ে পাকিস্তান যে দ্বিচারিতা করছে তা যথাযথই তুলে ধরেছেন সুষমা।'

রাষ্ট্রপুঞ্জে সুষমার এই অবস্থানের প্রসংসা শোনা গেল বিরোধী দল কংগ্রেসের মুখেও। বিদেশ মন্ত্রীর ভাষণের জন্য 'ধন্যবাদ' জানালেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীও। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ভারত যতটা উন্নতি করেছে, তার পেছনে কংগ্রেস সরকারের অবদানকে সুষমা স্বরাজ অবশেষে স্বীকৃতি দিয়েছেন বলে টুইটারে উল্লেখ করেন রাহুল। রাহুল মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, জওহরলাল নেহরুর সরকারই আইআইটি এবং আইআইএম গড়ার পরিকল্পনা করেছিল। রাহুল গান্ধী টুইটারে লিখেছেন, 'সুষমাজি আইআইটি এবং আইআইএম বানানোর যে মহান লক্ষ্য কংগ্রেস সরকার নিয়েছিল, তাকে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিলেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ।' কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা বিদেশমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কে বাস্তব কথা বলেছেন বিদেসমন্ত্রী। টুইট করে কংগ্রেস মুখপাত্র বলেন, এবার কথা নয়, কাজের মাধ্যমে পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দিতে হবে। অন্যদিকে, সুষমার কড়া সমালোচনার পর পাকিস্তান এতটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে যে জবার দেওয়ার সঠিক ভাষাই যেন হারিয়ে ফেলে। অথচ আন্তর্জাতিক মঞ্চে আত্মসম্মান রক্ষা করতেই হবে। এই পরিস্থিতিতে সুষমার কথা ধার নিয়েই ভারতকে পাল্টা দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসের জন্মদাত্রী বলে তোপ দেগেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি মলিহা লোধি। কিন্তু আক্রমণ করতে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না। রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীরের পরিস্থিতি বর্ণনা করার প্রসঙ্গে মিথ্যার আশ্রয় নিলেন তিনি। সন্ত্রাস দীর্ণ প্যালেস্তাইনের এক অত্যাচারিত মহিলার ছবি দেখিয়ে তিনি তা পেলেট গানে আক্রান্ত কাশ্মীরি মহিলা বলে দাবি করেন। তবে তাঁর এই মিথ্যে চাপা থাকেনি। গাজা সিটির ওই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই সরগরম হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মহল। নিন্দার ঝড় ওঠে সব মহল থেকে। তিনি বালেন সুষমা স্বরাজ তাঁর নিজর দেশের কাশ্মীর সমস্যাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছেন। এমনকী পাকিস্তানের সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে ভারত, এমনও অভিযোগ করেন মালিহা। এ ধরনের প্ররোচনামূলক কাজ বন্ধ করার জন্য ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা জরুরি বলেও মন্তব্য করেন মালিহা লোধি।

এতদিন কূটনৈতিক পর্যায়ে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও এই প্রথম আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বিরুদ্ধে মুখ খুলল পাকিস্তান।

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (২৫/৯/১৭)

এক নজরে

রাবড়ীকে তলব ইডি-র

দুর্নীতি মামলায় লালু-পত্নী রাবড়ী দেবীকে তলব করল ইডি। আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে তাঁকে। জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে লালুর পরিবারের বিরুদ্ধে এই মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই-ও। মানহানির অন্য একটি মামলা নিয়েও আজ চাপ বেড়েছে লালুর উপর। ভাগলপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সরকারি টাকা নয়ছয় করেছে বলে অইভযোগ উঠেছিল। রবি জালান নামে এক ব্যবসায়ী অভিযোগ করেছেন, লালু ও তেজস্বী সেই কেলেঙ্কারিতে তাঁর নাম জড়িয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এতে তাঁর সম্মানহানি হয়েছে। ৭ অক্টোবর মামলাটি শুনবে পটনার নিম্ন আদালত।

লক্ষ্য বেসরকারি লগ্নি ও কর্মসংস্থান

শুরু ত্রাণ প্রকল্প ঘোষণা প্রস্তুতি

ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার দাওয়াই হিসেবে ত্রাণ প্রকল্পের (স্টিমুলাস প্যাকেজ) নীল নক্শা তৈরির কাজ শুরু করে দিল মোদী সরকার। অর্থ মন্ত্রক সূত্রে খবর, প্রাথমিক হিসেবে এই প্যাকেজের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০-৬০ হাজার কোটি টাকা।

খুব শীঘ্রই এই ত্রাণ প্রকল্প ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়ে বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি লগ্নিকারীদের এক সম্মেলনে বলেন, "বেসরকারি বিনিয়োগের খক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। সরকার তা জানে। খুব শীঘ্রই আমাদের থেকে কিছু শুনবেন।"

অর্থ মন্ত্রক সূত্রের ইঙ্গিত, অর্থনীতি চাকায় গতি ফেরাতে দাওয়াই প্রয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে মূলত চারটি ক্ষেত্রে। ব্যাঙ্কিং, রফতানি, পরিকাঠামো এবং ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প। কেন্দ্র চাইছে নীল নক্শা এমন ভাবে তৈরি করতে, যতে তার দৌলতে বেসরকারি বিনিয়োগের পালে হাওয়া লাগে। তার হাত ধরে তৈরি হয় কাজের সুযোগ। কিন্তু তেমনিই দাওয়াই হিসেবে পরিকাঠামোয় বাড়তি খরচ, কর ছাড় বা সুদে ভর্তুকির মতো সুবিধা দিতে গিয়ে রাজকোষ ঘাটতির রাশ যাতে আলগা না-হয়, সেই বিষয়টিও মাথায় রাখছে কেন্দ্র।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোট আর মাত্র দু'বছর বাকি। তার আগে ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি আর কাজের সুযোগ তৈরি না হওয়া চিন্তায় ফেলেছে নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকারকে। কারণ, মূলত অর্থনীতির হাল ফেরানো আর কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিতে সওয়ার হয়েই 'দিল্লি দখল' করেছিলেন তিনি। ঢেলে ভোট দিয়েছিল তরুণ প্রজন্ম। তাই পরের ভোটের সময়ে ওই দুই ছবি মলিন হলে বিরোধীরা যে তাঁকে বিঁধবেন তা বিলক্ষণ জানেন তিনি।

সরকারেরই একাংশের আশঙ্কা, তখন অর্থনীতির চাকা বসে যাওয়ার জন্য আঙুল উঠবে নোটবন্দি আর তড়িঘড়ি জিএসটি চালুর দিকে। অনেকে বলছেন, সেই কারণেই ত্রাণ প্রকল্প ঘোষণায় আর দেরি করতে চায় না কেন্দ্র।

আসলে লগ্নি যে আসছে না, তা মূলধনী পণ্য ও ব্যাঙ্ক-ঋণের করুণ ছবি থেকেই স্পষ্ট। চাহিদায় ভাটার কারণে লগ্নি কম হওয়ায়, শিল্প ঋণের চাহিদা কম। যে সমস্ত সংস্থা আগে ধার নিয়েছে, তা শোধ করতে কাবি খাচ্ছে তাদের অনেকেও। যে কারণে বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মাথাব্যাথার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে পাহাড়প্রমাণ অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা। এই অবস্থায় তাই ত্রাণ প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-কে আরও বেশি শেয়ার মূলধন জোগাতে পরারে কেন্দ্র। জেটলি বলেন, "ব্যাঙ্কের জন্য নতুন পুঁজি জোগানোর প্রস্তাব টেবিলে রয়েছে।"

মোদী বরাবরই বলেন যে, বড় শিল্পের থেকে ছোট-মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান অনেক বেশি। কিন্তু নোট বাতিল এবং জিএসটি চালুর পরে সেই শিল্পই ধাক্কা খেয়েছে সবচেয়ে বেশি। এদের সুরাহা করতে করছাড়, সুদে ভর্তুকি কিংবা অতিরিক্ত পুঁজি জোগানোর পরিকল্পনা হচ্ছে।

রফতানিকারীদের অভিযোগ, জিএসটি-র জেরে কর জমা বাবদ তাদের নগদ আটকে থাকছে। টান পড়ছে পুঁজিতে। রফতানিকারীদের জন্য তাই জিএসটি-তে কিছু নিয়ম শিথিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে উল্টো আশঙ্কাও রয়েছে। তা হল, ত্রাণ প্রকল্পের কড়ি গুনতে গিয়ে ঘাটতি লাগামছাড়া হবে কি না। ২০০৮ সালের মন্দা সামাল দিতে গিয়ে যা হয়েছিল। পরে তার জেরে মাথাচাড়া দিয়েছিল মূল্যবৃদ্ধি, বিদেশি মুদ্রা আয়-ব্যয়ের চড়া ঘাটতি, টাকার দামে লাগাতার পতনের মতো সমস্যা। এ বার তাই জেটলিরও সেই পথে হাঁটা উচিত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

এখন ঘাটতির কথা ভাবার দরকার নেই বলে যেমন যুক্তি রয়েছে, তেমনই আগাম সাবধানতার কথাও বলছেন অনেকে। যেমন, ডিবিএস ব্যাঙ্কের অর্থনীতিবিদ রাধিকা রাওয়ের যুক্তি, "চটজলদি সমাধান করতে গিয়ে অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। আমাদের মতে, বৃদ্ধিকে চাঙ্গা করতে বাড়তি অর্থ ঢালা, সুদ কমানোর সুযোগ তেমন নেই।"

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৯/১৭)

ক'টা জীবন আমাদের

ডঃ অজিত ঘোষ

আমার এক এক সময় মনে হয়—আমাদের ক'টা (Howmany) জীবন? আমি এ-পর্যন্ত কাউকে দেখিনি,—'এই মরে গেল, আবার কিছু পরেই

বেঁচে উঠলো।' বেড়ালের শুনেছি,—নটা জীবন নাকি, 'Cat has Nine Lives' শোনা কথা, কিন্তু কখনো একটা বেড়ালকে মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠতে দেখিনি। বেড়ালের মরে গিয়ে আবার বেঁচে ওটার একটা সন্দেহজনক episode আমি জানি। সেটা বলি।

কলকাতায় আমাদের বাড়িতে,—গ্রামের চাষের নৈনিতাল আলু এনে ঠান্ডা মেঝেতে একটা layer এ ঢেলে তার ওপর বালি চাপা দিয়ে রাখা হোতো। সে আলু শীতের শেষে এনে পরের বছর বর্ষার শেষ—শরতের গোড়া পর্যন্ত চলে যেতো।

আমাদের পাশের বাড়ির 'বেড়াল-দিদিমার' যে গোটা আষ্টেক বেড়াল ছিল তাদের একটা প্রায়ই নিঝুম রাতে এসে মেঝের আলুর ওপর toilet করে যেত। তার ফলে ১-২ সের আলু ফেলে দিতে হতো। বেড়ালটা একটা menace ওকে ধরে বেদম পিটুনি দেওয়া ছাড়া আর কোনো ওষুধ মনে পড়লো না। একদিন সেই বেড়ালটাকে ঘরে আটক করে কৌশলে বস্তা-বন্দী করে আমাদের রাধুনী কালিপদ একটি ডান্ডা দিয়ে রাম-পিটুনি দিয়ে গলিতে নিয়ে গিয়ে থলের মুখ খুলে গলির মেঝেতে ফেললো। বেড়ালটা থ্যাপাস্ করে একতাল কাদার মতো মেঝেতে পড়েই রইলো। বেড়াল,—'নট নড়ন-চরন, নট কিচ্ছু।' বেড়ালটা গলির নালার ঝাঝরির পাশে, একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে, চোখ বোজা। চোখেও পাতা, কান, এমনকি ল্যাজের একটি লোম পর্যন্ত কাঁপছে না। তার বুক, পেট কিছুই নড়ছে না। নিশ্বের পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

আমরা সবাই ভাবলাম,—বেড়ালটা হয়তো মরেই গেল। বাড়ির কর্তারা রায় দিলেন, কালীপদকে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। বেড়াল হল—'মা ষষ্ঠির জীব'! গিন্নিরা ষোল আনা মানসিক করে ফেলেছেন মা-ষষ্ঠির দুয়ারে,—বেড়ালটা যেন প্রাণে বেঁচে যায়।

চার-পাঁচ মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ মনে হলো বেড়ালটার একটা কান একটু নড়লো, কাঁপলো যেন। গলির নালার মশায় কামড়ে থাকবে হয়তো। কী করে কী হলো আমরা তা ভালো করে বোঝবার আগেই—স্যাঁৎ!

মুহূর্তের মধ্যে বেড়াল উধাও! আমাদের এই তস্য-তস্য গলির বেড়াজালের কোন ফাঁক দিয়ে কোথায় সেঁধিয়ে গেল কিছুই মালুম হলো না। প্রথম আমরা অবাক! সেই সঙ্গে relieved যে 'মা-ষষ্ঠীর বাহন-জীবকে মারার পাপের বোঝা সারাজীবন বইতে হবে না। শুধু ষোল-আনা মা-ষষ্ঠীর পুজো আর চার আনা দক্ষিণের পয়সাটা গচ্চা গেলো! পয়সাটা অবশ্য মায়েরই দিয়েছিলেন।

বেড়ালটা সত্যি করে মরেছিল কিনা, পরের life 'এ তার নাইন মাইনাস one লাইফে ফিরে এসেছিলো কিনা হলফ করে বলতে পারবো না। তবে আমার জীবনে যে কয়েকটি life-sparing experiences হয়েছিল তার কিছু বলি।

বিদ্যাসাগরে বজ্রপাত

"কী হলো? কোথায় পড়লো?" কোথায় কী পড়লো? আমি হতভম্ব, confused এক গাদা লোক উঠে এসেছে দোতলার অফিস থেকে।

ঘোরটা কাটলে, মনে পড়লো আমি বিদ্যাসাগর কলেজে চার তলার বোটানি-ল্যাবে B.Sc. 'র ছেলেদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নিচ্ছিলাম। ঘরের শিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি,—পাখার কানেকসানগুলো (ceiling rose গুলো) ঝুলে পড়েছে, সেখানে অল্প, অল্প আগুন জ্বলছে, তারের insulation এর রবার drip, drip করে গলে মেঝেতে পড়ছে।

সম্বিৎ ফিরে পেয়েইল্যাব-রুম থেকে ছুটে বেরিয়েই বাইরে বসে থাকা উপেন বেয়ারাকে দেখে বললাম—"দেওয়ালের ঐ cut-out switch গুলো off করে দাও।" তার মাথার ওপরেই থাকে cut-out curcuit breaker গুলো আর দেওয়ালের গায়ে ঠেসানো থাকে একটা লম্বা লাঠি। উপেন সেগুলো off করে দিলো। সে প্রায় অন্ধ-মানুষ। ঘরে ঢুকে দেখি সেখানে রবার পোড়ার strong গন্ধ ছাড়ছে। তবে আগুন নিভে গিয়েছে। ছেলেদের মধ্যে একটা হৈচৈ পড়ে গ্যাছে—তাদের মতে আমি নাকি সাদা অলোয় ভরে গিয়েছিলাম। বুঝলাম, জিনিষটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছে, তা না'হলে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না।

নিচে থেকে উঠে আসা লোকগুলো সবাই একসঙ্গে কথা বলতে চায়। তাদের থামানোর পর, বোধহয় বিরিঞ্চিই বললে,—'স্যার, আপনারা বাজের আওয়াজটা শুনতে পাননি? কী জোর আওয়াজ! আর আপনার দুটো জানালার মাঝখানের দেওয়ালটা কী জোর সাদা আলোয় আলো! আর কী—আওয়াজ!"

'কোথায় আওয়াজ? আমাদের ল্যাবের কেও কোনো আওয়াজ শোনেনি।'

চিন্তার ধোঁয়া কাটলে, যে ছবিটা মনে পড়লো, সেটি হলো,—আমি ঘরের ভেতরে ঐ দু'জানালার মাঝে দেওয়ালের black-board এ কোনো গাছের কাণ্ডের (stem 'এর) sectional microscopic ছবি এঁকে ছেলেদের বোঝাচ্ছিলাম। আর মনে পড়ছে হঠাৎ যেন সারা ঘরটা অত্যন্ত bright সাদা আলোয় আলো হয়ে গিয়েছিল। শুধু আলো। ঘরের ছেলেরা, ফারনিচার, সবই যেন সেই আলোয় ডুবে গিয়েছিলো। অন্যদেরো ঐ একই অবস্থা। ঘরের আমরা কোনো আওয়াজ শুনিনি।

আমরা ঘরের সকলেই momentarily sense হারিয়েছিলাম! 'We were hit by lightning! কিন্তু বাজটা কোথায় পড়েছিলো?'

ঘরের বাইরে আবার বেরিয়ে এসে ঘরের বাইরের দিকটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। কোনো আগুনের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। দেওয়ালের ঐ জায়গাটি দিয়ে rain-pipe নেমেছে। তার ওপরের দিকটা funnel 'এর মতো চওড়া, rain-collector, আর তারপাশ দিয়ে গিয়েছে প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া আর সিকি ইঞ্চি পুরু তামার পাত (plate)। সেটা ছাদ থেকে সোজা নিচে নেমে মাটির তলায় ঢুকে গিয়েছে, lightning arester বাজটা পড়েছিল তারই ওপর, rain-collecter এর পাশেই।

ভালো করে ফানেলের জায়গাটা দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, একজোড়া গোলা পায়রা; তাদের ছোট্ট মাথা দুটি লুটিয়ে, ফানেলের কিনারায় (rim' এ)। ওদের চির-নিদ্রা ভাঙবে না। আমরা সব ঘরের ভেতরের লোক বেঁচে গিয়েছি, বিশেষ আমি। ছেলেরা বলেছিল আমি নাকি আলোয়-আলো হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কিন্তু ছেলেদের, ঘরের furniture এসব কিছুই দেখিনি। শুধু আলো, সাদা, অত্যন্ত উজ্জ্বল সাদা আলো। আমি ছিলাম দেওয়ালের গায়ের খুব কাছে। আমার পেছনের ব্ল্যাক-বোর্ড আর ফুট-খানেক পুরু দেওয়ালের গায়ের lightning-arrester দিয়ে নেমে গিয়েছে কয়েক হাজার ভোল্টের বিদ্যুত তরঙ্গ, যা আমাদেরকে senseless করে দিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

বাড়ি ফিরে এসে প্রার্থনা করলাম, আন্তরীক কৃতজ্ঞতা জানালাম ভগবানকে, তাঁর অসীম করুণায় আমাদের সকলকে রক্ষা করার জন্যে।

দুঃখ শুধু,—আমাদের জীবনের দাম দিলো দুটি নিরীহ পায়রা!

Electric-shock

আমার, কলেজের সহপাঠী, শান্তি ব্যানার্জীকে আমি আমি তার পড়ায় সাহায্য করতে যাই, তার বাড়িতে। তখন ওরা শোভাবাজারে একটি বাড়ির তে-তলাটি ভাড়া করে থাকে। আমরা study-buddy বলা যায়। শান্তিদের এই পড়ার ঘরটার আলো বড়ো কম। সন্ধ্যে হলে বড়ো অন্ধকার অন্ধকার লাগে।

শান্তি একটা খুব লম্বা তার ওলা টেবিল-ল্যাম্প যোগাড় করেছিলো। কিন্তু সমস্যা হলো আলোটা জ্বলছে না। শান্তি বললে সেটার নাকি প্লাগটি সকেটে কানেক্ট করতে গেলেই বালবের তলাটা থেকে একটা আওয়াজ ছাড়ে, আর একটু ধোঁয়ার মতো বার হয়।

আলোটা unplug করা ছিল। ছাতের দিনের আলোয় নিয়ে গিয়ে সেটার বালব, হোল্ডার, সব খুলে দেখলাম সেটার লাইনের দুটো তারের মধ্যে একটা তারের কানেকশান আলগা, স্ক্রু থেকে; আর সেখানে একটু কালো ভুষোর মত। স্ক্রু-দুটো আলগা করে তারের প্রান্ত দুটোর তার গুলো expose করে ব্লেড দিয়ে চেঁছে shiny করে, বাঁ-হাতের তালুতে একটা তারকে ধরে অন্য তারের প্রান্তের চাঁছা সরু তারগুলো পাকাচ্ছি স্ক্রুর পেছনে পাকিয়ে লাগাবার জন্য; এমন সময়...! প্রচণ্ড শক!!

আমার বাঁহাতের তালু দিয়ে আগুনের ফুলকি ছুটছে! তখনকার সে feelings বর্ণনা করতে পারবো না। 220 A.C-Current এর short-curcuit হয়েছে আমার হাতে!

প্রাণপণে চেষ্টা করে, টেনে তার দুটোকে হাতের তালু থেকে ছাড়িয়ে ফেলে দিলাম। ছাতে পড়ে সিমেন্টের মেঝেতে আর একটা spark করে গোটা বাড়ির মেন সুইচ off হয়ে গেলো। আমার সারা দেহে তখন convulsion হচ্ছে। শান্তি ঘর থেকে ছুটে এসে আমাকে জাপ্টে ধরেছে, আমার confulsion থামাবার জন্যে।

আমার heart-beat চলছে ভীষণ fast-speed 'এ। বাঁহাতটা পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। যে জায়গায় তার দুটো ঠেকেছিল সেখানকার মাংসে ঝলসে cooked হয়ে গেছে। শান্তির বাবা ডাক্তার, তাঁকে ফোন করা হয়েছিল। তিনি এসে ওষুধ-পত্তর দিলেন। Heart-rate কমে এসেছে। শান্তির ছোট বোনেদের কেউ একজন ঘরে সন্ধ্যে দিতে এসে ঘর অন্ধকার দেখে টেবিল-ল্যাম্পটার প্লাগটা প্লাগ-সকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

Whatfeeling! What an experience! জোর প্রাণে বেঁচে গিয়েছি!

CHOKED

স্বপ্ন দেখছিলাম,—কাশছি, ভীষণ কাশছি, কাশি থামাতে পারছি না। নিশ্বাস নিতে পারছি না। ঘুমের ঘোরেও বুঝতে পারলাম,—কাশছি। কাশতে কাশতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় উঠে বসলাম।

প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না, কোথায় আমি আছি। মনে পড়লো,—তিন নম্বর বাড়িতে মামার ঘরে। সারা ঘরটা অন্ধকার, solid-black সেই অবস্থায় ঠিক করতে পারছিনা কোনদিকে দরজা কী জানালা। আমি নিশ্বের নিতে পারছি না।

ঘরের ভেতরটা solid কালো,—অন্ধকার। জানালার খড়-খড়ি (shutter), কাচের সার্শির ফাঁক দিয়ে আমাদের বাড়ির দেওয়ালের গায়ের lamp-post এর আলো সেই অন্ধকার ভেদ করে একটুও আসছি না। মেঝেতে নেমে কোন দিকটা কোন-দিক, কোথায় জানালা, কোথায় দরজা পরিষ্কার ভাবতে পারছি না। একটা ঘোরের মতো অবস্থায় ঘরের একটা কোণে দরজা ভেবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেলাম। দরজা পৌঁছেচি! পৌঁছে দরজার খিল খুলে বাইরের বারান্দায় এসে fresh বাতাসে নিশ্বেস নিলাম বুক ভোরে। খোলা দরজা দিয়ে কুল কুল করে কালোধোঁয়া বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। আমার নিঃশ্বাসে কালো ধোঁয়া বার হচ্ছে! তখন বুঝতে পারলাম, ঘরের ভেতর আগুন হয়েছিলো! আগুনের শিখা দেখতে পেলাম না কোথাও। এবার ঠিক লক্ষ্য রেখে জানালার দিকে গিয়ে জানালা দুটো খুলে দিলাম। মুখোমুখি জানালা, দরজা দিয়ে হু-হু করে বাতাস বইতে লাগলো, বেরিয়ে আসতে লাগলো কালো ধোঁয়াকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রথমেই ভগবানকে স্মরণ করলাম For sparing my life. আন্তরীক কৃতজ্ঞতা জানালাম। ভাবলাম, —ভাগ্যি সতী (স্ত্রী) সে রাতে তার দু-ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়িতে থেকে গিয়েছিল! এখানে সেই দম-বন্ধ করা ঘরে থাকলে ওরা হয়তো কেও বাঁচতো না। ভগবানের আসীম করুণার কথা আর একবার স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

আগুন কোথায় লেগেছিল—দেখতে গিয়ে দেখি ,—বিছানার পাশের একটা টেবিলের ওপর খবরের কাগজ পেতে তার ওপর electric stove রেখে ছিলাম On করে, শীতের রাতে ঠান্ডা ঘরকে একটু গরম করার জন্যে। কাগজ পুড়ে কালো ছাই। ভাগ্য ভালো সেগুন কাঠের টেবিলে আগুন লাগেনি।

ভগবানের আসীম করুণায় অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারায়নি। I got a second lease of life; আজও প্রার্থনায় তা স্মরণ করি।

জলেডোবা থেকে বাঁচানো

পঙ্কিদিদি 'সানের পুকুরের' সানবাঁধানো ঘাটে (সিমেন্টের ঘাটে) আমাদের কাপড়-চোপর কাচতে গেছে; সঙ্গে নিয়ে গেছে আমাকে। আমার হামে-হাল খবরদারীর ভার তার হাতে। কারণটা বলতে হয়।

আমি জন্মাবার আগে, মায়ের একটি ছেলে, আর তিনটি মেয়ে শৈশবেই মারা যায়। আর আমি যখন জন্মাই ঠিক সেই সময়েই মায়ের একটি দু'বছরের মেয়ে মাথায় abcess হয়ে মারা যায়। তখন মায়ের একটা shock এর মতো হয়ে বছর ২-৩ শয্যাসায়ী ছিলেন। আমার দেড় বছর, দু'বছর বয়স থেকেই আমি, বিধবা নিঃসন্তান, বাউড়ি মেয়ে পঙ্কিদিদির কাছেই মানুষ। এই জলে ডোবা ঘটনাটি আমার ঐ দেড়-দুবছর বয়সের।

সে সময় পঙ্কিদিদি যেখানেই থাক আমি তার ল্যাম্বেট, সঙ্গী। একদিন সে আমাদের কাপড়-চোপর সাবান-কাচা করতে গিয়েছিল সান বাঁধানো সিমেন্টের ঘাটে। পঙ্কিদিদি একমনে জলের ধারে সানের (সিমেন্টের) ধাপে জামা-কাপড়ে সাবান বুলোচ্ছে, আর আমি আয়ে-ব্যায়ে তার পাশে-পাশে ঘুরছি, জলে 'মাকোড়শা-পোকা, তে-চোখে মাছের' খেলা দেখছি। কী খেয়াল হয়েছিল, একটা চোর-কাঁটার লম্বা ঘাস ছিঁড়ে তে-চোখো মাছের কাছে ছিপ ফেলার মতো জলে ডোবাচ্ছি, মাছগুলোর সঙ্গে খেলা করছি। হঠাৎ কী-করে কী হলো জানি না, ভিজে সানের ধাপের শ্যাওলায় পা-পিছলে জলে পড়ে গিয়ে থাকবো। তবে এটা মনে পড়ে জলের তলা থেকে মনে হচ্ছিলো—আকাশের পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের টুকরো গুলোও যেন ঢেউ খেলতে-খেলতে আকাশপথে চলেছিল।

পঙ্কিদির মুখে শুনেছিলাম, "আমি ধুপ-ধাপ করে আছড়ে কাপড় কাচছি, হঠাৎ পাশে, পেছনে তাকিয়ে দেখি অজিত নেই। বুকটা আমার ধড়াস্ করে উঠেছিল। রানার পাশে দু-তিন হাত গভীর জলের তলায় ওর পা-টা শুধু দেখতে পেলাম।' পঙ্কিদিদি তার হাত, কাঁধ পর্যন্ত ডুবিয়ে আমার পা-ধরে টেনে তুলেছিল। ভাগ্যি তুলেছিল; তা নইলে আজকের এই কাহিনী লেখার লোক থাকতো না।

বাড়িতে এসে, পঙ্কিদিদি আমার শ্যাওলায় ঢাকা রানার (সিমেন্টের সিঁড়ির পাশের ধাপের) বাইরের দিকে সেই দু-তিন হাত গভীর জলে ডুবে যাওয়ার কথা কাউকে বলেনি। ভাগ্যি বলেনি! তাহলে আমাকে তার আগলানোর চাকরির শেষ সেইদিনই হত মনে হয়। আমিও শিশু ভোলানাথ হয়ে নাচতে নাচতে বাড়িতে আসার পথে খেলা-ধুলোয় সব ভুলেই গিয়েছিলাম। শুধু বয়োবৃদ্ধির বিভিন্ন সময়ে, নীল আকাশ-সমুদ্রে সাদা-কালো পাল-তোলা মেঘের টুকরোগুলো মাঝে-মাঝে ভেসে যেতে দেখি, স্মৃতির flash-photo -র ছবিতে। অনেক বছর বাদে কোনো সময়ে সে আমাকে সেদিনের কথা সব বলেছিল চোখের জলের মধ্যে। আজ ভাবি কতোদিনই না সে তার মনের গভীরে পুষে রেখে এই বিভীষণ বিপদের দোষিণী হিসেবে কতোনা মানসিক যন্ত্রণা সে সয়েছিলো! কিন্তু তার চেষ্টায় আমি তো বেঁচে গিয়েছিলাম। আমরা বলি—'ফাঁড়া ছিল, কেটেও গিয়েছিল।'

আমার তো মন হয় আমাদের অনেকেরই জীবনে এইরকম মুহূর্ত এসে থাকবে, যে মুহূর্তে আমরা জীবন-মরণের সীমান্ত থেকে ফিরে এসেছি; ঐ 'বেড়ালের ন'টা জীবনের' কোনো একটার মতোই!

অমর

সুপ্রিয় ঘোষ

তারকাসুর কঠিন তপস্যার পর দেবাদিদেব মহেশ্বর-এর দেখা পেল। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলল, হে দেব পঞ্চানন আমায় অমর বর দাও। মহাদেব প্রসন্ন মুখে বললেন, বৎস তোমার তপস্যায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। কিন্তু অমর বর দিতে পারব না, অমরত্ব ছাড়া অন্য যে কোনো বর চাও...দেব। দৈত্যকুলের শুম্ভ, নিশুম্ভ, বৃত্রাসুর, হিরণ্যকশিপু...সকলেই একে একে বিফল মনোরথ হল। কেউই 'অমর' বর পেল না। অনেক দৈত্য, প্রজাপতি ব্রহ্মার কাছে গেল...সেখানেও একই কথা 'অমরত্ব' হবে না। দৈত্যরা বিষ্ণুর কাছে যায় না। তারা বিষ্ণুকে একেবারেই দেখতেপারে না। আর যদিও বা কেউ বৈকুণ্ঠে যায়...বিষ্ণু তাদের সোজা ব্রহ্মা, মহেশের কাছে পাঠিয়ে দেন। ওসব 'বর' দেওয়ায় তিনি বিশেষ পছন্দ করেন না। বরং প্রায় অমরকে কীভাবে মারা যায় তার ফন্দি, ফিকির বার করেন। যেমন...শুম্ভ, নিশুম্ভ কারও হাতে মরবে না। অতএব পাঠাও এক পরমা সুন্দরী নারীকে...দুই ভাই নিজেরাই কাটাকাটি করে মরল সেই মোহিনীর জন্যে। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আবার আরও এক ধাপ ওপরে। জগতের কোন প্রাণীর হাতেই সে মরবে না...। দেব, দানব, মানব...এমনকি কোনো জন্তু জানোয়ারের দ্বারাও নয়, রাত্রে নয়, মাটিতে নয়, শূন্যে নয়...কোনো অস্ত্র দিয়ে নয়। ওঃ...দৈত্যরাজকে আর পায় কে...আহ্লাদে একেবারে আটখানা। কিন্তু তাকেও শেষ পর্যন্ত মরতে হল...নৃসিংহ অবতারের হাতে। না, না খুড়ি...হাতে নয়...। হাঁটুর ওপরে...না জলে, না স্থলে, না শূন্যে...; সকালে নয়, রাত্রে নয়...; সন্ধেবেলায়...। কোন অস্ত্রে নয়, নখের আঁচড়ে একেবারে ফালা ফালা হয়ে।

তাহলে রাক্ষস, দৈত্য, দানব, মানবের মধ্যে কেউ কি অমর নেই???

কথাটা নিয়ে লাটু বাবু খুবই চিন্তিত। তিনি কদিন ধরে অনেক রাত জেগে পড়াশোনা করেছেন, বইপত্র ঘাঁটছেন। এমনিতেই লাটু পড়াশোনা করতে ভালবাসেন, পড়েনও প্রচুর। ইদানীং আবার একটু বেশী পরিমাণেই করছেন। বেদ, পুরান, রামায়ণ-মহাভারত কিছুই বাদ রাখছেন না। 'কে অমর?...প্রশ্নের উত্তর চাই। এসময় দেখলেন নারদ ঋষি বীণায় সুর তুলে হরিনাম করছেন। ঋষি লাটু বাবুকে দেখে বললেন, 'কি হে লাটু, তোমাকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে!' আচ্ছা ঋষিবর, দেবতারা ছাড়া ''অমর'' কে আছে?' লাটু জিজ্ঞেস করলেন। মুনি একটু হকচকিয়ে গেলেন হঠাৎ এরকম প্রশ্ন শুনে। তারপর গলা চুলকে বললেন, 'একটু ভাবতে হবে হে...এক্ষুনি মনে পড়ছে না। আমায় আবার একটু বৈকুণ্ঠ ছুটতে হবে এখন।' মুনি অন্তর্হিত হলেন। লাটু কি করবেন ভাবছেন...হঠাৎ মনে হল গণেশজীর কথা...সিদ্ধিদাতা গণেশ হলেন মহাজ্ঞানী...তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।

লাটুবাবু কৈলাসে গিয়ে নন্দী, ভৃঙ্গীকে 'হায়, হ্যালো' বলে প্রভু গণেশের মহলে উপস্থিত হলেন। দেখেন গণপতিদেব চা খাচ্ছেন আর বাহন ইঁদুরকে টোস্ট-এর থেকে টুকরো দিচ্ছেন। গণেশ মহারাজ-এর কাছে বড় একটা কেউ আসে টাসে না। লাটুকে দেখে খুশী হয়ে বললেন 'এই যে লাটু ভাল সময়ে এসেছ। চা খেতে খেতে গল্প করা যাক...তোমার মর্তের খবর বল। দাঁড়াও চা আনতে বলি।'

ইঁদুরজী বসের দৃষ্টি এড়িয়ে চোখ টিপে লাটুকে বলল 'দুটো লেড়ো বিস্কুট চলবে নাকি?' দুটো বিস্কুটের একটা ইঁদুরজীর জন্য রেখে...চায়ে চুমুক দিয়ে লাটু গণপতি দেবকে তাঁর প্রশ্নের কথা জানালেন। সিদ্ধিদাতা গণপতি মুখে মৃদু হাসি নিয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন 'কার কার কাছে গিয়েছিলে?'

'কোথায় আর যাইনি! স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল চষে এলাম...বই, পুরাণ ঘেঁটে শেষ করলাম। বাল্মিকি আর বেদব্যাসকে খুঁজছি...কিন্তু এরা কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছে কে জানে!'

গণেশ মহারাজ একটু মুচকি হেসে বললেন...মার্তণ্ড, ব্যাসদেব, পবনপুত্র ছাড়া 'অমর' লিস্টে আর একজন দুজন আছে...তবে...' থেমে গিয়ে...আবার বললেন 'লাটু ভাই এখন বাড়ী যাও...কাল তোমায় উত্তর পাঠাব। তোমাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে...দাঁড়াও আমার পাইলট তোমাকে একটা রাইড দিয়ে আসছে।' মনে হল গণেশ মহারাজ কি যেন একটা চেপে গেলেন...বলতে গিয়েও বললেন না।

হুশ করে বাড়ি চলে এসে...ক্লান্ত লাটু দুমুঠো ভাত খেকে শুয়ে পড়লেন।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন জানেন না। হঠাৎ শুনলেন 'লাটু...ওরে লাটু।'

আরে এ নাম তো কারও জানার কথা নয়। একমাত্র তাঁর মা ই 'লাটু' বলে ডাকতেন। ...তাড়াতাড়ি চোখ খুলে দেখেন...হাঁ মাই তো দাঁড়িয়ে...'ওরে এই সহজ কথাটা তোর মাথায় এল না। অমর মাত্র কয়েকজন আছে...কিন্তু তাদের কথা সকলে ভুলে গেলেও... একজনের কথা লোকে ভোলেনি'।

কে মা...সে কে?

'সে কি রে...রামায়ণের বিভীষণকে ভুলে গেলি। সে যে অমর'।

'বিভীষণ অমর'!!! লাটু চমকে ওঠেন...খবরটা তো জানা ছিল না।

'হ্যাঁ তার কোনোদিন মৃত্যু নেই...অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে ধর্মের জন্য...। সে জন্যেই সে অমর। কিন্তু সে সব ম্লান হয়ে গিয়ে...মানুষের কাছে কি নামে বেঁচে আছে জানিস...! ''ঘরের শত্রু বিভীষণ''...এই পরিচয়ই সকলের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' মা বলতে থাকেন....'শুধু সেই নয়... যুগ যুগ ধরে এরকম অনেকে বেঁচে আছে...'রাজা জয়চাঁদ'...দিল্লীর সিংহাসনের লোভে মহম্মদ ঘোরীকে আনল...যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ হারল...ভারতে মুসলমান রাজ কায়েম হল।...'মীরজাফর'...বাংলার মসনদের জন্যে...ইংরেজদের জেতাল'।

লাটু ভাবলেন...সত্যিই তো...কথাটা একেবারেই মনে আসেনি। এই অমরত্বের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের এর বরদান দরকার হয় না...এরা চিরকার বেঁচে থাকে। এখন যুগ পালটেছে...এখন আর অত যুদ্ধ-টুদ্ধ হয় না...এখন দল বদল হয়...বিশ্বাসঘাতক কুলাঙ্গার এখন এ দল পালটে সে দলে যায়...সে দল পালটে অন্য এক দলে যায়। এর সব দেশেই আছে...সব যুগেই আছে...আছে এখানে আছে সেখানে...আনাচে কানাচে। ছিল, আছে, থাকবে...। এরাই ..অমর।

'কিন্তু মা তুমি এতসব জানলে কোথা থেকে!!! পরলোকে গিয়ে সর্বজ্ঞ হয়ে গেছ নাকি'!

'ওরে না রে না...আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ...আমি কি অত সব জানি। মহাজ্ঞানী গণেশ দেবতাই তো আমাকে তোর কাছে পাঠালেন...বললেন যাও...তোমার ছেলে লাটুকে গিয়ে এগুলো বলে এসো...ওর এসব জানা দরকার।...

Hindu Bengalee Parents Looking for a well settled Bengalee/Non-Bengalee Groom for a Smart, Beautiful, Fair Family Oriented 5'3" Girl, 31 (Doing Post Doc in NY City).

Please Contact :

COL A DAS

Ph - 201-305-9592 (9:00pm - 10.30pm)

Ph - 704-578-6504 (Saturday/Sunday)

email - adas03112@gmail.com

এক নজরে

জেএনইউ মামলা

যৌন হেনস্থার তদন্তের জন্য জেএনইউ-এর স্বাধীন প্যানেল ভেঙে দিয়ে নতুন অন্তর্বর্তী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত খারিজের দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে গেলেন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের একাংশ। আবেদনটি পেশ করে বর্ষীয়ান আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিংহ। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তল এবং বিচারপতি সি হরির বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণ করেছে। বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনবেন তাঁরা।

যোগীকে তোপ

যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে বুধবার তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে নামলেন অখিলেশ যাদব ও মায়াবতী। সরকারের ছ'মাসেরকাজের খতিয়ান দিতে যোগী শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন দু'দিন আগে। অখিলেশের বক্তব্য, ''এই শ্বেতপত্র মিথ্যেয় ভরা। চাষি শব্দটির অর্থই জানেন না মুখ্যমন্ত্রী।'' আর মায়াবতীর প্রশ্ন, ''নিজেদের খামতি ঢাকতে ও সস্তা প্রচারের জন্য যোগী আর কত দিন, বিগত জমানাকে দুষবেন?''

ফের দ্রুত ভিসা

পাঁচ মাস বন্ধ রাখার পরে মার্কিন সরকার দ্রুত এচি-ওয়ান-বি ভিসা দেওয়ার কাজ ফের শুরু করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির সংগঠন নাসকম-এর প্রেসিডেন্ট আর চন্দ্রশেখর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে উল্লাসের কারণ দেখছেন না পেশাদাররা। কম সংখ্যায় ভিসা দেওয়ার নীতি বহালই রাখছে ট্রাম্প প্রশাসন। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ইঞ্জিনিয়ারদের সে দেশে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না।

ডেরার ছবি

রামরহিমের শাস্তি হওয়ার পরে পঞ্চকুলায় যে তাণ্ডব চলেছিল, বুধবার তার ১০টি ছবি প্রকাশ করল হরিয়ানা পুলিশ। ছবিতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাণ্ডবকারীদের মুখ। তারা কেউ পাথর ছুড়ছে, কেউ ওবি ভ্যান ভাঙচুর করছে। তাদের ব্যাপারে তথ্য দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আমলা অভিযুক্ত

মেডিক্যালে ছাত্রভর্তি নিয়ে দুর্নীতির ঘটনায় পুদুচেরীর স্বাস্থ্যসচিব বি আর বাবু ও সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন কমিটির চেয়ারম্যান নরেন্দ্র কুমারের বিরুদ্ধে বুধবার অভিযোগ দায়ের করল সিবিআই। সরকারিকর্মী ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ মিলিয়ে অভিযোগে নাম রয়েছে আরও ১১ জনের।

পার্থকে খোঁচা মুকুলের

এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলেই আছেন। তবু প্রকাশ্যেই তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন সাংসদ মুকুল রায়। দলের সঙ্গে মুকুলবাবুর দূরত্ব এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে রাজনীতিতে চর্চা তুঙ্গে। সম্প্রতি পার্থবাবু জানিয়েছেন, দল তাঁর উপর নজর রাখছে। উত্তর কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরির কাছে একটি পুজোর উদ্বোধনের ফাঁকে রবিবার মুকুলবাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''আমি তো এটা নিয়ে কিছু বলছি না! বাচ্চা ছেলে কী বলছে, বলুক না!'' ওই পুজোর উদ্বোধনের মঞ্চে মুকুলবাবু আরও বলেন, ''বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি রাখার কৃতিত্ব আলাদাভাবে কারও নয়। ওটা রাখেন বাংলার আপামার জনসাধারণ। এটা রামকৃষ্ণের বাংলা, রানি রাসমনির বাংলা। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দায়িত্ব বাংলার মানুষের। কেউ আলাদা করে সেই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইদানীং পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা নিয়ে যা বলেছেন, মুকুলবাবুর এই বক্তব্য তারই তির্যক জবাব বলে মনে করছে রাজনৈতিক শিবির।

ডাক্তাররা দানব নন, দাবি সুজনের

মধ্য কলকাতার একটি পুজোমণ্ডপে যে ভাবে চিকিৎসকরূপী অসুরকে দেখানো হয়েছিল, তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। টুইটে তাঁর বক্তব্য, ''চিকিৎসকদের দানব বানানোর এই অপপ্রয়াস মেনে নেওয়া যায় না।'' বিতর্কের মুখে উদ্যোক্তারা প্রথমে দাবি করেছিলেন, 'ভুয়ো ডাক্তার'দের অসুর হিসাবে দেখানো হয়েছে। পরে অবশ্য প্রতিমায় রদবদল এনে সেই অসুরের গলা থেকে স্টেথোস্কোপও সরিয়ে দেওয়া হয়। সুজনবাবুর যুক্তি, যা অভিযোগ আছে, সে সবই কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি। তার জন্য সব চিকিৎসকদের 'দানব' ভেবে নেওয়ার মানসিকতা ভয়ঙ্কর।

শরৎ-স্বদেশী/বিদেশী

হিল্লোল রায়

ঢাক গুড় গুড় বাজনা শুনি স্বচ্ছ নীলাকাশে,
ঐ যে হেরি শরৎ ঋতু মোদের পরবাসে!
'শান্তিনীড়'-এ এলিয়ে গা দেখছি রবি ছটা,
স্বপ্নাবেশে খেয়াল নেই সময় হলো কটা
স্তূপীকৃত মেঘগুলো সব উড়ছে ভেসে ভেসে,
ক্লান্ত পাখায় বকের সারি ব্যস্ত কুলায় এসে!
কাশ বনেতে প্রজাপতি মিলল সুযোগ খোঁজে,
শুঁড়ে শুঁড়েই জোট বাঁধিয়ে চোখটা তারা বোজে!
গঙ্গা ফড়িং মধুর লোভে বসছে জবা ফুলে,
হাসনুহানার তাই না দেখে বুকটা ওঠে দুলে!
এই ছিলো মোর কৈশোরেতে শরৎ কালের রূপ,
সদাই চপল বাল্য হৃদে ছিলো না অন্ধ কূপ!

বহুদিন পরে আসছে মনেতে হরেক পুরানো স্মৃতি,
ফেলে আসা পিছে প্রকৃতি জড়ানো বাল্য মনের প্রীতি!
প্রবাসী হলেও উঠেছিনু গড়ে ষড়ঋতুদের মাঝে,
দেখেছি অনেক প্রকৃতি বদল সকাল থেকে সাঁঝে!
গ্রীষ্মের পর বরষা এসেছে, বরষান্তে শরৎ—
তার মাঝেতেই গড়ে ওঠে আমার বাল্য জগৎ!
টানতো শরৎ হেমন্ত-কে, হেমন্ত যেতেই শীত—
প্রকৃত প্রেমিক মনটা তখন লিখতো শত গীত!
শীত পেরুতেই বসন্ত এসে লাগিয়ে দিতো রং,
ফলে-ফুলে ও গাছের পাতায় জাগতো কত ঢং!

হঠাৎ এখন কল্পিত মন পেলো যে শরৎ পরশ,
'শান্তিনীড়'এর সান্ধ্য কূজনও লাগছে যেন সরস!
খুশির আমেজ অন্বেষণে মন চেয়েছে ছুটি,
বিদেশী শরৎ কল্পনাতে আসছে গুটি গুটি!
স্নিগ্ধ বিজন ঢুলায় চামর যদিও আজকে ডালাসে,
ঋতুর প্রভেদ দেখি না হেথায় প্রবাসী ক্ষুদ্র তালাসে!
ছুটে যায় মন বাংলার পানে, বোজে না আমার আঁখি;
প্রকৃত মা-এর ভালবাসা তাই স্বপনেই ধরে রাখি!
সব ঋতুতেই দেখেছি সেথায় পালা বদলের পালা,
স্বদেশী শরৎ দেবীর বরণে করেছে হৃদয় আলা!

ডলার-এর লোভে পড়ে থাকি আজ দেশ হতে বহুদূরে,
মনে আসে তাই স্বদেশী শরৎ বেদনামথিত সুরে!
মরীচিকা জালে জড়ালে পথিক বাড়ে শুধু তার তেষ্টা,
ডলার-এর পিছে ধায়িত সবার 'টেক্কা' দেবার চেষ্টা!
বাড়ি-গাড়ি আর অর্থের মোহ মনকে করেছে লুপ্ত,
বাল্যের সেই সরল জীবনে স্বপ্ন যেখানে ধুঁকতো!
হাতে নাতে আজ পেয়েছি মশলা পার্থিব সুখ পেতে,
কাঙালি হৃদয় তবুও ওঠে না আনন্দ জোয়ারে মেতে!
চেয়েছিনু সদা সরল জীবন, স্ট্রেস্‌হীন হলে ভালো—
ক্রমশঃই দেখি মনের গহনে নিকশা রাতের কালো!
কৃত্রিমতার চাপে পড়ে আজ কমেই চলেছে আয়ু—
দূষণ প্রভাবে প্রকৃত কাতর, মেলে না শুদ্ধ বায়ু!
মিছে পড়ে আছি পরবাসে আমি দেশ-কাল সব ভুলে,
স্বদেশী আচার ধিক বলে তাই রেখেছি শিঁকেয় তুলে!
তবে প্রবাসের বুকে প্রকৃতির রূপে যদিও হৃদয় দোলে,
দুধের স্বাদসা মেটে কি কখনো নাতিশীতোষ্ণ ঘোলে?
শিক্ষার নামে দেশছাড়া হই, রিক্ত মা-এর কোল;
বহুদিন হ'লো পাই না যে তাই হৃদয় হারানো দোল!

কেনো জানি আজ ঋতুর প্রভাবে দোলায়িত মনে হাসি—
বিদেশী শরৎ কল্পিত মোর, সাময়িক ভালবাসি!
দেবী দুর্গার আবাহন তবু এসেছে বারতা নিয়ে,
প্রলাপ জড়ানো প্রবাসী জীবনে মিলবে সকলে গিয়ে!
ফুলপাতা আর প্রদীপ আলোয় দেবীর হবে যে বরণ,
বাঙালির দল মাগবে আশীষ পরশি কোমল চরণ!

হঠাৎ মনেতে গুঞ্জন শুনি 'তুলনা'র ঝুড়ি সাথে,
টাকার গরম ও ডিগ্রী সরস আলোচ্য বিষয় সাথে!
স্বদেশী শরৎ এ বৌর বরণে মিলতাম খোলা মন,
'পাল্লা' দেবার বাহ্য প্রকাশ বিদেশী শরৎ সনে!
জ্ঞান ভান্ডার হয়েছে পূরণ, ধনভান্ডার ছাড়া—
ডলার এর টান চুম্বক ন্যায়, মনকে দিয়েছে নাড়া!
টাকার বদলে গুনে যাই মোরা ডলার এর ঝুড়ি গুলো,
মনে জমা 'ছাই' ফেলতে লুকাই দেবী বরণের কুলো!

প্রতি বছরেই বিদেশী শরৎ আনলেও হাতে ডালি,
প্রবাসের বুকে ডলার এর চাপে মনটা রবেই 'খালি!'
স্বদেশী শরৎ-এ 'টেক্কা' প্রকাশে গজায় 'পক্ক' কেশ!
কৃত্রিমতার জালেতে জড়ানো প্রবাসের ভাবধারা,
ডলারের মোহে প্রবাসীরা আজ 'প্রকৃত হৃদয়' হারা!
স্পর্শকাতর মনগুলো তাই হয়ে গেছে খুব শুষ্ক—
দয়ামায়াহীন 'রোবন' আমরা, চুলরাশি সদা উষ্ক!
ধর্মের মতি বিরল অতি, ডলারে মগ্ন সব—
বিদেশী শরৎ আনে না যে তাই হৈচৈ-কলরব!
ত্যাগের মাঝেতে ভোগের আনন্দ বোঝানোটা ভাই শক্ত,
তার দেখি আজ নিয়ত অভাব, মেলে না প্রকৃত ভক্ত!

ঘুরে ফিরে তাই মনে বাজে ভাই ছোট্ট সরল কথা—
বয়স-এর ভারে শিখেছি অনেক, নাইকো সেখানে যথা!
বিদেশী শরৎ আসে যায় শুধু দু'দিনের তরে,
স্বদেশী শরৎ রেখে যায় ছাপ সব মানুষের করে!
বুকের উষ্ণ আদর সুপ্ত স্বদেশী শরৎ মাঝে,
'নকল' হাসিতে ভরে ওঠে মুখ বিদেশী শরৎ সাঁঝে!
'স্ট্যাটাস' প্রকাশে বিদেশী শরৎ দ্বার খুলে দ্যায় ত্বরা,
চাঙ্গা করে মন স্বদেশী শরৎ। বেঁচে ওঠে তাই মরা!
আসে আনন্দ জোর করে মনে বিদেশী শরৎ এলে,
স্বদেশী শরৎ আবেগে ভরায় বিদায়লগ্ন গেলে!!!

শান্তিনীড়
সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৯৩

'বিজয়ার চিঠি' নিয়ে প্রতিযোগিতা, হারানো সংস্কৃতিকে ছুঁতে চায় বীরভূমের মানুষ

সুমন তিওয়ারি, সিউড়ি

বিজয়া মানে কি শুধুই মিষ্টিমুখ? প্রণামপর্ব বা শুভেচ্ছা বিনিময়? এই তো সে দিনের কথা। প্রতিমা ভাসানের পর মাঠঘাটে কাশফুল শুকিয়ে গেলে, ছাতিম ফুলের গন্ধ মেশা কোনও এক দুপুরে হাজির হত পোস্ট কার্ড। বিজয়ার চিঠি। তাতে থাকত ছোটদের আশীর্বাদ, ভালোবাসার পাশাপাশি বড়দের প্রণাম জানানোর আরজি। কখনও হয়তো ইনল্যান্ড লেটারে বা খামেবন্দি হয়ে থাকত কিছু খুচরো সাংসারিক কথা। সেসব মায়ামাখা চিঠিগুলিতে নিজেদের সংস্কৃতিকে আরও একবার ঝালিয়ে নিত বাঙালি। সেই ঐতিহ্যে মরচে ধরেছে এখন। চিঠির গরিমা নেই। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে অনুভূতিগুলি। সেগুলিকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না? কচিকাঁচারা যাতে আরও একবার ফিরে দেখতে পারে তাদের বাপ-কাকাদের ফেলে আসা পরম্পরা, এবার সেই চেষ্টাই করল বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। বিজয়ার চিঠি লেখার জন্য তারা স্কুল স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করল জেলাজুড়ে। ২ হাজার ৪০০ টি প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে এই প্রতিযোগিতা হতে চলেছে। শুক্রবার সংসদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে বাংলার বেশ কিছু রীতি বন্ধ হওয়ার জোগাড়। তার মধ্যে অন্যতম চিঠি লেখা। কয়েক দশক আগেও চিঠি লেখা যেন বাধ্যতামূলক ছিল। ছেলে বা মেয়ে কর্মসূত্রে বাইরে থাকলে, বাড়িতে বাবা-মায়ের শারীরিক অবস্থা জানা ও জানানোর জন্য মাধ্যম ছিল চিঠি। চিঠিতে আসত জন্মদিনের সুভেচ্ছাও। কিন্তু যে চিঠি লেখা কার্যত নিয়মের মোড়কে বাঁধা ছিল, তা হল বিজয়ার চিঠি। বিজয়ার পর চিঠি দিয়ে বড়দের প্রণাম না জানালে ধমক খেতে হত বড়দের কাছে। আবার গুরুজনদের কাছ থেকে শুভেচ্ছার চিঠিও আসত, যা পড়ার পর মনে তৃপ্তি অনুভব হত। কিন্তু সেসব এখন অতীত। হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুকের যুগে কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে চিঠির ভাষাও। কিছুদিন আগে চিঠি লেকার সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশব্যাপী চিঠি লেখার আয়োজন করেছিল ভারতীয় ডাক বিভাগ। এবার প্রাথমিক স্কুলে পাঠরত কচিকাঁচাদের হাত ধরে বিজয়ায় চিঠিকে জনসমক্ষে নতুন করে তুলে ধরার উদ্যোগ নিল প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ। বিজয়ার চিঠি বাঙালির একান্তই নিজের। সেই চিঠির এইভাবে পুনরুজ্জীবন করার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। 'বিজয়ার চিঠি'নামে চিঠি লেখা প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হবে পুজোর ছুটির পর ২৫ অক্টোবর। সেখান থেকে চিঠিগুলি সংগ্রহ করে, এসআই অফিসের মাধ্যমে আসবে সংসদের অফিসে। ভালো চিঠিগুলিকে নিয়ে চিঠির সংকলন বের করা হবে। মূলত চতুর্থ শ্রেণি ও নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা হবে। সেখানে প্রতিযোগীরা সর্বাধিক ৭৫ শব্দের মধ্যে তাঁর কোনও শ্রদ্ধেয় গুরুজনকে বিজয়ার চিঠি লিখবে। শুক্রবারই প্রতিটি সার্কেলে বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছে সংসদ। বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রাজা ঘোষ বলেন, শিশু হল কাঁচা মাটির মতো। ওদের দিয়ে ভালো কাজও করানো যায়, আবার সহজে খারাপ জিনিসও রপ্ত করানো যায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এত বেশি সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর, যে তাদের এই সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনা হয়তো কঠিন। তাই আমরা চেষ্টা করছি, ছোট শিশুদের মাধ্যমেই আমাদের হারানো সংস্কৃতিকে ফিরে পেতে।

এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন রবীন্দ্র গবেষক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, খুবই ভালো উদ্যোগ। কবিগুরুও অজস্রচিঠি লিখেছেন। এই চিঠি-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা একান্ত কাম্য। বিজয়ার চিঠির মাহাত্ম্যই আলাদা। জেঠু আমাদের চার ভাই বোনকে আলাদা আলাদা করে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতেন। তিনি কাকে বেশি ভালো বলেছেন, তা নিয়ে আমাদের লড়াই হত। সেই আনন্দ এখন হারিয়ে গিয়েছে। একইভাবে এই উদ্যোগে খুশি নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ দেবীপ্রসাদ দাস। তিনি বলেন, আমি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে জানি না। আগে ছেলের কাছ থেকে বিজয়ার চিঠি পেতাম। পড়তে খুব ভালো লাগত। বারবার পড়তাম। কিন্তু এখন তা আর পাই না।

নতুন প্রজন্মকে কতটা চিঠি লিখিয়ে হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে বীরভূম স্কুল প্রশাসন, তা ভবিষ্যৎ বলবে। কিন্তু যদি আর একবার ডাকে আসা কাগজে অক্ষরগুলির অমৃতস্বাদ পাওয়া যায়, তাই-ই বা কম কী?

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৯/১৭)

রোহিঙ্গারা শরণার্থী নন: রাজনাথ

নয়াদিল্লি: রোহিঙ্গা প্রশ্নে কোনও আপসে রাজি নয় কেন্দ্র। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রোহিঙ্গাদের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ সাফ জানিয়েছেন, রোহিঙ্গারা শরণার্থী নন। তাঁরা অনুপ্রবেশকারী। অনুপ্রবেশকারীর কোনও অধিকার থাকে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, রোহিঙ্গাদের সঙ্গে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্ক থাকায় তাঁরা এ দেশের জন্যও বিপজ্জনক। রাজনাথের কথা থেকে স্পষ্ট, রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠাতে বদ্ধপরিকর নরেন্দ্র মোদী সরকার। রোহিঙ্গাদের প্রশ্নে এই প্রথম বিস্তারিত ভাবে মুখ খুললেন রাজনাথ। সে জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত একটি সম্মেলনের মঞ্চকেই বেছে নেন তিনি। রাজনাথের দাবি, সম্প্রতি মায়ানমারের নেত্রী আউং সান সু চি রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরানোর কথা বলেছেন।

গত সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে কেন্দ্র জানিয়েছিল রোহিঙ্গারা এ দেশে অনুপ্রবেশকারী। সেই কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার কমিশন। আজ শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলা হিসেবে এই আর্জিটির কথা উল্লেখ করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলার গতিপ্রকৃতি বুঝতে দিল্লিতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী। শিশু কমিশন আর্জিতে জানিয়েছে, রোহিঙ্গা শিশু ও নাবালক-নাবালিকাদের জোর করে ফেরত পাঠানো মানে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ৩ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হবে। আজ মানবাধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনের মঞ্চ থেকে রাজনাথ বলেন, ''অনেকেই অন্য দেশের বাসিন্দাদের মানবাধিকার নিয়ে বেশি চিন্তিত। অবৈধ ভাবে যাঁরা ভারতে ঢুকেছেন তাঁদের অধিকারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সবার আগে ভারতবাসীর মানবাধিকারকে সুরক্ষিত করতে হবে।'' কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালার বক্তব্য, ''রোহিঙ্গাদের আইএস যোগ নিয়ে তথ্য থাকলে তা প্রকাশ করা উচিত। কারণ তা হলে ফেরত পাঠানো যথেষ্ট নয়। তবে প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে আঙুল তোলা ঠিক নয়।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৯/১৭)

মমতাভরা পুজোর পরশ নবনীড়ের বৃদ্ধাদের জন্য, মিলল শাড়ি-মিষ্টিও

দুপুর থেকেই পথ চেয়ে বসেছিলেন ১/২ শ্যাম বসু রোডের প্রায় শ'খানেক আবাসিক। অতিথিকে স্বাগত জানানোর জন্য চুল বেঁধে, ভালো কাপড় পরে হলঘরে অপেক্ষারত তাঁরা। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় যখন সেই অতিথি এলেন, তখন যেন বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন শিবানী, লিলি ঘোষরা। তাঁরা প্রত্যেকেই বৃদ্ধ। পুজোর আগে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এইভাবেই অপেক্ষা করে থাকনে তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী এলেন এবং তাঁর লেখা গান যখন মন্ত্রী তথা সংগীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন গাইলেন, তখন গোটা হল ঘরে উপস্থিত আবাসিকদের মন ভারক্রান্ত। কারও চোখে আবার জল। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও।

প্রতি বছরের মতো এবারও কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে হাসি ফোটাতে তাঁদের জন্য উপহার হিসাবে শাড়ি এবং মিষ্টি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর দেওয়া গানের সিডি বিতরণ করা হয় আবাসিকদের মধ্যে। সিডি'র দু'টি গানও গেয়ে শোনান ইন্দ্রনীলবাবু। 'মা গো তুমি সর্বজনীন, আছো হৃদয় জুড়ে....' এবং 'মা ওগো মা ...' গান শুনে অনেকেই চোখের জল চেপে রাখতে পারেননি। তা দেখে মুখ্যমন্ত্রী বলে উঠলেন, ইন্দ্রনীল তোমার গান শুনে সবার চোখে জল এসে গিয়েছে। আনন্দের গান গেয়ে পরিস্থিতি ঠিক কর। দিদির নির্দেশ পেয়ে আলোকেরই ঝরনা ধারা গেয়ে আবার সবার মুখে হাসি ফোটালেন তিনি।

তবে মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তাঁকে আবার উপহারও দিলেন বন্দনা ভট্টাচার্য নামে এক আবাসিক। দিদি'কে চা উপহার দিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন বলে জানান তিনি। এই আবাসিকদের মধ্যে সময় কাটাতে পেরে খুশি মুখ্যমন্ত্রীও। আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, আমার মা নেই। আপনাদের মধ্যে মায়ের মুখ দেখি। তিনি যেগুলি উপহার হিসাবে পেয়েছেন, সেগুলিই এই আবাসিকদের মধ্যে বিতরণ করে দিচ্ছেন বলে জানান মমতা।

পুজো কীভাবে কাটান, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের থেকে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রীদের আবার নির্দেশ দেন, অষ্টমীতে ঠিক মতো তাঁদের যেন ঘুরিয়ে আনা হয়। কালীপুজোতেও তাঁদের আমন্ত্রণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই শাড়িগুলি আবাসিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয় এবং রাতের খাবারের সঙ্গে মিষ্টিও দেওয়া হবে বলে নবনীড় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে দেন। আধ ঘণ্টার এই অনুষ্ঠান পুজোর আগে নতুন হাওয়া বয়ে আনল এই সত্তরোর্ধ্ব, অশীতিপরদের একাকী জীবনে।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৯/১৭)

Planning a Wedding, Anniversary, Birthday Party or Celebrating a Special Occasion?

Consider

Tagore Hall at Ananda Mandir!

This beautiful new facility can meet all your party needs:
Seating capacity, dance floor, well equipped stage, ample parking

***

For information on rental availability and charges
contact the managing agents:

Maureen: (732) 492-5580 or Troy: (732) 343-0082
Email: momonev@aol.com

পুজো এখন বাজারের পণ্য

ইন্দ্রজিৎ রায়

পুজো এলেই সবার মুখে নানা কারণে আক্ষেপের সুর শোনা যায়, ''পুজোর বাজার, এমনটা তো হবেই।'' ঠারেঠোরে গালমন্দটা শুনতে হয় যাঁরা আধুনিক অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেন তাঁদেরও, যেন, পুজো-বাজারের দাম নির্ধারণ করার দায়িত্বটা তাঁদেরই ছিল। এ কথা ঠিক, বাজার অর্থনীতির সার কথাই হল যে কোনও দ্রব্য বা পরিষেবার হাত-বদল হবে বাজারে তা কেনাবেচার মাধ্যমে, বাজারি মূল্যে। তবে, বাজারই যে সমাজে বিনিময়ের একমাত্র উপায় তা মোটেই নয় ; মূল্য না ধরেও সামাজিক বণ্টন অবশ্যই হতে পারে বামপন্থী সমবায়, যৌথ উপার্জন থেকে শুরু করে আপৎকালীন কোটা বা আবশ্যিক খাদ্যদ্রব্য রেশন, এমন অজস্র অ-বাজারি উদাহরণ অর্থনীতির বইয়ে মিলবে। কিন্তু বাজার এক বিশেষ কারণে অনন্য। অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায়, বাজারি ফল হল 'এফিশিয়েন্ট', হিতকর ও কল্যাণময়! কে কতটা উপভোগ করবে তা স্থির করার জন্য বাজারব্যবস্থাকে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব।

বাজারের দুটো দিক। এক দিকে বিক্রেতার দল, যারা দ্রব্য ও পরিষেবা উৎপাদন আর বিক্রি করে আর অন্যদিকে আমাদের মতো ক্রেতারা যারা সেগুলো কিনি। আমাদের চাহিদা আর বিক্রেতাদের জোগান অনুযায়ী স্থির হয় বাজারে পণ্য ও পরিষেবার মূল্য, সেই মূল্য জেনেই আপনি-আমি ঠিক করি আমরা কে কে কী কী জিনিস কত পরিমাণে কিনব।

তবে বাজারও ফেল মারতে পারে বইকি ; পাঠ্যপুস্তকের পরিভাষায় একে বলে মার্কেট ফেলিয়োর। এই ফেলিয়োর ঘটতে পারে নানান কারণে ও নানাবিধ পরিস্থিতিতে। বাজার ফেল করেছে, এই তাত্ত্বিক কথাটার মানে হল বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে যা ফল পাওয়া গেছে তা এফিশিয়েন্ট নয় — অন্য কোনও ভাবে বণ্টন সম্ভব, যাতে সকলের অবস্থার উন্নতি হবে। তবে, তার জন্য হয়তো দরকার সরকারি হস্তক্ষেপ বা যৌথ উদ্যোগ।

এমনই এক পরিস্থিতি হল, কেনাবেচার জিনিসটাই যদি প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত না হয়ে পাবলিক বা সমষ্টিগত হয়। বাজার থেকে আমরা সাধারণত যে সব জিনিস কিনি সেগুলো সব ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য; পুজোর আগে নতুন জামাজুতো থেকে সুরু করে নিজের পুজোর ফুলমালা অবধি সব ব্যক্তিগত পণ্য। এই সব দ্রব্য কেনাবেচার জন্য বাজারের জুড়ি নেই। তবে, এর বাইরেও তো আমরা অনেক কিছু উপভোগ করি, অনেকে মিলে, একসঙ্গে। এ সবের জন্য খরচও করি, হয়তো বা পরোক্ষে ; যেমন, রাস্তার ধারের ত্রিফলা আলো অথবা রেডিয়োতে মহালয়ার ভোরের গান। এগুলো হল সমষ্টিগত পণ্য। এই সব জিনিস বিনিময়ের ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থা কিন্তু বুবুনের অঙ্কের মতোই, ডাহা ফেল। এই সব জিনিসের বণ্টন হওয়ার দরকার সরকারের মাধ্যমে, কর আদায় করে অথবা সমবেত ভাবে দান করে বা চাঁদা তুলে।

ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টিগত পণ্যকে আলাদা করব কী ভাবে? পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনও দ্রব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে পাবলিক গুড বলব। প্রথমত, সমষ্টিগত পণ্য 'নন-রাইভাল' বা অ-প্রতিদ্বন্দ্বী, আর ব্যক্তিগত পণ্য হল 'রাইভাল' বা প্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি আপনার ভোগের জন্য কোনও জিনিস কিনলে আমি সেটা আর পাব না। বাজারের সবচেয়ে ভাল ইলিশটা আপনি তুলে নিলে, যত পয়সাই দিই না কেন, আমি তা কিনতে পারব না ; ব্যক্তিগত দ্রব্যের এই দ্বন্দ্ব ত্রিফলা আলোর ক্ষেত্রে নেই — আপনি আলোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি আলো পাব।

ব্যক্তিগত পণ্যের দু'নম্বর বৈশিষ্ট্য হল, তা 'এক্সক্লুডেবল' — সংবাদপত্রের পাতায় বিজ্ঞাপনের জন্য আমার কোম্পানিকে বাদ দিয়ে আপনার কোম্পানি চুক্তি করতে পারে ; কিন্তু, বেতার তরঙ্গ এ ভাবে কাউকে বাদ দেয় না — আপনি মহালয়া শুনুন, আমিও শুনছি!

সমষ্টিগত পণ্যের উদাহরণ হিসেবে আশ্বিনের দেবীপক্ষে মাথায় আসে শৈশবের সেই পাড়ার পুজোটা, যা আক্ষরিক অর্থেই ছিল সর্বজনীন, এক আদর্শ পাবলিক গুড! অর্থনীতির পাঠ্যে পাবলিক শব্দের অনুবাদ সর্বজনীন হলে বোধকরি তত্ত্বের সংজ্ঞাটা খাপে খাপেমিলত। সর্বজনীন দুর্গোৎসব অ-প্রতিদ্বন্দ্বী তো বটেই — পাড়ার পুজো আপনার পরিবারের জন্য যতটা, আমার জন্যও ততটাই ; আর কাউকে বাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, সকলের জন্য অবারিত দ্বার, সকলে মিলেই পুজো।

পাবলিক গুড বলেই সাবেকি এই পুজো চলত বাজারকে সরিয়ে রেখে ; পুজো নামক এই দ্রব্য সকলে মিলে উৎপাদন ও উপভোগ করত। আর কেনাবেচার বদলে ছিল সকলে মিলে চাঁদা তুলে ব্যয়ভার বহন করা, ঠিক অর্থনীতির তত্ত্ব মেনেই যেন। সবাই সমান চাঁদা দেবেন না, তবু ফলটা এফিশিয়েন্ট। ক্রয়বিক্রয়, লাভক্ষতি, বিজ্ঞাপন-স্পনসর ছিল না।

সেই শৈশব যেমন আর নেই, তেমনই আমরা হারিয়েছি এক অসামান্য পাবলিক গুডকেও— সর্বজনীন পুজো কবে যেন এক প্রাইভেট গুড হয়ে গেছে। এখন পাড়া পাড়ায় বারোয়ারি পুজো এক একটা প্রোডাক্ট, অর্থনীতির সংজ্ঞা মেনেযেন কোনও কোম্পানি দ্বারা উৎপাদিত। বারোজন ইয়ার মিলে তা সরবরাহ করবেন লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করেই ; বিভিন্ন বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁদের চাহিদা মেনে কিনবেন। পুজো নামক এই প্রাইভেট গুড তার পর আমাদের কাছে প্রদর্শিত, বিনামূল্যে বিতরিত হবে ; আমরা দর্শক হিসেবে উপভোগ করব, আমাদের সময়ের মূল্যের বিনিময়ে।

এ এক অন্য পুজো — নামেই এখনও সর্বজনীন, আদতে বাজারি। পুজোর বাজার। মার্কেট ইকনমি।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (২২/৯/১৭)

'তৃণমূলী হামলা'র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার প্রস্তাব গৃহীত বিজেপি'র বৈঠকে

দিব্যেন্দু বিশ্বাস, নয়াদিল্লি

অমিত শাহের সাম্প্রতিক বঙ্গ সফরের রেশ টেনেই রাজ্যে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপর লাগাতার 'তৃণমূলী হামলা'র বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব নেওয়া হল বিজেপি'র বৈঠকে। তবে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয়, দেশের যে সব অ-বিজেপি রাজ্যে দলীয় নেতৃত্বকে ক্রমাগত সংশ্লিষ্ট শাসক দলের আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে, সর্বত্রই এই প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের পথে হাঁটবে বলে ঠিক করেছে বিজেপি। আজ এখানে দলের সর্বভারতীয় পদাধিকারীদের (ন্যাশনাল অফিস বেয়ারার্স) নিয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে নির্দিষ্টভাবে এই বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে উঠে এসেছে। সূত্রের খবর, আগামীকাল, সোমবার দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্ধিত ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ মিটিংয়ে যে রাজনৈতিক প্রস্তাব পাশ হতে চলেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের 'হামলা'র প্রসঙ্গটি স্থান পাচ্ছে।

সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসে দলীয় কর্মীদের থেকে ফের তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে হয়েছিল অমিত শাহকে। তখন তাঁর প্রতিক্রিয়ার সারমর্ম ছিল, কোনও কাঁদুনি শুনতে চাই না। আপনারা কী করছেন? সেই সুরই শোনা গেল এদিনের বৈঠকে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক বা অন্য কোনওভাবে শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই যে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি'র অন্যতম এজেন্ডা, সে নিয়ে আর কোনও সংশয় রাখল না অমিত শাহ অ্যান্ড কোম্পানি।

একইসঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের অবস্থান সেই রাজনৈতিক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হলেও প্রাধান্য পেতে চলেছে প্রতিরোধ কর্মসূচিই। বিজেপি'র উপর তৃণমূলের হামলার প্রসঙ্গটি রাজনৈতিক প্রস্তাবে নিয়ে এসে অমিত শাহ আদতে বুঝিয়ে দিলেন যে, বাংলায় মমতা-বিরোধী আন্দোলন কর্মসূচিতে এই বিষয়টিই তাঁর তুরুপের তাস হতে চলেছে। এদিনই অমিত শাহের কাছে ব্যক্তিগতভাবে দল সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সূত্রের খবর, তাতে তিনি অমিত শাহের বঙ্গ সফরকে রীতিমতো সফল বলে উল্লেখ করেছেন। এই সফর বাংলার মানুষ এবং দলীয় কর্মীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যা সংগঠনকে আরও মজবুত করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, যে সব 'হোম টাস্ক' তিনি রাজ্য কর্মীদের দিয়ে এসেছেন, তা ঠিকমতোই পালন করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিজেপি'র এই মুহূর্তের 'পাখির চোখ' আরও দু'টি রাজ্য কেরল এবং ত্রিপুরার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে এদিনের বৈঠকে। দু'টি রাজ্যেই শাসক দল সিপিএমের হাতে বিজেপি নেতা-কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের মতোই আক্রমণের শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ।

রাজনৈতিক প্রস্তাবের খসড়া আজ দলের সর্বভারতীয় পদাধিকারীদের সামনে ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। অর্থাৎ, পেশ হতে চলা দলের এই রাজনৈতিক প্রস্তাব তেকে একটি বিষয় পরিষ্কার। তা হল, রাজ্যের আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট এবং লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, ততই 'তৃণমূলী হামলা' ও রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবে বিজেপি। এখানেই শেষ নয়। প্রতিরোধের রাস্তায় রাজ্য বিজেপি আদৌ কতটা যেতে পারল, তা আগামী জানুয়ারী মাসে ফের পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে খতিয়েও দেখবেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি।

এদিনের বৈঠকে নিজের ভাষণে গোটা দেশে দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি সর্বভারতীয় পদাধিকারীদের সামনে ব্যাখ্যা করেন অমিত শাহ। সাংগঠনিক শক্তি খতিয়ে দেখার জন্য তিনি যে পশ্চিমবঙ্গসহ একের পর এক রাজ্যে সফর করছেন, সেই প্রসঙ্গটিও টেনে আনা হয়।

দলীয় সূত্রের খবর, এদিনের ভাষণে অমিত শাহ দলের কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, দেশের প্রায় সবক'টি অ-বিজেপি রাজ্যেই বিজেপি খুব দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের প্রায় সবক'টি অ-বিজেপি রাজ্যেই দলের সাংগঠনিক শক্তি লক্ষণীয়ভাবে মজবুত হয়েছে। এই প্রবণতা ধরে রাখার উপর জোর দিয়েছেন অমিত শাহ। বলেছেন, তাহলেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে খুব সহজেই ন্যূনতম ৩৫০টি আসন জেতা যাবে।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৯/১৭)

এক নজরে

নেতারহাটে মাওবাদী, খুন চা-বিক্রেতা

নেতারহাটের সানসেট পয়েন্টের এক চা বিক্রেতাকে গুলি করে মারল মাওবাদীরা। পুলিশ জানিয়েছে নিহতের নাম শুভরাম ব্রিজারিয়া (৪০)। গত তিন দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার সকালে সানসেট পয়েন্টের একটু দূরে এক জঙ্গলে তাঁর গুলিবিদ্ধ দেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহের পাশে মাওবাদীদের কয়েকটি লিফলেট পড়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। সেখানে পুলিশের চর সন্দেহে তাঁকে মারা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শুভরামের বাড়ি সানসেট পয়েন্টের একদম কাছেই। অনেক পর্যটক তাঁকে ব্যক্তিগতভাবেও চিনতেন। পুজোথেকেই নেতারহাটে পর্যটনের মরসুম শুরু হয়ে যাবে। তার আগে এই ঘটনায় চিন্তিত প্রশাসন।

স্পিকারকে চিঠি

তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে সামিল ৬ বিধায়ককে বিধানসভায় স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জিতে চিঠি পাঠিয়েছিল ত্রিপুরা বিজেপি। বিধায়কদের সম্মতিপত্র সঙ্গে না থাকায়, তা মঞ্জুর করলেন না স্পিকার রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। খবর পেয়ে ক্ষুব্ধ বিজেপিতে সামিল সুদীপ রায়বর্মনের মতো নেতা। তাঁর বক্তব্য, নিয়মের তোয়াক্কা না করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বিপ্লব দেব। তাঁদের কিছু জানানো হয়নি।

মুখ পুড়ল রাজ্যের, পঞ্জিকা মেনেই ভাসান

প্রথম পাতার পর

তারপর প্রয়োজন হলে মৃদু লাঠিচার্জ। সরকার কখনই প্রথমে গুলি চালাতে পারে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকার বিসর্জনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রথমেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে।' এজিকে তোপ দেগে তিনি আরও বলেন, 'আপনারা খুবই ক্ষমতাবান, কিন্তু ক্যালেন্ডারকে কি থামাতে পারেন? চাঁদের গতি কি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন?'

প্রসঙ্গত, দশমীর দিন অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর ৬টার পর দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন করা যাবে না বলে রাজ্য সরকার প্রথমে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছিল। দশমীর পরদিন অর্থাৎ ১ অক্টোবর মহরম থাকায়, সে দিনও বিসর্জন বন্ধ রাখতে হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল। পরে অবশ্য বিসর্জনের ওই সময়সীমা বাড়িয়ে রাত ১০টা করা হয়।

রাজ্যের ওই প্রথম বিজ্ঞপ্তিকেই চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীদের আইনজীবী স্মরজিৎ রায়চৌধুরী, পার্থ বোস ও ইয়ুথ বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীদের বক্তব্য ছিল, দুর্গাপুজো জাতীয় উৎসব, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব। নিয়ম ও পঞ্জিকা মেনে তা পালন করার নাগরিকের মৌলিক অধিকার বা ধর্মাচরণের অধিকারে সরকার কখনও হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

তাঁদের আরও দাবি ছিল, 'সরকার যদি মহরমের দিন বিসর্জন না করতে দেয় তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু পঞ্জিকা মতে যেখানে রাত ১টা বেজে ২৬ মিনিট পর্যন্ত বিসর্জনের সময় নির্দিষ্ট করা আছে। রাজ্য ওই সময় পর্যন্ত অন্তত প্রতিমা বিসর্জনের অনুমতি দিক।'

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (২২/৯/১৭)

‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে জনগণের ভাবনাই প্রতিফলিত হয়: মোদি

নয়াদিল্লি (পিটিআই): নিজের কথা নয়, জনগণের কথাই তিনি তুলে ধরেন। 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান নিয়ে এভাবেই সমালোচকদের জবাব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে তিনি মোটেও নিজের চিন্তাভাবনার কথা প্রচার করেন না। অনুষ্ঠানে তিনি সাধারণ মানুষের অভিমত ও আকাঙ্ক্ষার কথাই তুলে ধরেন। ক্ষোভের সঙ্গেই মোদি বলেন, আমি কোনওদিনই বলিনি এটা আমার মন কি বাত। ৩০ মিনিটের ভাষণে তাঁর উদ্যোগে শুরু হওয়া একাধিক কর্মসূচির কথা স্মরণ করে মোদি। পাশাপাশি দেশের মাটিতে আয়োজিত হতে চলা অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল বিশ্বকাপের কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী।

মন কি বাত অনুষ্ঠান নিয়ে মোদির কড়া সমালোচনা শুরু করেছিল বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, ৩০ মিনিটের এই রেডিও অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র নিজের ভাবনাচিন্তারই প্রচার করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। জনগণের কথা শোনার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। বিরোধীদের জবাব দেওয়ার জন্য তাই এদিনের মন কি বাত অনুষ্ঠানকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান দেশের ইতিবাচক শক্তিকেই তুলে ধরে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধনের একটি অনন্য সুযোগ পাওয়া যায়। তাঁদের মনের ভাবনা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা এমনকী, কোনও অভাব-অভিযোগ থাকলেও তা জানতে পারা যায়। মোদি বলেন, তিনি দেশের নানাপ্রান্ত থেকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ তথ্য পেয়ে থাকেন। কিন্তু ৩০ মিনিটের অনুষ্ঠানে তার মধ্যে থেকে কয়েকটিই তুলে ধরেন। এই তথ্যগুলি যে তাঁকে উৎসাহিত করে তাও এদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী জানান, কখনও এমন হয়েছে যে ব্যক্তিগত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে আবার কখনও জনস্বার্থেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মোদি বলেন, এই সব ভাবনা থেকেই সাধারণ মানুষের মনোভাব তিনি বুঝতে পারেন।

মন কি বাত অনুষ্ঠানের সময় আচার্য বিনোবা ভাবের শিক্ষা তিনি স্মরণ রাখেন বলেও জানিয়েছেন মোদি। তিনি বলেন, আচার্য বিনোবা ভাবে সবসময় বলতেন যে রাজনীতিবিহীন কথাই বেশি কার্যকর হয়। আমিও 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে রাজনীতির রং লাগতে দিই না। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বচ্ছতা অভিযান নিয়েও কথা বলেন মোদি। তিনি বলেন, আগের অনুষ্ঠানেই ঠিক হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে ১৫ দিন আগে থেকেই এই কর্মসূচী সূচনা করেছেন। শ্রীনগরে এই কর্মসূচি পালন করার জন্য বিলাল দারের প্রশংসা করেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৫-৬ বছর ধরে নিজের উদ্যোগে তিনি এই স্বচ্ছতা অভিযান চালাচ্ছেন। এখন তাঁকে শ্রীনগর পুরসভা স্বচ্ছতা অভিযানের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করেছে। সম্প্রতি দুই শহিদ জওয়ানের বিধবা স্ত্রী সেনাবাহিনীতে যোগদান করায় তাঁদের প্রশংসা করেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ওই দুই বোনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এই দুই সাহসী মহিলার প্রতি প্রত্যেক দেশবাসীর গর্ব থাকবে।

তবে প্রধানমন্ত্রী যাই বলুন, এদিনও ওই অনুষ্ঠান নিয়ে সমালোচনা জারি রেখেছে কংগ্রেস। দলের মুখ পাত্র অজয় কুমার বলেছেন, গত তিন বছর ধরেই আমরা দেখছি মন কি বাত প্রধানমন্ত্রীর একপেশে অনুষ্ঠান হিসাবে চলছে। তিনি একেবারেই একেপেশে কথা বলেন। তাঁর অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনও কথা থাকে না। তিনি বলেন, গত বছরের বাজেটে কন্যা সন্তানদের জন্য এত অল্প বরাদ্দ হয়েছিল যে মনে হয় না সরকার বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও কর্মসূচি দীর্ঘদিন চালু রাখতে চায়।

—সৌজন্যে বর্তমান (২৫/৯/১৭)

বিভাজনের রাজনীতি তো মুখ্যমন্ত্রীই করছেন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

গত বছরও ঠিক এমনটিই করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ, গত বছরও হিন্দু বাঙালির শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপুজোর ভাসানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বসেছিলেন। দুর্গা ভাসানের পরদিন মহরম পড়ায় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর প্রশাসন ঘোষণা করেছিলেন, দশমীর দিন বিকাল ৪টার পর প্রতিমা নিরঞ্জন করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই তুঘলকি ফরমানের বিরুদ্ধে কয়েকটি পরিবার আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিল। এবং আদালত রাজ্য প্রশাসনের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছিল। সন্দীপ বেরা, অমৃতলাল ধর, অজয়কুমার দত্ত এবং সঞ্জয় সিং বনাম রাজ্য — এই মামলার রায়ে মহামান্য হাইকোর্ট বলেছিল, 'There being no valid decision of State Government prohibiting immersion beyond 4.00 pm on Bijoya Dashami, such prohibition shall also not apply to other household pujas and pujas organised by apartement owners in their respective complexes.' মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য প্রশাসনের ওই অগণতান্ত্রিক ফতোয়াটিকে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়ে মহামান্য আদালত গত বছরই প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়সীমা বাড়িয়ে রাত সাড়ে আটটা অবধি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কথায় আছে চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি। গত বছর দুর্গাপুজোর ভাসান নিয়ে আদালতে ওভাবে মুখ পোড়ানোর পরও এবছরও একই ফতোয়া জারি করে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘোষণা করেছেন, এবছরও দশমীর দিন সন্ধ্যা ছ'টার পর প্রতিমা নিরঞ্জন করা যাবে না। প্রতিমা নিরঞ্জন করা যাবে না পরদিনও। কারণ ওই একই — মহরম। কলকাতা শহরে বেশ কিছু বনেদি বাড়িতে শতবর্ষেরও প্রাচীন দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পুজাগুলি অনুষ্ঠিত হয় শাস্ত্রমতে, পঞ্জিকার বিধান অনুযায়ী। এই বছরপঞ্জিকা অনুযায়ী দশমী তিথি শেষ হচ্ছে রাত এগারোটায়। যে হিন্দু পরিবারগুলিতে দুর্গাপূজা হয় তাদের অধিকার রয়েছে এই সময়ের ভিতর প্রতিমা নিরঞ্জন করার। এই সময়সীমারওপর যদি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার চেষ্টা করে প্রশাসন, তাহলে তা হবে এই হিন্দু পরিবারগুলির ধর্মীয় অধিকারের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ। মুখ্যমন্ত্রীর এই একতরফা ফতোয়া তাঁর দলের নেতা-মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য কোটি টাকা বাজেটের পুজা করা পুজা কমিটিগুলি মেনে নিতে পারে। মেনে নিতে পারেন সেইসব মঠ-মিশনের গেরুয়াধারীরা, যাঁরা হিন্দু ভক্তের প্রণামীর অর্থে ফুলেফেঁপে ওঠেন, অথচ হিন্দুর ধর্মাচরণের ওপর আঘাত লাগতে দেখলেও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে সুশীল বালকের মতো চুপটি করে বসে থাকেন। কিন্তু যে পরিবারগুলি শাস্ত্রমতে নিষ্ঠাসহকারে পুজা করেন — তাঁরা কেন মানবেন? এই ধরনের ফতোয়া জারির আগে তাঁদের কোনও মতামত কি শুনতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী? এটা কি তাঁদের ধর্মীয় আবেগের ওপর আঘাত নয়?

গত বছর এই বিষয়টিও আদালতের নজর এড়ায়নি। আদালত তার রায়ে এটা বলেছিল — 'The almanac prescribe a time schedule which has to be followed in letter and spirit by every Hindu to perform puja and worship Maa Durga with a pure and clean mind. The community puja organizers, who indulge in performing puja to compete with one another for the purpose of winning prizes on offer at the instance of the State Government (clear from the press report relied on by Mr. Majumdar) can afford to keep the Durga idols beyond Bijoya Dashami but not the household Puja organisers. On each day, the idol has to be worshipped. These factors have also not been considered.'

আদালতের রায়ের এই বয়ানেই বোঝা যাচ্ছে, হিন্দুর ধর্মীয় রীতিনীতি এবং ধর্মীয় আবেগকে মোটেই বুঝতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর প্রশাসন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গত বছরই দুর্গা ভাসান নিয়ে আদালত এমন একটি রায় দেওয়ার পরও মুখ্যমন্ত্রী এবছরও ঠিক একই ফতোয়া জারি করলেন কেন? কী তাঁর উদ্দেশ্য? কাদের সন্তুষ্ট করতে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবছর হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগের ওপর এই আঘাত হানছেন? এবছর বিজয়া দসমী পড়েছে ৩০সেপ্টেম্বর। তার পরদিন ১ অক্টোবর মহরম। কোনও মুসলমান ধর্মীয় সংগঠন দশমীর দিন বিসর্জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিল এমনও নয়। কোনও হিন্দু বা মুসলমান সংগঠন দশমী এবং মহরম পরপর পড়লে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবে এমন আশঙ্কা করেছিল তাও নয়। বরং এই রাজ্যে অতীতে সেই নজির আছে যে বিজয়া দশমীর পরদিন মহরম পড়লেও কোথাও কোনওরকম সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়নি। এবং অতীতে দশমী এবং মহরম পরপর পড়লেও প্রতিমা নিরঞ্জনের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা হয়নি। গতবছর তাঁর রায়ে মহামান্য আদালত এই প্রশ্নও তুলেছিলেন যে, ১৯৮২ এবং ১৯৮৩ সালে বিজয়া দশমীর পরদিনই মহরম পড়লেও প্রতিমা নিরঞ্জনের ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। তাহলে এখন এই নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন উঠছে কেন? স্বাভাবিকভাবেই, এর কোনও জবাব মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য প্রশাসনের কাছে ছিল না। এখনও নেই।

মুখ্যমন্ত্রী যখন হিন্দুদের ধর্মীয় আচরণের ওপর এভাবে আঘাত হানতে উদ্যত, তখন জমিয়তে আহলে হাদিস হিন্দের মতো মুসলিম সংগঠন কী বলছে? ওই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আলমগির সরদার বলেছেন, 'ইসলামে মহরমের নামে নিজের দেহে আঘাত করার কোনও বিধান নেই। বৃহত্তর মুসলিম সমাজ মহরমে তাজিয়াও বের করে না। সরকারের উচিত সকলের ধর্মপালনে সহায়তা করা।' পশ্চিমবাংলার এবং সারা বিশ্বের যে প্রান্তে যত হিন্দু বাঙালি আছেন, তাঁদের সবার কাছেই দুর্গাপূজা প্রধান ধর্মীয় উৎসব। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালির বাসভূমি পশ্চিমবাংলার কোনওদিনই মহরম কোনও প্রধান ধর্মীয় উৎসব ছিল না। গতবছর দুর্গা ভাসান সংক্রান্ত রায়ে মহামান্য আদালতও এই মতামত ব্যক্ত করেছিল। মহামান্য আদালত এ-ও বলেছিল — অতীতে কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই মহরমের দিনটিকে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করেনি। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রশাসনের গোপন অ্যাজেন্ডাটি কী? এই গোপন অ্যাজেন্ডাটি গতবছরই মহামান্য আদালত ধরে ফেলেছিল। তার রায়ে আদালত পরিষ্কার বলেছিল, 'কোনওরকম যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তোষণ করার লক্ষ্যে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করছে।'

এই নগ্ন তোষণের রাজনীতিটিই ক্ষমতায় আসার পরদিন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে চলেছেন। এই নগ্ন তোষণেরই একটি অঙ্গ বিজয় দশমীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ। ইমাম, মুয়াজ্জিন ভাতা, হজযাত্রার অনুদান, সংকীর্ণ মৌলবাদী ইমাম, পিরদের পাশে বসিয়ে জনসভা করা, ধূলাগড়, কালিয়াচক, বসিরহাট, ক্যানিং-সহ একাধিক জায়গায় হিন্দুদের ওপর হামলা চালানো ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিদের সাড়ম্বরে মন্ত্রিসবায় স্থান দেওয়া, জনপ্রতিনিধি করে বিধানসভা এবং সংসদে পাঠানো — এই সবই লাগাতার করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুখ্যমন্ত্রীর পার্শ্বচররাই ইমাম-মৌলবিদের পাশে বসে তিন তালাকের সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিলেন। যে মুখ্যমন্ত্রীর ইথিওপিয়ায় বন্যা হলেও বিবৃতি দিতে দ্বিধা করেন না — তিনিই দেশের সর্বোচ্চ আদালতের তিন তালাক নিষিদ্ধ করার রায়কে স্বাগত না জানিয়ে কেন মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন — তা বুঝতে আর অসুবিধা হয় না। নগ্ন এবং ঘৃণ্য তোষণের রাজনীতি করে ক্ষমতায় থাকার সহজ পন্থাটি মুখ্যমন্ত্রী বুঝে নিয়েছেন। বুঝে গিয়েছেন বলেই আদালত কী বলল, না বলল তা নিয়ে ভাবিত হন না। আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন না। সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিতেও দ্বিধা করেন না।

গত বছর তাঁর রায়ে মহামান্য আদালত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিল। বলেছিল, 'The State Government must realize that it would be dangerous to mix politics with religion. ... No decision ought to be taken that would have the potential of pitting one community against another. ...In tolerence would rise in the event ofsuch arbitrary decision of the State Government being in place and enforced.'

আদালত যা-ই বলুন না কেন, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে দেওয়ার এই ঘৃণ্য-নিন্দনীয় পথটি থেকে সরে আসেননি। বরং, এই পথটিকেই তিনি বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। বিজয়া দশমীর ভাসানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতা চালু করা, ইমাম-পিরদের পাশে বসিয়ে সভা করা, নিজের হিজাব পরিহিতা মুখচ্ছবি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া — মুখ্যমন্ত্রীর এইসব পদক্ষেপই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে সবথেকে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর বোঝা উচিত, তিনি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্ত্রী নন। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে কার্যত উৎসাহিত হচ্ছে ধর্মান্ধ সংকীর্ণ ইসলামিক মৌলবাদীরা। আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ। দুই সম্প্রদায়ের ভিতর মানসিক এবং সামাজিক দূরত্বও আরও বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর এইসব পদক্ষেপে। এরপর বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, স্রেফ রাজনীতির স্বার্থে কে আত্মসমর্পণ করছেন ধর্মীয় মৌলবাদের কাছে, কেই এই রাজ্যে আমদানি করছেন বিভাজনের রাজনীতি!

এবছর বিজয়া দশমী এবং মহরম পরপর পড়ায় এই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ হবে—এই রকম আশঙ্কা কেউ কোথাও, কখনও প্রকাশ করেনি। মুখ মন্ত্রী নিজে থেকেই এরকম একটি আশঙ্কা ছড়িয়ে দিয়ে দশমীর বিসর্জনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণই বলে দিচ্ছে, এই রকম অমূলক একটি আশঙ্কা ছড়িয়ে দিয়ে, প্রশাসনের মাধ্যমে দশমীর বিসর্জনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে, সুকৌশলে তিনিই বিভাজনের রাজনৈতিক খেলাটি খেলছেন।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'সাচ্চা হিন্দু' বলে ঘোষণা করেছেন। তা, তিনি যখন 'সাচ্চা হিন্দু' তখন নিশ্চয়ই জানেন, বিজয়া দশমীর সবথেকে সুন্দর অনুষ্ঠান হিন্দু রমণীদের সিঁদুর খেলা, পঞ্জিকা অনুযায়ী, অনুষ্ঠিত হয় সূর্যাস্তের পরই। মুখ্যমন্ত্রীর ফতোয়া মানলে সিঁদুর খেলার মতো সুন্দর অনুষ্ঠানটিই এবার বাদ দিয়ে দিতে হয়। প্রশ্ন একটাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা আর কত সহ্য করবে? মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক ফতোয়ার জন্য তাদের সুন্দর সামাজিক-ধর্মীয় প্রথাটিকেও বাদ দিতে হবে? কী বলেন 'সাচ্চা হিন্দু' মুখ্যমন্ত্রী?

সবিশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি সবিনয় প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী সর্বদাই বলে থাকেন, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কেউ বিনষ্ট করতে পারবে না। তাহলে তাই যদি হয়, দশমী আর মহরম একসঙ্গে হতে বাধা কোথায়? বলুন না মুখ্যমন্ত্রী।

—সৌজন্যে যুগশঙ্খ (৩০/৮/১৭)

NOV.
11

শুভ বিজয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
গ্রহন করুন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL
ESTD. 1971
বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ
NORTH AMERICA

THE CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL AND ITS EXECUTIVE COMMITTEE & BOARD OF TRUSTEES CORDIALLY INVITE YOU TO JOIN...

"SHAROD SUBECHHA MILAN"

November 11, 2017: 6pm-12midnight
Entertainment to be provided by Famous Kolkata Singer

SNACKS & DINNER WILL BE SERVED

For venue Location please contact us (see below)

RSVP by 31st October, 2017 To:

TAPAS **SANYAL** : TSANYAL@VERIZON.NET
CHITTA SAHA: CHITTASHA@HOTMAIL.COM
MILAN AWON: MILANAWON@GMAIL.COM
DILIP CHAKRABORTY: DCHA42@AOL.COM
SUSHMITA SARKAR: SUSHSARKAR@YAHOO.COM

Donation $20 per person over 15 years old